উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রাহা তৃণমূল তো ফির মিলেঙ্গে

৩

ডিলিটেডরা বাদ দেশ থেকেও

৩

শিলিগুড়ি ২ বৈশাখ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 16 April 2026 Thrusday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 326

কোন পথে উত্তর

সমতলে বদলের হাওয়া, নাকি পাহাড়ে নতুন রাজনৈতিক অঙ্ক? উত্তরের জেলাগুলির ভোটের নাড়িনক্ষত্র নিয়ে আমাদের বিশেষ বিশ্লেষণ। দার্জিলিং জেলার পথেপ্রান্তরে ঘুরে লিখলেন

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ির আকাশে গেরুয়া আভা

দার্জিলিং (সমতল)

চায়ের দোকানেও এখন চর্চায় ভোট। হাসপাতাল মোড়ের কাছে। (নীচে) পাশাপাশি সহাবস্থান সব দলের পতাকার। শিলিগুড়ির বাগরাকোটে। ছবি : সূত্রধর

'শ্যাম, একটা হাফ বয়েল আর একটা টোস্ট দে। টোস্টে মশলা দিস, সেদিনের মতো ভুল করে চিনি দিয়ে দিস না।' রাস্তা থেকে অর্ডার দিতে দিতে দোকানে ঢোকেন প্রৌঢ়। ভেতরের আলো-আঁধারিতে বসে থাকা সমবয়সি এক ভদ্রলোককে দেখে একপ্রকার চেঁচিয়ে ওঠেন, 'কি রে সকাল সকাল সেজেগুজে কোথায় যাচ্ছিস?' 'প্রচারে বের হব, গৌতমদার সঙ্গে।' প্রৌঢ় ব্যঙ্গাত্মক সুরে বলেন, 'প্রচারের আবার কি দরকার। তোরাইতো বলে বেড়াচ্ছিস গৌতমদা জিতে গিয়েছে।' সমবয়সি ভদ্রলোক শান্ত হয়ে বলেন, 'সে তো জিতবেই। তোরা সবাই ঠিকমতো ভোট দিলে এবার কেউ আটকাতে পারবে না।' প্রৌঢ় হাসেন। 'আরে আমাদের ভোটের দরকার নেই। গৌতমদাকে সুপ্রকাশ একাই বিপুল ভোটে জিতিয়ে দেবে।'

কথার মাঝেই শ্যাম টোস্টের প্লেট দিয়ে যায়। প্রৌঢ় বলতেই থাকেন, 'এই যে তোরা গৌতমদার পেছনে ঘুরছিস, সত্যি করে বলতো আদৌ ভোট দিবি তো জোড়াফুলে?' 'ধুর, তুই স্থান-কাল বুঝিস না, লোকজনের মধ্যে যে কি বলিস!' - সমবয়সি ভদ্রলোক অস্বস্তিতে পড়েন। মর্নিং ওয়াক সেরে আরও তিনজন ওদের সঙ্গে যোগ দেন। বাঘা যতীন পার্ক লাগোয়া চায়ের দোকানের আড্ডা জমে ওঠে। আদৌ 'তৃণমূল'-এর সব ভোট পাবেন তো গৌতম? - চায়ের দোকানে ওঠা সেই প্রশ্নের উত্তরেই লুকিয়ে আছে শিলিগুড়ি বিধানসভার ফলাফলের সমীকরণ।

এবারের নির্বাচনে তরাইয়ের মাটিতে লড়াইয়ের চেয়েও বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্ব আর আত্মঘাতী রাজনৈতিক দম্ভের উপাখ্যান। দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আর সামাজিক মাধ্যমে চোখ রাখলেও তার ইঙ্গিত মেলে। শিলিগুড়িতে সমীকরণ মেলাতে অনেক হিসেব কষতে হলেও মহকুমার অন্য দুই বিধানসভা মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়ার অঙ্ক কিন্তু সরল। দুই বিধানসভাতেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল ও বিজেপি। বাম, কংগ্রেসের প্রার্থী থাকলেও কোথাওই নির্ণায়ক ভূমিকা নেওয়ার মতো শক্তি আপাতত তাদের নেই।

শিলিগুড়িতে জয়, পরাজয়ের অনেক কি ফ্যাক্টর আছে। তবে ভোটারদের প্রাথমিক ভালোলাগাকে গুরুত্ব দিলে সেই বিচারে বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ গৌতমকে গোল দিয়ে বসে আছেন। বদমেজাজ এবং অহংকারের বর্ম খুলতে না পারায় গৌতম নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছেন। ভোটের আগে হাসিমুখে নিজের ইমেজ পুনর্গঠনের মরিয়া চেষ্টা চালালেও তা খুব একটা কাজে আসছে না। অন্যদিকে, শংকর ঘোষ তাঁর সহজসরল জনসংযোগ এবং অহংকারহীন আচরণের জোরেই শহরবাসীর একাংশের মন জয় করেছেন।

ভাগ্যকে যদি সফলতার মাপকাঠি ধরা হয় তাহলে বলতে হবে শংকর সেই ভাগ্যের দৌলতেই তরতর করে ওপরে উঠছেন। বিধায়ক হিসাবে গত পাঁচ বছরে সেভাবে ছাপ ফেলতে পারেননি তিনি। শিলিগুড়ির চাইতে কলকাতাতে টেলিভিশনে সক্রিয় থেকেছেন অনেক বেশি। বিজেপিতে গোষ্ঠীকোন্দলে কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু বাগ্মিতা, উপস্থিতবুদ্ধি, পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার দক্ষতা শিলিগুড়ির বিজেপিতে আপাতত তাঁর কাছেপিঠে কেউ নেই। সবমিলিয়ে গৌতমের মোকাবিলা করার মতো যোগ্য প্রার্থীর অভাব বিজেপির সব গোষ্ঠীকে শেষপর্যন্ত বাধ্য করছে শংকরের সমর্থনে কাজ করতে। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর নিঃশর্ত সমর্থন শংকরকে বাড়তি অক্সিজেন দিচ্ছে।

> গৌতম এবার সর্বশক্তি নিয়ে ময়দানে নেমেছেন। শেষ সুযোগ ধরে নিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। সাম-দাম-দণ্ড-ভেদ সব অস্ত্রই প্রয়োগ করছেন। তাতে যে বরফ একেবারে গলেনি তা বলা যাবে না। তা সত্ত্বেও দলের বিক্ষুব্ধ নেতাদের মানভঞ্জন করে শেষমুহূর্তে কোনও মিরাকল করতে না পারলে শিলিগুড়িতে বিজেপিকে টেক্কা দেওয়া কঠিন।

গৌতমের লড়াইটা কিন্তু অন্যরকম। নিজের ঘরে কে শত্রু কে মিত্র তা চেনা দায়। এই পরিস্থিতির জন্য অবশ্য তিনি নিজেই দায়ী। শিলিগুড়িতে দীর্ঘদিনের একচ্ছত্র অধিপতি গৌতম আজ নিজেরই তৈরি করা চক্রব্যূহে বন্দি। দশকের পর দশক ধরে নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি কাউকেই সমকক্ষ হয়ে উঠতে দেননি, আর আজ সেই শূন্যতাই তাঁকে তাড়া করে ফিরছে। নিজের আখের গোছানোর চেষ্টায় থাকা কয়েকজন বাদে শিলিগুড়িতে এমন তৃণমূল নেতা পাওয়া কঠিন যার পছন্দের তালিকায় গৌতম দেব আছেন। শিলিগুড়ির ভোটার না হওয়া সত্ত্বেও মাটিগাড়া থেকে এসে সুপ্রকাশ রায়ের সব বিষয়ে নাক গলানো অন্য নেতাদের গৌতমের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছে। ফলে বিক্ষুব্ধরা কোনওভাবেই চাইছেন না তিনি জয়ী হোন।

আবার, গৌতম শিলিগুড়ির মেয়র। তাই ভোটাররা মেয়র হিসাবে গৌতমের সাফল্য বা ব্যর্থতা মূল্যায়ন

করছেন। সেটা তাঁর পক্ষে বাড়তি চাপ। শহরে জলসমস্যা, রাস্তা সংস্কার না হওয়া, বিল্ডিং প্ল্যানের অব্যবস্থা, নাগরিক পরিষেবা প্রদানে ব্যর্থতার দায়ভার নিয়েই ভোট চাইতে হচ্ছে গৌতমকে। শংকরের সেই দায় নেই। উলটে গৌতমের ব্যর্থতার খতিয়ান যত লম্বা হচ্ছে শংকরের প্রচারের সুযোগ তত বাড়ছে। পরে পাওয়া চোদ্দো আনার মতো শহরের বাম ভোটব্যাংকের একটা অংশের নীরব আশীর্বাদ শংকরের বাড়তি পাওনা। তৃণমূলের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, দলের মতো পুরনিগমেও গৌতমই নাকি শেষকথা বলছেন। তা নিয়েও দলের কাউন্সিলারদের মধ্যে ক্ষোভের পারদ চড়ছে। তৃণমূলের এই অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে জয়লাভ করা খুব কঠিন কাজ।

শহরের হিন্দিভাষী ও অবাঙালি বলয় নিয়ন্ত্রণ করেন ব্যবসায়ীরা, যাঁরা হুজুগ নয়, মূলত হিসেবের রাজনীতিতে বিশ্বাসী, তাঁরা ইতিমধ্যেই ঘাসফুল থেকে মুখ ঘুরিয়েছেন। অবাঙালি মহলে গ্রহণযোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও সঞ্জয় টিক্রুয়াল এবং দিলীপ দুগারের মতো ব্যক্তিদের দল ও এসজেডিএ-এর মাথার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার মাশুল গুনতে হচ্ছে তৃণমূলকে। এতসবের পরেও যে বিষয়টি ভুললে চলবে না তা হল, গৌতম এবার সর্বশক্তি নিয়ে ময়দানে নেমেছেন। শেষ সুযোগ ধরে নিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। সাম-দাম-দণ্ড-ভেদ সব অস্ত্রই প্রয়োগ করছেন। তাতে যে বরফ একেবারে গলেনি তা বলা যাবে না। তা সত্ত্বেও দলের বিক্ষুব্ধ নেতাদের মানভঞ্জন করে শেষমুহূর্তে কোনও মিরাকল করতে না পারলে শিলিগুড়িতে বিজেপিকে টেক্কা দেওয়া কঠিন।

শহরের সীমানা ছাড়িয়ে মহকুমার অন্য দুই কেন্দ্র, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়ার অন্দরমহলে কান পাতলেও শোনা যায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের একই করুণ রাগিণী। এই দুই কেন্দ্রে লড়াই সরাসরি পদ্ম বনাম জোড়াফুলের। মাটিগাড়ায় তৃণমূলের নবাগত দলবদলু প্রার্থী শংকর মালাকারকে কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না দলের আদি নেতারা। পাপিয়া ঘোষ, দিলীপ বর্মন বা ক্যাপ্টেন নলিনীরঞ্জন রায়ের মতো দাপুটে নেতাদের নিষ্ক্রিয়তা স্পষ্টতই প্রমাণ করছে, দলের ভেতরেই তিনি কতটা একঘরে।

এরপর আটের পাতায়

পয়লা বৈশাখে প্রকৃতির শুভ্র উপহার। কোচবিহার রাজবাড়িতে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি। বুধবার।

কাকে ভোট, দ্বিধায় কামতাপুরিরাও

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : তাদের সকলের দাবি এক। পৃথক রাজ্য এবং নিজেদের ভাষাকে অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত করা। কিন্তু ভোটের লড়াইয়ে নিজেদের মধ্যেই ব্যবধান রাখছে কামতাপুরি সংগঠনগুলি। উত্তরবঙ্গের কামতাপুরি-রাজবংশী ভোট এবারের ভোটে সম্ভবত এককাট্টা থাকছে না। কেউ আঞ্চলিক দলের সঙ্গে জোট করে লড়াই করছে। তো কেউ বিজেপিকে সমর্থন জানানো গোর্খা প্রার্থীদের সঙ্গে রয়েছে। কেউ আবার বিজেপির প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও নিজেরাই প্রার্থী দিয়েছে। তৃণমূলের প্রার্থীদের প্রতিও সমর্থন রয়েছে কারও কারও।

কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে জোট করেছে। নিখিল রায়ের কামতাপুর পিপলস পার্টি (ইউনাইটেড) আঞ্চলিক জোট করে লড়াই করছে। অন্যদিকে, কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টিও দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে একপক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, অপরপক্ষ তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থন করছে।

কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের (কেএসডিসি) সভাপতি তপতী রায়মল্লিক নিজেই ময়নাগুড়ি কেন্দ্র থেকে লড়াই করছেন। কেএলও চিফ জীবন সিংহের সঙ্গে একাধিকবার দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে শান্তি আলোচনা করেছেন তিনি। কিন্তু রফাসূত্র বের হয়নি। ভোটের আগে কেন্দ্রের তরফে কোনও সদর্থক উত্তর না পেয়ে কেএসডিসি উত্তরবঙ্গজুড়ে ৩৫টি আসনে এককভাবে লড়াই করছে। শুধু পাহাড়ে তারা গুরুংকে সমর্থন করছে। গুরুং বিজেপিকে সমর্থন করলেও সমতলে বিজেপির বিরুদ্ধেও প্রার্থী দিয়েছে কেএসডিসি। তপতী বলেন, 'কেন্দ্রের সঙ্গে জীবন সিংহের শান্তি আলোচনার ফলাফল এখনও কেন্দ্র জানায়নি। তাই আমরা জনগণের কথা মেনে নিজেরাই প্রার্থী দিয়েছি।'

- কামতাপুরি-রাজবংশী সংগঠনগুলির কেউ কেউ আঞ্চলিক দলের সঙ্গে জোট করে লড়াই করছে
- কেউ বিজেপিকে সমর্থন জানানো গোর্খা প্রার্থীদের সঙ্গে রয়েছে
- কেউ আবার বিজেপির প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও নিজেরাই প্রার্থী দিয়েছে
- তৃণমূলের প্রার্থীদের প্রতিও সমর্থন রয়েছে কারও কারও

কামতাপুর পিপলস পার্টির দুই নেতা নিখিল রায় ও প্রয়াত অতুল রায়ের আন্দোলনের খবর সকলেরই জানা। অতুল (বর্তমানে প্রয়াত) কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টি গঠন করেছিলেন। সেই দল এখন দ্বিধাবিভক্ত। অতুলের ছেলে অমিত রায় কামতাপুর ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান। তিনি জানিয়েছেন, দক্ষিণ দিনাজপুরে তাঁরা দুটি আসনে প্রার্থী দিয়েছেন। ময়নাগুড়ি সহ আরও বেশ কয়েকটি আসনে তাঁরা তৃণমূল প্রার্থীকে সমর্থন করছেন।

অন্যদিকে, কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টির বুধারু রায় ও অভিজিৎ রায় গোষ্ঠী রয়েছে। বেরুবাড়ির সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এলে তাঁর সঙ্গে বুধারু ও অভিজিতের একপ্রস্থ আলোচনা করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ দাস। অভিজিৎ বলেন, 'আমরা উত্তরবঙ্গে ৩০টি আসনে যেখানে আমাদের শক্তি রয়েছে সেখানে তৃণমূলকে সমর্থন করছি।'

তবে কামতাপুর পিপলস পার্টি (ইউনাইটেড) অবশ্য আঞ্চলিক কিছু দলের সঙ্গে জোট করে এককভাবে উত্তরবঙ্গে ১৫টি আসনে লড়াই করছে। নিখিলের বক্তব্য, 'বরাবর আমরা আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে জোট করেছি।'

এই পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গে কামতাপুরিদের সংগঠনগুলি আদতে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে নির্বাচনে। তাতে নিজেদের ভোটব্যাংক ভাগাভাগির সম্ভাবনা প্রবল। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি কামতাপুরি জনসাধারণকে নিজেদের দিকে টানার জন্য নানা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে নিজেদের জনজাতির এতগুলি সংগঠনের প্রার্থীদের ভোট দেবেন, নাকি মুখ্য রাজনৈতিক দলের পাশেই থাকবেন, তা নিয়ে কামতাপুরি ও রাজবংশী ভোটাররা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন।

পুজো দিয়ে বিজেপির প্রচার

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৫ এপ্রিল : বছরের প্রথম দিন মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচারে নামেন ময়নাগুড়ি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী ডালিম রায়। বুধবার সকালে শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ড পেটকাটি মন্দিরে পুজো দেন তিনি। পুজো দিয়ে প্রসাদ বিতরণ করে জনসংযোগ করেন তিনি। এরপর ১০ নম্বর ওয়ার্ডে কালী মন্দিরে পুজো দেন এবং সংলগ্ন এলাকায় প্রচার সারেন তিনি। এরপর ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় জনসংযোগ করেন। অন্যদিকে, এদিন সকালে রাজগঞ্জে অমিত শা'র জনসভায় থাকলেও দুপুরের পর থেকেই প্রচারে নেমে পড়েন জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী অনন্তদেব অধিকারী। শহরের কিছু এলাকায় প্রচার করেন তিনি।

কর্মখালি

শিলিগুড়ি, ফুলবাড়ি বিস্কুট কোম্পানিতে কাজের জন্য লোক চাই। সময় - ১২ ঘণ্টা, বেতন - 20,000 PF+ESIC সহ।থাকার জাগায়া ফ্রি, খাওয়া নিজের। M - 8391902102. (C/121381)

Affidavit

I, Mostafa Rousan Monjil, S/O Amirul Islam, R/O Rabindra Nagar, P.O. & P.S. Falakata, Dist. Alipurduar, WB- 735211, Do hereby declare via an affidavit sworn before the LD. Judicial Magistrate 1st Class, Alipurduar on 06/04/2026 that the names of my father Amirul Islam, Md Amirul Azad, and Amirul Azad Islam appearing in my educational documents refer to one & the same person. (B/S)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৩৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৪২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৬৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৫১৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৫১৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

পুজোর মাঝেই হাজির হাতি

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : নতুন বছরের প্রথম দিনে পুজো দেওয়ার জন্য ভিড় করেছিলেন পুণ্যার্থীরা। প্রার্থনা, যাতে সারাবছর বুনোর আক্রমণ থেকে রেহাই মেলে। এদিকে, যার থেকে বাঁচতে পুজো সেই স্বয়ং গজরাজ সামনে এসে হাজির। আর তাতেই মহাকালধামে হুলুস্থুল কাণ্ড বাধল। পুজো বাদ দিয়ে প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দেন পুণ্যার্থীরা। শেষমেশ মহাকালধামে নজরদারিতে নিযুক্ত বনকর্মীরা পটকা ফাটিয়ে হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরাতে সক্ষম হন। তারপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

হাতির হামলা থেকে বাঁচাবেন মহাকাল। এমন বিশ্বাসে নববর্ষের দিন মহাকালধামে পুজো দিতে ভিড় করেন বনবস্তির বাসিন্দারা। গোরুমারা জঙ্গল লাগোয়া সরস্বতী, বড়দিঘি, বিচাভাঙা, ছাওয়াফুলি ও আশপাশ এলাকার বনবস্তির বাসিন্দারা নিয়ম মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো করেন। স্থানীয় বাসিন্দা রুপালি ওরাওঁ, রতন টুডু, সোমা কোরাদের গ্রামে প্রায় প্রতিদিনই বুনোর আক্রমণ হয়। বিশেষ করে হাতির আগমন প্রায় রোজের ঘটনা। তার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাসিন্দাদের ফসল কিংবা আশ্রয়স্থল। অনেক সময় প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে। এদিন বনবস্তির বাসিন্দাদের পাশাপাশি ডুয়ার্সের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষও মহাকালধামে এসেছিলেন।

জানা গিয়েছে, সকাল থেকে নিয়মমাফিক পুজো চললেও ছন্দপতন হয় দুপুরে। দেড়টা নাগাদ হঠাৎ একটি দাঁতাল মহাকালধামের কাছে রাস্তার অপর প্রান্ত থেকে মহাকালধামের দিকে চলে আসে। সামনে হাতি আসতে দেখে তড়িঘড়ি দৌড়ে এদিক-ওদিক পালিয়ে যান বহু পুণ্যার্থী।

পুজো দিতে আসা এক বধূ জিতনি মুন্ডা বলেন, 'আমরা জানি, আমরা পুজো দিতে এসেছি। আমাদের কোনও ক্ষতি করবেন না মহাকাল। তবু সাবধান হতে দূরে সরে যাই।'

যদিও এলাকায় আগেই বনকর্মীরা নিযুক্ত ছিলেন। বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জের কর্মীরা পটকা ফাটিয়ে হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠান। যদিও ততক্ষণে প্রায় ফাঁকা হয়ে যায় মন্দির চত্বর।

বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত বলেন, 'ওই পথ হাতির করিডর। মাঝেমধ্যেই ওখানে হাতি বেরিয়ে আসে। এদিনও তাই হয়েছিল। পরে হাতিটিকে বনকর্মীরা জঙ্গলে ফেরত পাঠান।'

মহাকালধামে হুলুস্থুল

মহাকালধাম সংলগ্ন জাতীয় সড়কে হাতি। -সংবাদচিত্র

৪৯৯ পেয়ে তাক অর্কজিতের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৫ এপ্রিল : সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন-এর দশম শ্রেণির পরীক্ষায় দারুণ ফল করল কোচবিহারের অর্কজিৎ পাল। সে কোচবিহারের বিনামোহিত মেমোরিয়াল স্কুলের ছাত্র। পরীক্ষায় ৫০০-র মধ্যে তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৯। এর মধ্যে ইংরেজি, সোশ্যাল সায়েন্স, ইনফরমেশন টেকনলজি ও অঙ্ক- এই চারটি বিষয়ে ১০০ পেয়েছে অর্কজিৎ। এছাড়া বাংলা ও সায়েন্সে পেয়েছে ৯৯ করে। 'বেস্ট অফ ফাইভ' ধরা হয়েছে। তবে সে রাজ্য মেধাতালিকায় প্রথম না দ্বিতীয় হয়েছে, তা অবশ্য এখনও তার স্কুল বুঝে উঠতে পারছে না। অর্কজিতের এমন ফলাফলে তার স্কুল সহ গোটা কোচবিহার জেলায় খুশির হাওয়া।

বিনামোহিত মেমোরিয়ালের প্রিন্সিপাল নিনা রায় বলেন, 'রাজ্যে কোনও পরীক্ষার্থী যদি ৫০০-র মধ্য ৫০০ নম্বর পায় তাহলে সে-ই প্রথম হবে। আর কেউ যদি ৫০০ না পায় তাহলে আমাদের স্কুলের অর্কজিৎ পালের প্রথম হওয়ার কথা। আমরা তার এমন ফলাফলে অত্যন্ত খুশি।' ফল শুনে বুধবার ইউনিফর্ম পরে বাবা-মায়ের সঙ্গে স্কুলে এসেছিল অর্কজিৎ। জানাল, পিওর সায়েন্স নিয়ে পড়বে। আগামীদিনে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছা রয়েছে।

কোচবিহার শহর থেকে তিন-চার কিলোমিটার দূরে মহিষবাথানের বটতলা এলাকায় অর্কজিতের বাড়ি। বাবা বিশ্বজিৎ পাল সেচ দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। মা রাখি ঘোষ পূর্ব গুড়িয়াহাটি গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা। ছেলের সাফল্যে বিশ্বজিৎ বলেন, 'ও লেখাপড়ায় বরাবরই মেধাবী। ইউকেজি থেকে একই স্কুলে পড়ছে। বাড়িতে ওর পাঁচজন গৃহশিক্ষক ছিলেন। প্রতিদিন ছয় থেকে সাত ঘণ্টা করে লেখাপড়া করত অর্কজিৎ।' মা রাখিও ছেলের এমন ফলাফলে খুশি। যদিও পড়াশোনার পাশাপাশি অর্কজিৎ দাবা ও ফুটবলও খেলে। বাড়ির বাইরে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডারপাশাপাশিছবিআঁকতেওগিটার বাজাতেও ভালোবাসে।

সিবিএসই দশম

কোচবিহারের অর্কজিৎ পাল।

পড়ে মৃত্যু

রায়গঞ্জ, ১৫ এপ্রিল : বাড়ির ছাদ পরিষ্কার করতে গিয়ে পা হড়কে নীচে পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম ইন্দ্রকমল সাহা (৪৯)। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ শহরের মিলনপাড়ায়। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মহাকাশ গবেষণায় অংশ নেবে অন্যতমা

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ১৫ এপ্রিল : দক্ষিণ দিনাজপুরের সাফল্যের মুকুটে নয়া পালক যুক্ত হল। ইসরোর সর্বভারতীয় 'যুব বিজ্ঞানী কার্যক্রম' (যুবিকা-২০২৬) প্রোগ্রামে নির্বাচিত হয়ে জেলার নাম উজ্জ্বল করল ফুলবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী অন্যতমা দেবী অধিকারী।

ছোটবেলা থেকেই নিশ্চিন্তা এলাকার বাসিন্দা অন্যতমার মহাকাশ এবং বিজ্ঞানের প্রতি গভীর উৎসাহ। মহাকাশ নিয়ে পড়াশোনা করার প্রবল ইচ্ছাই তাকে এই সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। স্কুলের এক দিদির থেকে এই পরীক্ষার কথা জানতে পেরে ২৮ মার্চ প্রোগ্রামের পরীক্ষায় বসেছিল সে। তারপর ১৩ এপ্রিল, সোমবার এই পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হতেই দেখা যায়, সে সর্বভারতীয় স্তরে সুযোগ পেয়েছে।

আগামী মাসে হায়দরাবাদের 'ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টার'-এ ১১ মে থেকে ২২ মে পর্যন্ত আয়োজিত বিশেষ মহাকাশ বিজ্ঞান সংক্রান্ত কার্যক্রমে অংশ নেবে সে। সেখানে বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে মহাকাশ গবেষণা এবং প্রযুক্তির খুঁটিনাটি সরাসরি জানার সুযোগ পাবে এই কৃতী ছাত্রী।

অন্যতমা দেবী অধিকারী।

মূলত নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা সর্বভারতীয় স্তরের এই পরীক্ষায় বসার সুযোগ পায়। এবছর এই কার্যক্রমের জন্য দেশের ৪৫৬ জনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। ২৭৮তম স্থান পেয়েছে অন্যতমা। পশ্চিমবঙ্গ থেকে মোট ৭ জন স্থান পেয়েছে।

অন্যতমা দেবী অধিকারী বলে, 'আমি মহাকাশ নিয়ে ভাবতে খুব ভালোবাসি। সেই ভালোবাসার টানেই এই পরীক্ষায় বসেছিলাম। স্কুলের এক দিদির মাধ্যমে এই পরীক্ষার কথা জানতে পারি। এরপর গত মাসে ২৮ তারিখ অনলাইন পরীক্ষা দিয়েছিলাম। অনলাইন পরীক্ষা এবং অ্যাকাডেমিক মার্কস মিলে আমি সর্বভারতীয় স্তরে ৪৫৬ জনের মধ্যে সুযোগ পেয়েছি। সুযোগ পেয়ে আমি ভীষণ আনন্দিত ও আপ্লুত। নতুন অনেক কিছু শেখার জন্য আমি মুখিয়ে আছি। এ সাফল্যের পেছনে বাবা, মা এবং স্কুলের শিক্ষকরা যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। বড় হয়ে আমি একজন 'অ্যাস্ট্রোবায়োলজিস্ট' হতে চাই।'

অন্যতমার বাবা মানস অধিকারী ফুলবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক এবং মা মৌসুমি দাস (অধিকারী) সংসার সামলান। মেয়ের এই সাফল্যে তাঁরা অত্যন্ত গর্বিত। পাশাপাশি, ফুলবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও উচ্ছ্বসিত।

কৃষ্ণের গো-দান

জলপাইগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : পয়লা বৈশাখের সকালে গো-দান ও গোসেবা করে বাংলা বছর শুরু করলেন জলপাইগুড়ির সদর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কৃষ্ণ দাস। বুধবার সকালে নির্বাচনি প্রচারের আগে গোশালা মোড়ের একটি গোশালায় গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পুজো দেন তিনি। এরপর দুটি গোরু প্রতীকী হিসেবে দান করেন কৃষ্ণ। সম্পূর্ণ গোশালা ঘুরে সেখানে থাকা গোরুদের গুড়, ফল সহ নানা গোখাদ্য নিজের হাতে খাওয়ান তিনি। বেরিয়ে যাওয়ার সময় গোশালা কর্তৃপক্ষকে সবরকমের সাহায্যের আশ্বাস দেন তিনি। কৃষ্ণ বলেন, 'সনাতন হিন্দুদের কাছে গোসেবা পুণ্যের কাজ। আমি প্রতিবছর এখানে আসি, পুজো দিই এবং গোসেবা করি। এটা করতে আমার খুব ভালো লাগে। এবারও গোসেবা করে মানবসেবা করবার আশীর্বাদ চাইলাম।'

আজ টিভিতে

দবং দুপুর ২.৪৮ জি সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ তুমি আসবে বলে, বেলা ১১.৪৫ হাঙ্গামা, বিকেল ৩.০০ আশ্রিতা, সন্ধে ৬.৩০ অরুন্ধতী, রাত ৯.৩০ চ্যাম্প
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বিদ্রোহ, দুপুর ১.০০ চ্যালেঞ্জ, বিকেল ৪.০০ প্রেম আমার, সন্ধে ৭.০০ মহাগুরু, রাত ১০.৩০ জামাই রাজা
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ মনে মনে, বেলা ১১.৩০ গীত সংগীত, দুপুর ২.০০ সত্য মিথ্যা, বিকেল ৫.০০ পুত্রবধূ, সন্ধে ৭.৩০ বাবা কেন চাকর, রাত ১০.০০ বসন্ত বিলাপ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দুরন্ত জয়
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ঘরের লক্ষ্মী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জজ সাহেব
জি সিনেমা : বেলা ১১.৫০ গীতা গোবিন্দম, দুপুর ২.৪৮ দবং, বিকেল ৫.২৫ রাবণাসুরা, সন্ধে ৭.৫৫ সূরয়া-দ্য সোলজার, রাত ১০.৫৯ কঙ্গুভা
জি বলিউড : সকাল ১০.৫৩ মেরা দিল আপকে পাস হ্যায়, দুপুর ১.৩৩ হা ম্যায়নে পেয়ার কিয়া, বিকেল ৫.১২ চোর মচায়ে শোর, রাত ৮.০০ মর্দ, ১১.০৮ ইন্দ্রজিৎ

হালখাতার রসনা পর্ব

মাছ-মাংসের যুগলবন্দি রাঁধবেন অর্পিতা সাহা। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

বসন্ত বিলাপ রাত ১০.০০ জি বাংলা সোনার

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৪০ পরদেশ, বিকেল ৫.২১ শিবম, সন্ধে ৭.৫৯ হিরো নম্বর ওয়ান, রাত ৯.৪৪ দেবা

পছন্দ অফবিট, ভিড় কমছে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায়

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে যখন যাত্রী সংখ্যা ও রোজগারে নতুন নজির গড়েছে, তখন রেকর্ড ধরে রাখতেই পারল না দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে যে সংখ্যক দর্শক হয়েছিল, তার চেয়ে চার হাজার কম মানুষের পা পড়েছে ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে। রেড পান্ডা ও স্নো লেপার্ডের প্রজননে বিশ্বজুড়ে প্রশংসা পাওয়ার পরেও সাফল্যের ধারা বজায় রাখতে না পারার কারণ কী? চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের দাবি, বর্তমানে পর্যটকদের দার্জিলিং শহরে থাকার প্রবণতা কমছে। যার প্রভাব পড়ছে চিড়িয়াখানাতেও।

শুধু দেশ নয়, বিদেশি পর্যটকদের কাছেও অন্যতম আকর্ষণের জায়গা দার্জিলিং চিড়িয়াখানা। রেড পান্ডা, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, স্নো লেপার্ড, বার্কিং ডিয়ার, হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার সহ বিভিন্ন জন্তু দেখতে এখানে পা রাখেন পর্যটকরা। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে চিড়িয়াখানায় ঘুরতে আসা পর্যটকের সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৪৬ হাজার। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭ লক্ষ ৭৪ হাজারে। কিন্তু ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে তা কমে দাঁড়ায় ৭ লক্ষ ৭০ হাজারে। দর্শক সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চিড়িয়াখানার এক আধিকারিক বলছেন, 'বিষয়টি নজরে আসার পর তা নিয়ে আমরা খোঁজখবর নিয়েছি, আলোচনা করেছি। শহরের পরিবর্তে পর্যটকরা এখন অফবিট জায়গাগুলি পছন্দ করাতেই দর্শক সংখ্যা কমেছে বলে আমাদের ধারণা।' দার্জিলিংয়ের অফবিট জায়গাগুলির জনপ্রিয়তা বাড়ার পাশাপাশি সিকিমের প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে বলে মনে করছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ, একটা বড় অংশের পর্যটক বর্তমানে সিকিমে বেশিদিন থাকছেন। দার্জিলিংয়ে এলেও, এক বা দুই রাতের বেশি কাটাচ্ছেন না। যদিও দার্জিলিং শহরকে পর্যটকদের কাছে নতুন করে তুলে ধরতে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)।

চিড়িয়াখানায় পর্যটক সংখ্যা কমায় স্বাভাবিকভাবে আয়ও কমেছে। যদিও চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, সবমিলিয়ে এক অর্থবর্ষে চার হাজার দর্শক কমলেও, বেড়েছে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে যেখানে চিড়িয়াখানায় ঘুরতে আসা বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল ৬ হাজার ৪০০ জন, ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে তা বেড়ে হয়েছে ৬ হাজার ৫০০। পর্যটকের সংখ্যা কমলেও চিড়িয়াখানার পশু, পাখির নজরদারির প্রতি কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না বলে জানানো হয়েছে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অপ্রত্যাশিতভাবে হারিয়ে যাওয়া কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাগজ আজ হাতে পেতে পারেন। সাংসারিক কাজে দায়িত্ব বাড়বে। বৃষ : বারবার যে কাজ করতে গিয়ে বাধা পাচ্ছিলেন আজ শুরু করুন, সাফল্য নিশ্চিত। শরীর নিয়ে সামান্য ভোগান্তি। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে গুপ্ত শত্রুরা আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। স্ত্রীর ভাগ্যে আর্থিক সমস্যা মিটবে। কর্কট : কোনও জিনিস থেকে বঞ্চিত হওয়ায় হতাশা আসতে পারে। অর্থ সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে একটু সতর্ক থাকবেন। সিংহ : উচ্চপদস্থ কর্মীদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। অপ্রিয় সত্যি কথা বলে সংসারে বিপত্তি হতে পারে। অর্থনৈতিক সমস্যা কেটে যাবে। কন্যা : নতুন বাড়ির নির্মাণ করতে গিয়ে আর্থিক চাপে পড়তে হতে পারে। তর্কবিতর্ক থেকে দূরে থাকুন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। তুলা : পারিবারিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নানারকম কথা শুনতে হতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় আজ আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। বৃশ্চিক : বিষয় সম্পত্তি কেনাবেচা নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে বিবাদ বাড়বে। সৃজনশীল কাজে বিশেষ স্বীকৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা। ধনু : সামাজিক অনুষ্ঠানে গিয়ে বিবাদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। রাজনীতিকদের বিশেষ কোনও আশা আজ পূরণ না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। মকর : বুদ্ধি ও কৌশলের দ্বারা ফাটকায় প্রচুর অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা। কারিগরি বিদ্যায় বিশেষ সাফল্যের কারণে ভালো চাকরি পেতে পারেন। কুম্ভ : নতুন ব্যবসার পরিকল্পনায় বাবার পরামর্শ নিতে হতে পারে। অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে আজ দিনটি অত্যন্ত শুভ। মীন : বিষয় সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ আজ মিটবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। শরীর স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২ বৈশাখ ১৪৩২, ভাঃ ২৬ চৈত্র, ১৬ এপ্রিল ২০২৬, ২ বহাগ, সংবৎ ১৪ বৈশাখ বদি, ২৭ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।২১, অঃ ৫।৫৪। বৃহস্পতিবার, চতুর্দ্দশী রাত্রি ৭।৬। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ১২।৫১। ইন্দ্রযোগ দিবা ৯।৩৫। বিষ্টিকরণ দিবা ৭।৪৫ গতে শকুনিকরণ রাত্রি ৭।৬ গতে চতুষ্পাদকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নগরণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ১২।৫১ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ৭।৬ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ২।৪৬ গতে ৫।৫৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩৮ গতে ১।৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার নিশিপালন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৪৬ মধ্যে ও ১০।১৫ গতে ১২।৫১ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪০ গতে ২।৫৩ মধ্যে।

হিপো কিং বিকেল ৫.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৮,১১১.২৪ (+১২৬৩.৬৭)

নিফটি : ২৪,২৩১.৩০ (+৩৮৮.৬৫)

ডিএ মামলা স্থগিত, ফের শুনানি ৬ মে ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩৪° সর্বোচ্চ / ২১° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ / ২১° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ / ২২° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ / ১৯° সর্বনিম্ন

পরিবর্তনের বার্তা রাজ্যপাল, নির্মলার ১০

ছন্দে ফেরার পথ পাচ্ছে না কেকেআর

পাঁচ ম্যাচে ১ পয়েন্ট ১১

শিলিগুড়ি ২ বৈশাখ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 16 April 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 326

আগ্রাসী শা, সংশয়ী মমতা

ফাটাপুকুরে নির্বাচনি জনসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা (বাঁদিকে)। শিলিগুড়িতে রোড শোয়ে প্রার্থী গৌতম দেবের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি : সংগৃহীত ও সূত্রধর

গোর্খাদের বিরুদ্ধে সমস্ত মামলা প্রত্যাহারের আশ্বাস

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : পাহাড় সমস্যার সমাধান না হওয়ায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা রাজ্য সরকারকেই দায়ী করলেন। বুধবার দার্জিলিংয়ের সভায় ভার্চুয়াল ভাষণে তিনি বলেন, 'দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে গত দেড় বছরে গোর্খাদের সমস্যা সমাধানের অনেক চেষ্টা করেছি। এই সময়কালে তিনবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকেছি। কিন্তু একটি বৈঠকেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তাঁর কোনও প্রতিনিধি দিল্লিতে আসেননি। বাধ্য হয়ে আমরা একজন মধ্যস্থতাকারী পাঠিয়ে ছিলাম। তাঁকেও রাজ্য সরকার সময় দেয়নি।' বিজেপির নেতৃত্বে রাজ্যে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পরেই সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে গোর্খাদের সমস্যা মেটানোকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাবি করেছেন। গোর্খাদের ওপরে রাজ্য সরকারের দায়ের করা মামলাগুলিও তুলে নেওয়া হবে। তিনি ২১ এপ্রিল সুকনায় জনসভা করবেন বলেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন।

- বুধবার সকালে দার্জিলিংয়ের লেবং স্টেডিয়ামে জনসভায় অমিত শা'র অংশ নেওয়ার কথা ছিল
- আবহাওয়া খারাপ থাকায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হেলিকপ্টার দার্জিলিংয়ে যেতে পারেনি বলে বিজেপি জানিয়েছে
- পরে তিনি ভার্চুয়াল ভাষণে অংশ নেন, ২১ এপ্রিল সুকনায় জনসভা করবেন বলে জানান

বিধানসভা ভোটে দলের সংকল্পপত্র প্রকাশ অনুষ্ঠানে কলকাতায় বসে অখণ্ড বাংলার পক্ষে সওয়াল করে পাহাড়ের দলীয় নেতৃত্বকে শা অস্বস্তিতে ফেলেছিলেন। কেননা বিজেপি এতদিন গোর্খাল্যান্ডের আশ্বাস দিয়ে, পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের কথা বলে ভোটে জিতে এসেছে। এবারের বিধানসভা নির্বাচনেও দার্জিলিং, কার্সিয়াং, কালিম্পং- তিনটি আসনেই দল প্রার্থী দিয়েছে। প্রার্থীরা প্রচারে গিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এলে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের কথা বলছেন। সেখানে অমিত শা অখণ্ড বাংলার পক্ষে সওয়াল করায় পাহাড়ে বিজেপি বিরোধীরা এই ইস্যুকে প্রচারের হাতিয়ার করেছিল।

দলীয় সূত্রের খবর, ড্যামেজ কন্ট্রোলে অমিত শা-কে দার্জিলিংয়ের জনসভা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। তিনি বুধবার সকালে দার্জিলিংয়ের লেবং স্টেডিয়ামে জনসভায় অংশ নেবেন বলে আশ্বস্ত করেছিলেন।

এরপর আটের পাতায়

ডিলিটেড-রা দেশ থেকেও বাদ

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৫ এপ্রিল : ভোটার তালিকায় ডিলিটেড-দের সরাসরি দেশ থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি খোদ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখে। কার্যত হুমকি মুডেই বুধবার উত্তরবঙ্গে প্রচার সারলেন অমিত শা। ভোটের দিন তৃণমূলের 'গুন্ডারা' পথে বেরোলে গণনার পরদিন গ্রেপ্তার করার সতর্কবার্তাও শোনা গেল তাঁর মুখে। ঝোড়ো সফরে তিনি যেমন চা শ্রমিকদের মজুরি একধাক্কায় ৫০০ টাকার বেশি করার প্রতিশ্রুতি দিলেন, তেমনই পাহাড় সমস্যার সমাধানের আশ্বাস শোনালেন।

একদিনের এই কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভাষণ দেন জলপাইগুড়ির কাছে ফাটাপুকুরে, ফালাকাটায় ও তুফানগঞ্জে। খারাপ আবহাওয়ার জন্য তাঁর হেলিকপ্টার দার্জিলিং যেতে না পারলেও তিনি পাহাড়বাসীর উদ্দেশে ভিডিও-ভাষণ দেন। গত কয়েকদিন ধরে বাংলায় বিজেপি সরকার হলে দুর্বৃত্তদের উলটো করে ঝুলিয়ে মারার হুঁশিয়ারি দিচ্ছিলেন।

সেসব কথাই বুধবার আরও চড়া সুরে উচ্চারণ করলেন অমিত শা। তুফানগঞ্জের সভায় তাঁকে বলতে শোনা যায়, ''কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যেমন দেশ থেকে আতঙ্কবাদী ও নকশালবাদীদের হটিয়েছে, ঠিক সেভাবে কোচবিহার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত অনুপ্রবেশকারীদের 'চুন চুনকে' হটানো হবে।'' তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা, 'এখন নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা থেকে বের করে দিয়েছে। এরপর ভারতের জমি থেকে আমরা বার করে দেব।'

গত কয়েকদিনের মধ্যে ফালাকাটার বিজেপি প্রার্থী দীপক বর্মন আক্রান্ত হয়েছেন। হামলা হয়েছে কোচবিহার দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বসুর ওপর। দুটি ঘটনার উল্লেখ করে ফালাকাটা ও তুফানগঞ্জে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'বিজেপি প্রার্থীদের উপর হামলা করে তৃণমূলের গুন্ডারা ভেবেছে জিতে যাবে। মমতার গুন্ডারা হুঁশিয়ার। ৫ তারিখের পর উলটো করে ঝুলিয়ে সবক'টাকে দেখে নেওয়া হবে।'

তিনি এও বলেন, 'এই গুন্ডারা শুনে রাখুক, ২৩ তারিখ ভোটের দিন তারা যেন ঘরে থাকে। রাস্তায় না বেরোয়। না হলে ৫ মে সবাইকে গ্রেপ্তার করা হবে।' জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় শা'র নিশানায় ছিল বালি মাফিয়ারা। তৃণমূলের প্রশ্রয়ে বালির অবৈধ কারবার চলছে বলে সংবাদপত্রে প্রচুর লেখালেখি হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষণে সেই প্রসঙ্গও এল।

তাঁর ভাষণে ছিল উত্তরবঙ্গের জন্য প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ও তৃণমূল রাজত্বে বঞ্চনার খতিয়ান। কেন্দ্রীয় বাজেটে চা শিল্প তেমনভাবে স্থান না পেলেও বুধবার জলপাইগুড়ি ও ফালাকাটার সভায় শা বলেন, 'আমরা রাজ্যে ক্ষমতায় এসে আড়াই বছরের মধ্যে উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকার বেশি করে দেব।'

- চা শ্রমিকদের মজুরি ৫০০ টাকার বেশি
- উত্তরবঙ্গে ট্রাইবাল বিশ্ববিদ্যালয়
- গোর্খা সমস্যার স্থায়ী সমাধান
- পাহাড় সমস্যা না মেটায় রাজ্যের ঘাড়েই দায়

উত্তরবঙ্গে ট্রাইবাল বিশ্ববিদ্যালয়, এইমস, আইআইএম, স্পোর্টস হাব, ক্যানসার হাসপাতাল, আদিবাসী অ্যাকাডেমি, দার্জিলিংয়ে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম কেন্দ্র, রাজবংশী ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলভুক্তি, নারায়ণী ব্যাটালিয়নের নামে পুলিশে রেজিমেন্ট গঠন, মহিলাদের মাসে তিন হাজার টাকা করে 'অন্নপূর্ণা ভাতা'র প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি।

তাঁর বক্তব্যকে কটাক্ষ করে তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির মুখপাত্র তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শা'র প্রতিশ্রুতি বাংলার মানুষ বিশ্বাস করেন না। নোটবন্দির সময় তাঁরা বলেছিলেন, বিদেশ থেকে কালো টাকা ফিরিয়ে আনবেন। এক টাকাও আনতে পারেননি।' দলের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শুভব্রত দে বলেন, 'অমিত শা পুরো ফাটকাবাজি করে গেলেন। শুধু জাতিবিদ্বেষ ছড়ানোর ভাষণ দিয়েছেন। ভোটে মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবেন।'

ভিডিও-ভাষণে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই সমস্যা জিইয়ে থাকার জন্য দোষারোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁর বক্তব্য, সমস্যাটির সমাধানের জন্য কেন্দ্র সভা ডাকলেও তিনি যেতেন না। চিঠি দিলে উত্তর দিতেন না। কেন্দ্র বাংলায় এসে মিটিং করতে চাইলেও মমতা সময় দেননি কখনও। বিজেপি সরকার রাজ্যে এলে পাহাড়ে গোর্খাদের ওপর থেকে সমস্ত মামলা প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি ছিল তাঁর ভাষণে।

অনুপ্রবেশ বন্ধেও তাঁর মুখে ছিল চড়া সুর। এই সমস্যাতেও তিনি দায়ী করেন মমতাকে। অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০০ একর জমিতে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করতে দেননি।

এরপর আটের পাতায়

'রাহা তৃণমূল তো ফির মিলেঙ্গে'

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৫ এপ্রিল : রাহা তৃণমূল তো ফির মিলেঙ্গে! বক্তা খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবার ইসলামপুরের জনসভায় ঠিক এই কথা দিয়েই মমতা তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। আর তারপর থেকেই এনিয়ে চর্চা তুঙ্গে। তবে কি ক্ষমতায় ফেরা নিয়ে স্বয়ং দলনেত্রীই সংশয়ে ভুগছেন? নইলে ভোটের ঠিক আগে আগে যেখানে নেতাদের এক একটি শব্দ রীতিমতো যাচাই করে খরচ করতে হয় সেখানে এভাবে আলটপকা মন্তব্য কেন? মুখ্যমন্ত্রী এদিন এভাবে তাঁর জনসভা শেষ করার পর থেকেই এনিয়ে ঘাসফুল শিবিরের একটি অংশেও জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন মহলের মতো খোদ দলীয় সুপ্রিমোও অস্তিত্বসংকটে ভুগছেন বলেই এই মহলের দাবি।

ইসলামপুরের ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে চর্চার রেশ শিলিগুড়িতেও বজায় ছিল। ইসলামপুর থেকে শিলিগুড়িতে উড়ে এসে মমতা পদযাত্রায় অংশ নেন। তবে সেটি নিছক পদযাত্রা না হয়ে বরং একপ্রকার রোড রেস হয়ে দাঁড়ায়। মাল্লাগুড়িতে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)-র অফিস থেকে হাসমি চক, ২৫ মিনিটে হাঁটলে সে তো একরকম রোড রেসই বটে। অন্যান্য দিন হাঁটার সময় মমতা জনতার দিকে এগিয়ে যান, খুদেদের দেখলে তাদের কোলে তুলে নেন। এদিন শিলিগুড়িতে সেসবের কিছুই দেখা যায়নি। বরং হাঁটার সময় তাঁকে বারবার নিজের স্মার্টওয়াচের দিকে চোখ রাখতে দেখা গিয়েছে। চোখেমুখে উদ্বেগ স্পষ্ট। ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, এদিনের পরের স্টপ চালসায় যেতে হেলিকপ্টারে দেরি হবে বলেই এদিন তাঁর বারবার ঘড়িতে চোখ রাখা। তা তাড়া থাকতেই পারে, কিন্তু তাঁর মতো পোড়খাওয়া নেত্রী সেই টেনশনকে চাপা দিতেও জানেন বিলক্ষণ। এদিন কিন্তু মমতাকে সেই চেনা ছকে দেখা যায়নি। বরং টেনশন তাঁকে বেশকিছুটা ব্যতিব্যস্ত করছে তা এদিন মুখ্যমন্ত্রীর হাবেভাবে ছিল স্পষ্ট। বিকেলে তিনি যখন চালসার পদযাত্রায় শামিল হলেন, মুখেচোখে তখনও টেনশন। সেখানে ভিড় না থাকায় এদিন চালসায় তাঁকে বেশ রুষ্টও দেখিয়েছে।

- বুধবার ইসলামপুরে জনসভার পর শিলিগুড়ি ও চালসায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদযাত্রা
- ইসলামপুরে মমতাকে মোটামুটি চনমনে দেখালেও শিলিগুড়ি ও চালসায় তাঁকে সেভাবে উদ্দীপ্ত দেখায়নি
- বরাবরের চেনা ছকের বাইরে দলনেত্রীকে দেখে দলের অনেকের মধ্যে কানাঘুষো শুরু হয়েছে

ইসলামপুরে মুখ্যমন্ত্রী এদিন অবশ্য বিজেপির বিরুদ্ধে আগাগোড়া সরব ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গাড়ি কেন তল্লাশি হবে না? কেন শুধুই তৃণমূলের গাড়ি তল্লাশি করা হবে? জনসভা থেকে এভাবেই নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, দমদম বিমানবন্দরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তাঁর দিকে এগিয়ে

এরপর আটের পাতায়

মসজিদে বাধা দিলে লাশ ফেলার হুমকি হুমায়ুনের

পরাগ মজুমদার

মুর্শিদাবাদ, ১৫ এপ্রিল : দুপুরে আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটায় সভা করতে এসে অমিত শা হুমকি দিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'মমতার চ্যালা হুমায়ুন কবীর বাবরি মসজিদ বানাতে চাইছে। আমরা বাংলায় বাবরি মসজিদ বানাতে দেব না।' তার কয়েক ঘণ্টা পরেই মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে বসে মসজিদ নির্মাণে বাধা দিলে লাশ ফেলে দেওয়ার পালটা হুমকি দিলেন হুমায়ুন কবীর।

এদিন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর নাম করে তাঁদের চ্যালেঞ্জ জানান হুমায়ুন। বেলডাঙ্গায় বাবরি মসজিদের ট্রাস্টের জমিতে মসজিদ নির্মাণে কেউ কোনওরকম বাধা দিলে তাদের ওই জমিতেই দাঁড়িয়ে থেকে কবর দেওয়ার হুমকি দিলেন। তিনি বলেন, 'বিজেপি যদি মনে করে ক্ষমতায় এলে বাবরি মসজিদ তৈরি করতে দেবে না, অমিত শা প্রশাসনকে ব্যবহার করে বাধা দেবে, একই সঙ্গে মমতা ও বিজেপির সংঘ মিলে এই কাজে বাধা দেবে, তবে আমি চুপ করে বসে থাকব না। পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, কেউ যদি বাবরি মসজিদের জায়গায় পা দেয়, তাহলে এক একজনকে ওই জায়গাতেই কবর দিয়ে দেওয়া হবে।'

কয়েকদিন আগেই হুমায়ুন কবীরের একটি ভাইরাল ভিডিও নিয়ে রাজ্যজুড়ে চর্চা হয়েছিল। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সেই ভিডিও দেখিয়ে 'বিজেপির সঙ্গে সেটিং'-এর তত্ত্ব প্রচার করেছে তৃণমূল। তার রেশ কাটতে না কাটতেই বুধবার নিজের ফর্মে ফিরে হুমায়ুন এই লাশ ফেলে দেওয়ার হুমকি দেন। তিনি আরও বলেন, 'আমি আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর অমিত শা, দুজনকে বলছি, হুমায়ুন কবীর একাই একশো। হুমায়ুন কবীর যতক্ষণ বেঁচে আছে, আমি অমিত শা-কেও চ্যালেঞ্জ করছি আর মমতাকেও চ্যালেঞ্জ করছি। আমার ট্রাস্টের ১৩ বিঘা জায়গায় তোমার কত শক্তি আছে পা দিয়ে দেখাও। যদি ওখানে লাশ না করে দিই, ওখানে যদি কবর না দিয়ে দিই... আমি হুমায়ুন কবীর, কবরে যাওয়ার আগে ৫০টাকে ওইখানে কবর দেব।'

এদিন হুমায়ুনের পুরো বক্তব্যই ছিল খুনের হুমকিতে ভরা। বলেন, 'ওখানে না হয় বাবরি মসজিদ বাদে একটা সমাধিস্থল হবে। এই বাবরি মসজিদে যারা বাধা দিতে আসবে, তাদের দুশোজনের সমাধিস্থল করে দেব আমি।'

এরপর আটের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

উর্ধ্বশ্বাসে হেঁটে পদযাত্রা শেষে গাড়িতে

দলনেত্রীর অপেক্ষায় দিনভর হয়রানি

রণজিৎ ঘোষ ও নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : তিনি এলেন, ঘড়ির কাঁটায় চোখ রেখে প্রায় দুই কিলোমিটার পথ ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁটলেন এবং চালসায় উড়ে গেলেন। জনতার উদ্দেশে টুঁ শব্দটি করলেন না। পদযাত্রা শেষে ফিরে যাওয়ার আগে গৌতম দেবকে ভিকট্রি দেখিয়ে মাথা নাড়লেন। যে দৃশ্য দেখে দলেরই এক নেতার বেফাঁস প্রশ্ন, 'শিলিগুড়ির জয় নিয়ে দলনেত্রী কি এতটাই আত্মবিশ্বাসী?'

বুধবার বিকেলে শিলিগুড়ির রাজপথে তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এভাবেই দেখল শিলিগুড়ি। অথচ তাঁর পদযাত্রায় অংশ নিতে সকালেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভাড়াগাড়িতে চেপে শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছেছেন সুমন্তি ওরাওঁ, রাধা ছেত্রী, বাবলু মার্ডির মতো চা শ্রমিকরা। দিনভর তাঁরা শৌচালয়, পানীয় জলের সমস্যার পাশাপাশি খিদেয় কার্যত হয়রানির শিকার হলেন। মৈনাক পর্যটন আবাসে নিয়ে গিয়ে কিছু শ্রমিককে টিফিন দেওয়া হয়েছে, যা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। যদিও তৃণমূলের দাবি, পার্টির তরফেই শ্রমিকদের টিফিন দেওয়া হয়েছে। হয়তো শ্রমিকদের দাঁড়ানোর জায়গা না থাকায় মৈনাকে নিয়ে গিয়ে টিফিন দেওয়া হয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদের মধ্যে অপেক্ষা করতে গিয়ে বাইরে যখন চা বাগান শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ হয়রানির শিকার হচ্ছেন, সেই সময় সেখানকার আয়োজকদের কয়েকজন একটি হোটেলে বাতানুকূল ঘরে বসে পয়লা বৈশাখের আসর বসিয়ে গান-কবিতায় মজেছিলেন। সেখানে সামনের সারিতে কারা হাঁটবেন সেই তালিকা নিয়ে দলের অন্দরে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। ছোট মাপের নেতাদের নাম তালিকায় থাকলেও কোর কমিটির একাধিক সদস্যকেই সামনের সারিতে জায়গা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনে তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেবের সমর্থনে বুধবার শহরে পদযাত্রা

মৈনাক পর্যটন আবাসে ঘোরাফেরা করছেন চা শ্রমিকরা। বুধবার।

গৌতম দেবকে গান গাইতে দেখা গিয়েছে। তাঁর সঙ্গে তাল মিলিয়েছেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, সঞ্জয় টিব্রুয়াল, দিলীপ দুগার সহ পুরনিগমের একাধিক কাউন্সিলার সহ অন্যরা। বিষয়টি নিয়েও ক্ষোভ চরমে উঠেছে। অন্যদিকে পদযাত্রায় করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর শিডিউল অনুযায়ী পদযাত্রা দুপুর ২.১৫ মিনিটে শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পার্টির তরফে মহকুমার বিভিন্ন জায়গার লোকজনকে দুপুর সাড়ে ১২টার মধ্যে শিলিগুড়িতে পৌঁছানোর নির্দেশ ছিল।

এরপর আটের পাতায়

রসগোল্লার রসে নেই রাজনীতির বিদ্বেষ

ভোটের আবহ যতই চড়া সুরে বাঁধা হোক না কেন, নববর্ষের মেজাজকে ফিকে করতে পারেনি। দেখা গেল এদিন ভোটের সব তেতো কথা রসগোল্লার রসের পাশে আর তেতো নেই।

গৌতম সরকার

রাজনীতি বনাম রসগোল্লা নয় মোটেও। বরং মিষ্টির রসে রাজনীতি ভিজে জবজবে। রাজগঞ্জ বাজারে ভরদুপুর লোক যত না, দলীয় ঝান্ডা তার অনেক গুণ বেশি। দূর থেকে ঝান্ডা তৃণমূলের না বিজেপির, বুঝতে অসুবিধা হয়। পদ্ম প্রতীক ও জোড়াফুল আঁকা দুই ঝান্ডাতেই গেরুয়া রং অনেকখানি। নেতাজিমূর্তির পাশে এক তরুণ অপরজনকে বলছিলেন, কাল মিষ্টি খাওয়াবি না?

- কেন রে... (মুখে গ্রাম্য স্ল্যাং), তাহলে মানছিস তো আমাদের দল জিতবে!

- ভোদাই তুই একটা, জিতবে তো আমাদের দলই। তাই বলে বছরের প্রথম দিন কাল মিষ্টি খাওয়াবি না? পেট চুক্তি (ভর্তি) মিষ্টি খাব তোর কাছে।

পশ্চিমমুখী দাঁড় করানো টোটোর চালক হাসছিলেন। মিষ্টির রসে রাজনৈতিক শত্রুতা ফিকে হয়ে যাওয়ার নমুনা যেন। পরে ইসলামপুরের বাসিন্দা সাহিত্যিক মনোনীতা চক্রবর্তী এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করছিলেন, 'বাঙালির সংস্কৃতি এমন সুতো যা ছিঁড়তে ছিঁড়তেও ছেঁড়ে না। কোথায় যেন জোড়া লাগিয়ে দেয়। সংঘাতকে দূরে সরিয়ে সমন্বয়ের পথ করে দেয়।'

বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিনের আগে চৈত্র সংক্রান্তির প্রায় মাঝরাতে শিলিগুড়ি শহরের আশিঘর থেকে সুভাষপল্লির পথ তখনও আলোময়। শুধু স্ট্রিট লাইট নয়, আশপাশের দোকান অধিকাংশ খোলা। ক্রেতা না থাকলেও খোলা। নববর্ষের প্রস্তুতি অত রাতেও। বছরের প্রথম দিন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোড শো শিলিগুড়িতে। সেই আলোচনা অত রাতে দোকানদারদের। তাতে হিলকার্ট রোডে ব্যবসা কতটা মার খাবে নববর্ষে সেইসব নিয়ে বিশেষজ্ঞ মতের আদানপ্রদান যেন।

নববর্ষে মিষ্টি কিনতে ভিড়। শিলিগুড়িতে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

চৈত্র সংক্রান্তির সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে। চালসার কাছে বৌলবাড়িতে এক দোকানদার শোনালেন বিশ্বাসের কথা, 'বছরের প্রথম দিনটা ভালো গেলেই না সারাবছর ভালো থাকে।' বুধবারের শিলিগুড়িতে দিনভর সেসব নিয়ে গল্প। আমার এক সহকর্মীকে রিকশাওয়ালা বলেছেন, মমতা রোড শো করবেন বলে চার ঘণ্টা হিলকার্ট রোড বন্ধ। বছরের প্রথম দিন ভালো কামাইটা হল না। দোকানপাটের সামনে রোড শো দেখার লোক বেশি। কেনাকাটা করবে কে? চৈত্র সংক্রান্তির দুপুরে ময়নাগুড়িতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় লোক হবে কি না সংশয় অনেকের মুখে।

এরপর আটের পাতায়

বিধায়কের রিপোর্ট কার্ড

বিধানসভার নাম মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি

বিধায়ক আনন্দময় বর্মন

প্রাপ্ত নম্বর ৪.৫/১০

তহবিল খরচে : ৩.৫/১০

ছোট ছোট কিছু কাজ হয়েছে। তবে যেগুলি নজরে পড়ে না। তহবিলের প্রচুর টাকা পড়ে রয়েছে বলে স্বীকার বিধায়কের।

উন্নয়নে : ৩.৫/১০

১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতে সৌরবিদ্যুৎচালিত পথবাতি বসেছে। মাটিগাড়া বালিকা বিদ্যালয়ে পেভার্স ব্লক বসানো, পাথরঘাটা হাইস্কুলে হলঘর নির্মাণ, একাধিক স্কুলে পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়েছে।

মানুষের পাশে : ৬/১০

বিধানসভার অধিবেশনের সময়টুকু বাদ দিলে নিয়মিত এলাকায় থাকেন।

প্রতিশ্রুতি

বিধায়ক হয়ে এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের কাজ করব।

বাস্তব

মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে সেভাবে কোনও উন্নয়ন হয়নি। চা বাগান শ্রমিক পরিবারগুলির দুরবস্থাও কাটেনি। এখনও বহু চা শ্রমিক কাঁচা ঘরে দিন কাটান।

যা ভালো

মিষ্টভাষী। খুব সাধারণ জীবনযাপন। খুব সহজেই মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়া তাঁর স্বভাবসিদ্ধ।

যা খারাপ

এলাকার উন্নয়নে সেভাবে কাজ করতে পারেননি।

প্রশ্নোত্তর

১. ১০-এর মধ্যে নিজেকে কত নম্বর দেবেন?

উত্তর : আমি নিজেকে নম্বর দেব না। মানুষ আমাকে নম্বর দেবেন।

২. চা বাগান অধ্যুষিত বিধানসভায় আপনি শ্রমিকদের উন্নয়নে কী করেছেন?

উত্তর : চা শ্রমিক পরিবারের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোয় উৎসাহ দিতে জার্সি দিয়েছি। কেউ অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি।

৩. এলাকার উন্নয়নে আপনার অবদান কী?

উত্তর : বছরে তহবিলের ৭০ লক্ষ টাকায় আর কতটা উন্নয়ন সম্ভব? তার মধ্যে আবার রাজ্য সরকারের বাধা। যেসব কাজের প্রস্তাব দিয়েছি, তার ৫০ শতাংশ কাজ হয়েছে। বাকিগুলি জেলা শাসকদের মাধ্যমে আটকে রাখা হয়েছে।

বিরোধীর বাউন্সার

গত পাঁচ বছরে এখানকার বিধায়ক উন্নয়নের কাজে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। আমি বিধায়ক থাকাকালীন যে সমস্ত কাজ করেছিলাম, তার পরে এখানে আর কোনও কাজ হয়নি। সেইজন্য বিদায়ি বিধায়ক এলাকায় প্রচারে গিয়ে মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়ছেন। **-শংকর মালাকার** *(গত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন, এবার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী)*

নেপাল সীমান্তে নিজভূমে পরবাসীর দশা

নিরুত্তাপ হলেও মেচিপারে ভোট

উত্তরের ভোট-আয়না

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : চারদিকে রাজনৈতিক দলের পতাকায় ছয়লাপ। শহর থেকে গ্রামের রাস্তার অলিতে-গলিতে নেতাদের আনাগোনা অনবরত লেগেই থাকছে। ঢাকঢোলের আওয়াজ আর বক্সে রাজনৈতিক গানে কান পাতা দায়। তবে সেই উচ্ছ্বাস, উত্তেজনা থেকে অনেকটাই দূরে শিলিগুড়ি মহকুমার পানিট্যাঙ্কির কাছে মেচি ছাট এবং অন্তরাম ছাট। সেখানে নেই কোনও রাজনৈতিক দলের পতাকায় রাঙানো পথ। প্রচারের প্রতিযোগিতা কিংবা প্রার্থীদের আনাগোনা নেই। তবে তাঁরা ভোট দেবেন। তাঁদের মধ্যেও ভোট নিয়ে চর্চা হচ্ছে।

সেখানে ভোটের উত্তাপ না থাকার মূলে রয়েছে এলাকাটির ভৌগোলিক অবস্থান। মেচি ছাট এবং অন্তরাম ছাট মেচি নদীর ওপারে নেপালের দিকে। প্রথম দিকে পানিট্যাঙ্কির কাছে থাকলেও নদীর গতিপথ তাঁদের ধীরে ধীরে নেপালের দিকে নিয়ে গিয়েছে। ফলে ভারতের পানিট্যাঙ্কিতে দৈনিক নানা প্রয়োজনে আসতে গেলে রীতিমতো পরিচয়পত্র দেখিয়ে নেপাল হয়ে ঢুকতে হয়। এতে তাঁদের নিজভূমে পরবাসীর অবস্থা। সেখানে ভোট প্রচার করতে গেলেও ভারত-নেপাল সীমান্ত এবং মেচি নদী পার করতে হবে। ভোটের মুখে সীমান্তে নজরদারি বেড়েছে। সেই পরিস্থিতিতে মেচি ছাট এবং অন্তরাম ছাটে গিয়ে প্রচার করা সমস্যার বলে মনে করছেন প্রার্থীরা। সেজন্য প্রচারের আলো থেকে অনেকটাই দূরে নদীর ওপারে থাকা ওই দুটি গ্রাম। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর বলেছেন, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।'

নেপাল সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় বসতি।

তবে ওই দুই গ্রামের বাসিন্দারা ভোট দেবেন। সেখানে ২৫টির বেশি পরিবারের বাস। ভোটার ৩৫ জন। তাঁরা রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯ নম্বর বুথের ভোটার। তাঁদের ভোটকেন্দ্র দুলালজোত নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাসিন্দাদের অভিযোগ, উন্নয়নের আলো থেকে অনেকটাই পিছিয়ে অন্তরাম ছাট, মেচি ছাট। সেখানে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি, পাকা রাস্তাঘাট নেই। পানীয় জলের ব্যবস্থাও নেই বললেই চলে।

স্থানীয় বাসিন্দা শ্যাম সোরেনের প্রশ্ন, 'প্রার্থীরা কোন মুখে প্রচারে যাবেন? দেশের নাগরিক হিসাবে গর্ববোধ করি। নদীর ওপারে সীমান্ত ঘেঁষা এলাকায় থাকায় একরকম বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। কোনও প্রার্থীই প্রচারে আসেননি। আমরা তো ভোট দিই। তাহলে কেন প্রার্থীরা আসেন না, জানি না।'

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনে নাম বাদ গিয়েছে মেচি ছাটের জুয়েল রাইয়ের। তাঁর বক্তব্য, 'নদী আমাদের ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। আমাদের মেচির এপারে অর্থাৎ পানিট্যাঙ্কির কাছে এনে বাসস্থান দেওয়া উচিত। না হলে আমরা যাব কোথায়?'

সেখানকার বাসিন্দাদের সরকারি সুবিধা দিতে খড়িবাড়ি ব্লক প্রশাসনের তরফে কয়েকবার মেচি পার করে গিয়ে সেখানে দুয়ারে সরকার শিবির বসানো হয়েছিল। বিজেপি প্রার্থী দুর্গা মুর্মুর কথায়, 'বাসিন্দাদের সমস্যার পাশে নেই রাজ্য সরকার। আমরা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব।' যদিও তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রিনা টোপ্পো এক্কা বলছেন, 'খোঁজ নিয়ে সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করব। তবে রাজ্য সরকারের নানা সুবিধা পান বাসিন্দারা।'

বাঙালির বর্ষবরণে মায়ের ইচ্ছে কালীবাড়িতে পুজো শিলিগুড়িতে। বুধবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

ভিনরাজ্য, ভিনদেশের যোগ

অস্ত্র কারবারে নজরদারি পুলিশের

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৫ এপ্রিল : ভোটের আবহে ইসলামপুর পুলিশ জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় অস্ত্র মাফিয়াদের সক্রিয়তা পুলিশকর্তাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। কারণ এই এলাকায় বিগত নির্বাচনগুলিতে রাজনৈতিক হানাহানিতে আগ্নেয়াস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহারের রেকর্ড কারও অজানা নয়। পুলিশের উপরমহল যে বিষয়টি হালকাভাবে নিচ্ছে না, তা পুলিশ সুপার রাকেশ সিং-এর কথাতেই স্পষ্ট। পুলিশ সুপার বলছেন, 'আমরা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। ফলে গত তিন মাসে ২৫টির বেশি আগ্নেয়াস্ত্র আমরা উদ্ধার করেছি। একাধিক দুষ্কৃতীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' ভোট আবহে বাড়তি নজরদারি চলছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

বিশেষ সূত্রে খবর, ইসলামপুরে অস্ত্র কারবারিদের সঙ্গে বিহার, অসম থেকে শুরু করে নেপাল এবং বাংলাদেশের যোগও মিলছে। অভিযোগ, মূলত প্রভাবশালী দাদাদের ছত্রছায়ায় কোটি কোটি টাকার আগ্নেয়াস্ত্রের কারবার ফুলেফেঁপে উঠেছে। একটি সূত্র জানাচ্ছে, এখন ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা দিলেই ওয়ান শটার পাওয়া যাচ্ছে। আর মাস্কেটের দাম ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা। দোনলা বন্দুকের দাম ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা। ৭ এমএম এবং ৯ এমএম পিস্তলের দাম ৫০ হাজার থেকে ৮০ হাজার টাকা। বিদেশি ৯ এমএম পিস্তলের দাম দেড় লক্ষ টাকার বেশি। 'দানা' বা গুলির দাম ১০০০ থেকে ১২০০ টাকা করে একটি। সূত্রটি জানিয়েছে, ইসলামপুর আগ্নেয়াস্ত্র কারবারের একদিকে যেমন অন্যতম করিডর, তেমনই বড় মার্কেটও। বাম আমল থেকেই এলাকা দখলে ইসলামপুর এবং চোপড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অস্ত্রের ব্যবহার ও মজুত করা ওপেন সিক্রেট।

ইসলামপুরে আগ্নেয়াস্ত্র রাখা কতটা জলভাত তার প্রমাণ চলতি মাসে মাধ্যমিক পড়ুয়া কিশোরীকে গুলি করে খুনের ঘটনা। গত পঞ্চায়েত ভোটের চারদিন আগে পাঞ্জিপাড়া সংলগ্ন ইকরচলা থেকে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স পাঁচটি সেমি অটোমেটিক ৭ এমএম পিস্তল, তিনটি ওয়ান শটার, ১০টি ম্যাগাজিন ও প্রায় ২০০ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছিল। গত পঞ্চায়েত ভোটের দিনকয়েক আগে শুধু চোপড়াতেই গুলি, বোমায় তিনজন খুন হয়েছিলেন। চাকুলিয়া ব্লকে পঞ্চায়েত ভোটের দিন গুলি চলার অভিযোগ উঠেছিল। গত পঞ্চায়েত ভোটের চার মাস আগে ইসলামপুর থানার মাটিকুণ্ডায় শাসকদলের গোষ্ঠী সংঘর্ষের মধ্যে গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হন এক সিভিক ভলান্টিয়ার। পঞ্চায়েত ভোটের আড়াই মাসের মাথায় গোয়ালপোখরের পাঞ্জিপাড়া পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলের মহম্মদ রাহীকে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ভরদুপুরে দুষ্কৃতীরা গুলিতে ঝাঁঝরা করে খুন করে। গত বছর পাঞ্জিপাড়া সংলগ্ন ইকরচলাতে বিচারাধীন বন্দির গুলিতে দুই পুলিশকর্মী জখম হন। শাসকদলের গোষ্ঠী কাজিয়ার জেরে গোয়ালপোখরের মদিনাচকে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল দুইজন। সম্প্রতি গোয়ালপোখরে দুই তরুণ গুলিবিদ্ধ হন।

- ইসলামপুর পুলিশ জেলায় গত তিন মাসে ২৫টির বেশি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ
- বিশেষ সূত্রে খবর, ইসলামপুরে অস্ত্র কারবারিদের সঙ্গে বিহার, অসম থেকে শুরু করে নেপাল এবং বাংলাদেশের যোগও মিলছে
- আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে সরবরাহ হচ্ছে, তা নিয়েও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, ভোটের মুখে এই ইস্যুতে পুলিশ কতটা তৎপর? পুলিশ সুপার বলেছেন, 'বিশেষ অভিযান ও নজরদারি নিয়মিত চলছে। সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে সরবরাহ হচ্ছে, তা নিয়েও তদন্ত শুরু করেছি। চেষ্টা করছি, এলাকাকে যাতে ১০০ শতাংশ অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রমুক্ত করা যায়।'

পোড়াঝাড়ে বিপদের আশঙ্কা

মহানন্দার গর্তে বদলে যেতে পারে গতিপথ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : রাজ্যের মিনি সচিবালয় উত্তরকন্যার উলটোদিকে কামরাঙ্গাগুড়িতে মহানন্দা থেকে বালি তোলা হচ্ছে। বালি তোলার জন্য সাময়িক সরকারি অনুমতি মিলেছে। কিন্তু হাইড্রলিক এক্সকাভেটর নামিয়ে মহানন্দার মাঝে বড় বড় গর্ত করে যেভাবে বালি তোলা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা। মহানন্দা থেকে বালি তুলে তা বাগডোগরা বিমানবন্দরের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে পাঠানো হচ্ছে বলে খবর। কিন্তু বাগডোগরা বিমানবন্দরে শুধু পাঠানো নয়, মহানন্দার সেই বালি বাইরে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। এমনকি নদীর মাঝখানে বড় গর্ত তৈরির ফলে স্থানীয়রা নদীর গতিপথ পরিবর্তনের আশঙ্কা করছেন।

পোড়াঝাড়ের বাসিন্দা মণীশ সরকার ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'নদীর বুকে যথেচ্ছ খনন চালালে গতিপথ পরিবর্তনের আশঙ্কা থাকে। সেটা জেনেও কেন মেশিন দিয়ে খনন চলছে জানি না।' মহানন্দার যে অংশ থেকে বালি তোলা হচ্ছে, তার একদিকে কামরাঙ্গাগুড়ি, অন্যদিকে পোড়াঝাড়। রাজগঞ্জের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক গোপাল বিশ্বাস বলছেন, 'বাগডোগরা বিমানবন্দরের কাজের জন্য ওই ঘাট থেকে বালি তোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে কীভাবে সেখান থেকে বালি তোলা হচ্ছে, সেই বিষয়টি জানি না।'

গত বছর মহানন্দার জলস্ফীতির জেরে পোড়াঝাড়ে বিপর্যয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এদিকে, নদীর মাঝে বড় গর্ত তৈরির ফলে সেখানে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কাও করছেন বাসিন্দারা। কেননা, এর আগে বালাসন নদীতে হাইড্রলিক এক্সকাভেটর নামিয়ে বড় বড় গর্ত করা হয়েছিল। জলমগ্ন সেই গর্তে পড়ে এক শিশুর মৃত্যুও হয়।

পোড়াঝাড়ের বাসিন্দা ববিতা বর্মনের কথায়, 'এখন জল কম থাকায় অনেকে নদী পার হয়ে যাতায়াত করেন। বাচ্চারা নদীর চরে খেলে। সেখানে বড় গর্তে কেউ পড়ে গেলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাছাড়া, গবাদিপশু পড়ে গেলে রক্ষে নেই।' তাঁর সংযোজন, 'নৌকাঘাটের কাছে নদী থেকে বালি তোলার সময় মেশিন নামিয়ে বড় গর্ত করা হয়েছিল। সেগুলি একইরকম অবস্থায় রয়েছে।'

মহানন্দায় হাইড্রলিক এক্সকাভেটর নামিয়ে বালি তোলা হচ্ছে।

> **এখন জল কম থাকায় অনেকে নদী পার হয়ে যাতায়াত করেন। বাচ্চারা নদীর চরে খেলে। সেখানে বড় গর্তে কেউ পড়ে গেলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।**
>
> **ববিতা বর্মন**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

কামরাঙ্গাগুড়ির বাসিন্দা রহিদুল ইসলাম বলছেন, 'মহানন্দা নদী থেকে অবৈধভাবে বালি-পাথর তোলার ভূরিভূরি অভিযোগ রয়েছে। নদীতে বালি তোলার ক্ষেত্রে মেশিন নামানোর কোনও প্রশাসনিক অনুমতি নেই বলে জানি। সেখানে কী করে এমনটা চলছে জানি না। এই ঘাটের বালি দেদারে বাইরে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে।'

পূর্ত দপ্তরের অফিসে আগুন

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : বুধবার হাসপাতাল মোড় সংলগ্ন পূর্ত দপ্তরের অফিসের ছাদে থাকা স্টোর রুমে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখেন স্থানীয়রা। সঙ্গে সঙ্গে দমকলে খবর দেওয়া হয়। ঘটনায় ওই স্টোর রুমে থাকা একাধিক সামগ্রী পুড়ে গিয়েছে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আগুন নেভাতে গিয়ে রীতিমতো বেগ পেতে হয় দমকলকর্মীদের। ধোঁয়া পুরো এলাকায় ছড়িয়ে যায়। পথচলতি নির্মল দাস বলেন, 'এদিন সন্ধ্যায় মেয়েকে নিয়ে কাছারি মোড়ের দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি, অফিসের ওপর দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে।'

যদিও কীভাবে আগুন লেগেছিল তা এখনও জানা যায়নি। পূর্ত দপ্তরের কর্তারা জানান, ওই স্টোর রুমে কোনও বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল না। ফলে কীভাবে স্টোর রুমে আগুন লেগেছে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। তবে জানা গিয়েছে, এদিন ছাদে কাজ হচ্ছিল এবং সেই কাজে সিলিন্ডার ব্যবহার করা হচ্ছিল। এই কাজের সঙ্গে অগ্নিকাণ্ডের কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা নিয়ে গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। দমকলের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বর্ষবরণ

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : রামধনু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর (চম্পাসারি) আয়োজন ও পরিচালনায় এবং জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগারের ব্যবস্থাপনায় সেখানে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান পালিত হল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন গোষ্ঠীর কর্ণধার শর্বরী বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য। এছাড়াও ছিলেন গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কান্তিরঞ্জন সাহা ও সুনীতা সাহা। নৃত্যশৈলীতে অন্তরা বক্সী চক্রবর্তী এবং অভিজিৎ রায় প্রশংসা কুড়োন।

ঘুমের দেশে।। *ফালাকাটার জংলা কালীবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন রোমাশ্রী ঘোষ।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ডিভাইডারে পতাকা, কমিশনে নালিশ

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : মুখ্যমন্ত্রীর রোড শোয়ের আগে শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোড এবং কয়েকটি রাস্তার ডিভাইডারে (সরকারি সম্পত্তি) তৃণমূলের পতাকা লাগানো হয়েছে। সেটা কমিশনের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ তুলে কমিশনের দ্বারস্থ হল বিজেপি। বুধবার বিজেপির তরফে মহকুমা শাসকের কাছে সেই অভিযোগ জানানো হয়। বিজেপির অভিযোগ, কয়েকদিন আগে কাওয়াখালিতে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা হয়েছিল। সেজন্য শহরের বিভিন্ন রাস্তায় তারা দলীয় পতাকা লাগিয়েছিল। কিন্তু কমিশনের তরফে সেগুলি খুলে ফেলা হয়।

পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈন বলেন, 'বিজেপির কর্মসূচিতে দলীয় পতাকা খুলে ফেলা হলে তৃণমূলের কর্মসূচিতে কেন তাদের দলের পতাকা খোলা হবে না? কমিশনকে অভিযোগ জানিয়েও কাজ হয়নি। বাধ্য হয়ে লিখিত অভিযোগ জানাতে হয়েছে।'

বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ বলেন, 'সবটাই কমিশনের কাছে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।' পালটা তৃণমূলের দাবি, সবটাই কমিশনের নির্দেশে হয়েছে। মাল্লাগুড়ি থেকে হাসমি চক পর্যন্ত দলীয় পতাকা লাগানোর অনুমতি ছিল। বিজেপি মিথ্যে অভিযোগ তুলে ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করছে। দার্জিলিং জেলা (সমতল) কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষের বক্তব্য, 'মানুষ বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সেটা বুঝতে পেরে বিজেপির প্রার্থীরা নানা

শিলিগুড়ি

ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করছে। আমরা সচেতন রয়েছি।'

এদিন শংকর ১ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচারে গিয়ে পুরসভার নলে পানীয় জল যায় না বলে অভিযোগ তুলেছেন। একটি ট্যাপকলের সামনে দাঁড়িয়ে জল পরিষেবার বেহাল দশায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সেই ট্যাপটিতে দীর্ঘদিন থেকে জল আসে না বলে অভিযোগ। যদিও তৃণমূলের তরফ থেকে শংকরের অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করা হয়েছে।

ভোটের গেরোয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মীসংকটের শঙ্কা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : বিধানসভা ভোটের মুখে কর্মীসংকটের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে শিলিগুড়ি মহকুমার মাটিগাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। হাসপাতালের সিংহভাগ কর্মীকে নির্বাচনি কাজের জন্য তলব করায় সাধারণ চিকিৎসা পরিষেবা বজায় রাখা নিয়েই চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। কীভাবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিষেবা চলবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন বিএমওএইচ অরিন্দম দে-ও। অভিযোগ, মহকুমার অন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে সেভাবে কর্মীদের ভোটের কাজে নেওয়া হয়নি। কিন্তু মাটিগাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে কেন কর্মীদের নেওয়া হল, বুঝতে পারছেন না চিকিৎসকরা।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচনের কাজের জন্য সিংহভাগ স্বাস্থ্যকর্মীকে ২০ এপ্রিল থেকে ছুটি দিতে হবে। ভোট শেষ করে কাজে যোগ দিতে আরও দুইদিন লাগবে। সবমিলিয়ে টানা পাঁচদিন হাসপাতাল প্রায় কর্মীশূন্য থাকবে। হাসপাতালের মোট ১২ জন কর্মীর মধ্যে ইতিমধ্যেই ৮ জনের কাছে ভোটের কাজে যোগ দেওয়ার চিঠি পৌঁছে গিয়েছে। বাকি ৪ জনের নামও আসার সম্ভাবনা প্রবল। কারণ, তাঁদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। মোট ১২ জনের মধ্যে হাসপাতালের ৭ জন সাধারণ স্বাস্থ্যকর্মী। তাঁরা স্যালাইন দেওয়া, বেড পরিষ্কার রাখা এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম (যেমন তুলো বা গজ) সরবরাহ করার মতো জরুরি কাজগুলো করেন। একমাত্র ফার্মাসিস্টের নামও ভোটের ডিউটিতে আসায় ওষুধ বণ্টন ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ৩ জন ক্লার্কের মধ্যে সুজিত মিশ্র ও সুশীল দেবের নামও ভোটের কাজে আসায় বিলিং এবং নথিপত্র সংক্রান্ত কাজকর্ম থমকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ নিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্র কর্তৃপক্ষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। অভিযোগ, এমনিতেই কর্মীসংকটে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ওপর রোগীদের দেখাশোনা করা এবং ওষুধের জোগান ঠিক রাখা, ভোটের দিনগুলিতে বড় চ্যালেঞ্জ। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রশাসনিক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সব বিভাগ থেকেই কর্মীদের নিয়ে নেওয়ায় রোগীদের ভোগান্তি বাড়ার আশঙ্কাও রয়েছে।

বিএমওএইচের বক্তব্য, 'এই পরিস্থিতিতে কীভাবে বিকল্প ব্যবস্থা করে চিকিৎসা পরিষেবা সচল রাখব, বুঝতে পারছি না। সাধারণত হাসপাতাল কর্মীদের সবাইকে নেওয়ার ঘটনা নজিরবিহীন।' বিষয়টি তিনি আধিকারিকদের জানাবেন বলে জানিয়েছেন। যদিও এ নিয়ে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর বলেছেন, 'বিষয়টি জানা নেই। খোঁজ নেব।'

এদিকে, মহকুমার বাকি তিনটি গ্রামীণ হাসপাতাল নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়া থেকে কোনও স্বাস্থ্যকর্মীকে ভোটের কাজে নেওয়া হয়নি বলে সেখানকার বিএমওএইচরা জানিয়েছেন। কিন্তু মাটিগাড়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে কেন স্বাস্থ্যকর্মীদের ভোটের কাজে নেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

বীরপাড়া চা বাগানে হাড়-হিম ঘটনা

খুন করে স্ত্রীর দেহের সঙ্গে ৭২ ঘণ্টা

বীরপাড়া, ১৫ এপ্রিল : স্ত্রীকে খুন করে ৭২ ঘণ্টা নিজের ঘরেই লুকিয়ে রাখল স্বামী। ওই ঘরেই কাটাল তিন রাত। রবিবার খুনের ঘটনাটি ঘটে বীরপাড়া চা বাগানের পাকা লাইনে। মৃতার নাম অঞ্জলি মুন্ডা (৪০)। বুধবার ঘর থেকে তাঁর পচন ধরা দেহটি উদ্ধার করে বীরপাড়া থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় অঞ্জলির স্বামী তথা বীরপাড়া চা বাগানের শ্রমিক গণেশ মুন্ডাকে। মদ্যপানকে কেন্দ্র করে পারিবারিক অশান্তির জেরেই ঘটনাটি ঘটেছে বলে অভিযোগ খোদ গণেশের পরিজনদের। খুনের পর ঠান্ডা মাথায় ৭২ ঘণ্টা স্ত্রীর দেহ ঘরেই লুকিয়ে রেখেছিল গণেশ। রাতও কাটিয়েছে স্ত্রীর লাশের সঙ্গে। এতে অবাক পুলিশও। ধৃত ব্যক্তি মানসিক বিকারগ্রস্ত কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বীরপাড়া থানা সূত্রের খবর, গণেশ তার স্ত্রীর মাথায় কাঠের বাটাম মেরে খুন করে। বুধবার পর্যন্ত স্থানীয়রা কেউ বিষয়টি জানতেন না। সোর্স মারফত খবর পেয়ে ওই মহল্লায় হানা দেয় পুলিশ। বীরপাড়া থানার ওসি রিকি তামাং বলেন, 'তদন্ত এখনও প্রাথমিক স্তরেই রয়েছে। আমরা ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করছি।'

বুধবার গণেশের দিদি মুনিয়া মুন্ডা জানান, গণেশ-অঞ্জলিদের দুই ছেলেকে পালন করেন তিনিই। মুনিয়া বলেন, 'খুনের পর স্ত্রীর লাশের সঙ্গে তিনদিন কাটিয়েছে গণেশ। কেউ অঞ্জলিকে ডাকাডাকি করলে গণেশ জানিয়েছে, অঞ্জলি বাড়িতে নেই। কিন্তু ও যে তিনদিন আগে বৌকে খুন করে ফেলেছে আমরা জানতাম না।' বুধবার ছেলেকেও ঘরে ঢুকতে বাধা দেয় গণেশ। কিন্তু ছেলে জোর করে ঘরে ঢুকে মায়ের লাশ দেখে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করে। এরপরই চম্পট দেয় গণেশ। অবশ্য তাকে খুঁজে বের করে পুলিশ। অঞ্জলির দাদা জিতি চা বাগানের শুক্রা মুন্ডা বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ওদের পরিবারে অশান্তি চলছিল। আজ খুনের খবর পাই।'

বীরপাড়া থানা এলাকায় মদ্যপান নিয়ে অশান্তির জেরে খুনোখুনি চলছেই। গত ২৬ মাসে বীরপাড়া থানা এলাকায় কেবলমাত্র মদ্যপানের জেরে খুনের ঘটনা ঘটল আটটি। এছাড়া পরকীয়া প্রেমের জেরে স্ত্রীকে খুনের ঘটনাও ঘটেছে। তবে বারবার খুন করে দেহ লুকিয়ে রাখার ঘটনা

- রবিবার স্ত্রী অঞ্জলিকে মাথায় বাটাম দিয়ে মেরে খুন করে গণেশ মুন্ডা
- কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলে, অঞ্জলি বাড়ি নেই
- বুধবার ছেলে জোর করে ঘরে ঢুকে মায়ের লাশ দেখে চিৎকার করে ওঠায় গণেশ পালিয়ে যায়

সামনে আসায় চিন্তিত পুলিশ। চলতি বছরের ২৬ জানুয়ারি মদ্যপানকে কেন্দ্র করে অশান্তির জেরে নাংডালা চা বাগানের রিমজোশ কুজুর তার ভাই জৈলেশ কুজুরকে পিটিয়ে খুন করে দেহটি কাদা চাপা দিয়ে রাখে। ২৭ জানুয়ারি রাতে দেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় রিমজোশকে। গত বছরের ২৪ জুলাই বীরপাড়া চা বাগানের মাগা লাইনে স্ত্রী রুকমণি খালকোকে (৩০) কোদাল দিয়ে আঘাত করে খুন করে দেহটি শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল স্বামী কুঞ্জল মুন্ডা। হাতেনাতে তাকে ধরে পুলিশ। জানা যায়, কুঞ্জলের পরকীয়া প্রেমের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোয় খুন হতে হয় রুকমণিকে।

২০২৫ সালের ২৩ অক্টোবর নেশায় বুঁদ অবস্থায় ডিমডিমা চা বাগানের মাগদা খাড়িয়া ধারালো অস্ত্রে তার স্ত্রী কুমারী মাহালি খাড়িয়াকে খুন করে। ওই বছরই ২০ জুন বীরপাড়ার কলেজপাড়ার সুরজিৎ বিশ্বশর্মাকে মাথায় শিলনোড়া দিয়ে আঘাত করে খুন করে স্ত্রী সবিতা বিশ্বশর্মা। ২০২৫ সালেরই ১৪ এপ্রিল জয়বীরপাড়া চা বাগানে মদ্যপ অবিনাশ ওরাওঁকে কুপিয়ে খুন করে তাঁর ছেলে জল্পেশ ওরাওঁ। ২০২৪ সালের ২ জুন বীরপাড়া চা বাগানের অজয়দাস বরা মদ্যপ অবস্থায় স্ত্রী রিনাকে পিটিয়ে খুন করে। ওই বছরের ১৪ মে ডিমডিমা চা বাগানে ফুলিন সান্তাল নামে এক গৃহবধূকে মদ্যপ অবস্থায় পিটিয়ে হত্যা করে স্বামী মন্তাজ সান্তাল। ২০২৪ সালেরই ২৯ ফেব্রুয়ারি লঙ্কাপাড়া চা বাগানে পারমিতা কামিকে (৩৭) মদ্যপ অবস্থায় কুপিয়ে খুন করে স্বামী অঞ্জন বিশ্বকর্মা।

২০২৩ সালের ২৩ জানুয়ারি বান্দাপানি চা বাগানের জঙ্গল লাইনে মা রুকমিন ছেত্রী এবং তুতো বোন রীতা সিংকে পিটিয়ে খুন করে রাম ছেত্রী। ২০২২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর মদ্যপ অবস্থায় ঢেকলাপাড়া চা বাগানের দশরথ ওরাওঁকে কুপিয়ে খুন করে তাঁর ভাইপো সুরজ ওরাওঁ।

বীরপাড়া চা বাগানের শ্রমিক তথা তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের বীরপাড়া ইউনিটের সভাপতি বিরু লোহার বলেন, 'চা বাগানে অনেক পরিবারে মদ্যপানের জেরে অশান্তি চলছে। অনেকেই রোগব্যাধিতে আক্রান্ত। আমরা চাই মদ্যপান আটকাতে পুলিশ প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ করুক।'

পতাকা নিয়ে নালিশ বিডিওকে

বাগডোগরা, ১৫ এপ্রিল : গত রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রোড শো'র জন্য শিবমন্দির এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ে-টুর পাশে বিজেপির পতাকা লাগানো হয়েছিল। ব্লক প্রশাসনের তরফে নির্বাচনি বিধি ভঙ্গের অভিযোগে বিজেপির পতাকা খুলে ফেলা হয়। বুধবার তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিলিগুড়িতে রোড শো'র জন্য একই রাস্তায় তৃণমূলের পতাকা লাগানো হয়। তবে, তৃণমূলের পতাকা খোলা হয়নি। যা নিয়ে বিজেপির তরফে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলা হয়েছে। এনিয়ে মাটিগাড়ার বিডিও'র কাছে অভিযোগ করা হয়েছে।

বিজেপির আঠারোখাইয়ের মণ্ডল সভাপতি সুভাষ ঘোষের অভিযোগ, 'প্রধানমন্ত্রীর রোড শো'র দিন আমাদের দলের পতাকা খুলে দেওয়া হয়েছিল। অথচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোড শো'র দিন তৃণমূলের পতাকা খোলা হল না।'

এ বিষয়ে বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'সুভাষ ঘোষ যে ছবি পাঠিয়ে অভিযোগ করেছেন সেই ছবি শিলিগুড়ি কর্পোরেশন এলাকার। তাই এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না।'

নকশালবাড়িতে ডিএম-এসপি

নকশালবাড়ি, ১৫ এপ্রিল : বুধবার নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত রায়পাড়া এলাকা পরিদর্শন করলেন দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর এবং পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খারিয়া। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে তাঁরা কথা বলেন।

গত ৮ মার্চ এই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সেই ঘটনায় ৪ জন গ্রেপ্তারও হন। রায়পাড়া সংসদের বিএলও সন্তু রায়কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপরই সন্তুকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এদিন জেলা শাসক বলেন, 'এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। মানুষ ভয়মুক্ত।'

ভোটারদের জন্য কংগ্রেস প্রার্থীর ওয়েবসাইট

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : ভোটের প্রচারে শক্তি যাচাই করতে ডান-বাম প্রতিটি রাজনৈতিক দল পতাকা, ফ্লেক্স, ফেস্টুনে শহর মুড়ে দিয়েছে। নির্বাচনে ভোটারদের মন পেতে প্রতিদিন প্রার্থীরা প্রচারে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করছেন। এরইমধ্যে শিলিগুড়ির ভোটারদের ভোটার কার্ড সংক্রান্ত তথ্য জানার জন্য কংগ্রেস প্রার্থী অলোক ধাড়া বুধবার থেকে নিজস্ব উদ্যোগে ওয়েবসাইট চালু করলেন।

প্রার্থীর দাবি, কিউআর কোড স্ক্যান করার পর এপিক নম্বর দিলে পার্ট নম্বর, কোথায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্র এসব তথ্য জানতে পারবেন। এমনকি ভোটার স্লিপও ওয়েবসাইট থেকেই পেয়ে যাবেন। এদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপির পর এবার কংগ্রেসের তরফেও তাদের ফ্লেক্স, ফেস্টুন ছেঁড়ার অভিযোগ তোলা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী নির্বাচন কমিশনে মেল করে অভিযোগও জানিয়েছেন।

শিলিগুড়িতে ভোটের উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে। এসআইআর-এ নাম কাটা নিয়ে একাংশের ক্ষোভের শেষ নেই। এসআইআর নিয়ে বিজেপিকে তোপ দেগে কংগ্রেস প্রচার চালাচ্ছে। কংগ্রেস প্রার্থী অলোক বলেন, 'আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ভোটাররা এসআইআর-এ নিজেদের নাম রয়েছে কি না সেটাও কিউআর স্ক্যান করে জানতে পারবেন। ভোটের দিন তাঁরা কিউআর স্ক্যান করে পার্ট নম্বর সহ সমস্ত তথ্য পেয়ে যাবেন। ভোটার স্লিপ সেখান থেকে পেয়ে যাবেন। অনেক সময় নিয়ে কাজ করা হয়েছে। এটা নিয়ে আমরা আরও প্রচার করব।'

গত কিছুদিনে শিলিগুড়িতে তৃণমূল, বিজেপি ফ্লেক্স, ফেস্টুন ছেঁড়া নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযোগ, লেকটাউন, এনটিএস মোড়, কালীবাড়ি রোড, দেশবন্ধুপাড়া, ডাবগ্রাম সহ বিভিন্ন জায়গায় কংগ্রেসের ফ্লেক্স, ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। কেন পুলিশ বিষয়টি নিয়ে কিছু করছে না তা নিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

এদিকে, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে পরিবেশ অশান্ত করতে বিজেপির ফ্ল্যাগ, ফ্লেক্স ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এমনকি ফ্লেক্সে থুতু দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করে এমনই অভিযোগ করেছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপির প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, 'চাইলে আমরাও রাত জেগে যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে তাদের ধরে উত্তমমধ্যম দিতে পারি। তবে আমরা এমন রাজনীতিতে বিশ্বাসী নই। আর তৃণমূলের কালচারই এটা।'

মঙ্গলবার ভক্তিনগর থানায় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির পোস্টার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ জানিয়েছিলেন শিখা। বুধবার ফের পোস্টার ছেঁড়ার বিষয় নিয়ে সরব হলেন তিনি।

এ নিয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'উনি যা বলছেন বলুন। ওঁর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। এ বিষয়ে কিছু বলতেই চাই না।'

নববর্ষে কোচবিহারের মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিতে ভিড়। বুধবার। ছবি : অর্পণ গুহ রায়

দক্ষিণবঙ্গ থেকে আনা হচ্ছে সংঘের প্রচারকদের

একুশের কান্ডারিরা ফের উত্তরবঙ্গে

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : একদা তাঁরা উত্তরের বিভিন্ন গ্রামে চষে বেড়িয়েছেন। পাহাড় থেকে সমতল, চা বাগান থেকে প্রান্তিক গ্রাম- সবই ছিল তাঁদের নখদর্পণে। একসময় উত্তরের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে তাঁদের আত্মীয়তা তৈরি হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) প্রচারকদের সেই সখ্যকে কাজে লাগিয়েই '২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে বিজেপি ভালো ফল করেছিল বলে মনে করা হয়। পরে সেই প্রচারকদের দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে, '২৬-এর নির্বাচনের আগে এই প্রচারকদের ফের উত্তরবঙ্গে নিয়ে আসা হচ্ছে বলে খবর। ভোটের আগে উত্তরের জেলাগুলির পুরোনো কর্মস্থলে ওই প্রচারকদের দিনকয়েকের জন্য ফের কাজে লাগাতে চাইছে সংঘ।

'২১-এর নির্বাচনে উত্তরের ৫৪টি আসনের মধ্যে সেবার পদ্ম শিবিরের ঝুলিতে গিয়েছিল ৩০টি আসন। উত্তরে বিজেপির ভালো ফলে পিছনে সংঘের এই প্রচারকদের যে বড় ভূমিকা ছিল তা একবাক্যে মেনে নিয়েছেন পদ্ম নেতারাও। এদিকে, গতবারের ভোটের সময় কাজ করা প্রচারকদের ফের উত্তরে ফিরিয়ে আনার খবরে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কী উত্তরের শক্ত ঘাঁটিতে আগের তুলনায় উত্তরে খারাপ ফলের আভাস পাচ্ছে সংঘ? নাকি গত বিধানসভার থেকে এবার আরও বেশি ভালো ফল করতে এই প্রচারকদের ফের আনা হচ্ছে?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সংঘের উত্তরবঙ্গের এক প্রচারক বললেন, 'সংঘের পুরোনো, একদা উত্তরবঙ্গে কাজ করেছিলেন সেরকম কয়েকজন প্রচারক বিভিন্ন জায়গা থেকে আসবেন। উত্তরের সামাজিক

পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করবেন।' তবে তাঁর দাবি, সংঘের তরফে শুধু রাজ্যের নয় বিভিন্ন প্রান্তের নেতারা নানাস্থানে গিয়ে কাজ করেন। এটা ধারাবাহিক নিয়ম। ভোটের সঙ্গে এর যোগ নেই।

সংঘ সূত্রে খবর, কমবেশি ৫০ জন পুরোনো প্রচারককে উত্তরবঙ্গে কাজের জন্য আনা হচ্ছে। এর কারণ হিসাবে যে খবর মিলেছে তা হল, বিজেপির পুরোনো নেতাদের একাংশ নানা কারণে এই মুহূর্তে বসে গিয়েছেন। কারও বয়স হয়েছে, কেউবা দলীয় গোষ্ঠীকোন্দলের কারণে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। কারও আবার বর্তমান সক্রিয় গোষ্ঠীর নেতাদের পছন্দ নয়। সংঘ পরিবারের মধ্যেও সেরকম কয়েকজন রয়েছেন বলে দাবি। নানা কারণে তাঁরাও বসে গিয়েছেন। দীর্ঘদিন বসে থাকার কারণে, তাঁদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটার আশঙ্কা করছেন সংঘ কর্তাদের একাংশ। ফলে বসে যাওয়াদের সক্রিয় করতে দক্ষিণবঙ্গ থেকে এই প্রচারকদের পাঠানো হচ্ছে বলে খবর।

একসময় উত্তরের বিভিন্ন জেলায় সংঘের কাজ করেছিলেন বর্তমানে সংঘের অখিল ভারতীয় (কেন্দ্রীয়) স্তরে কাজ করা এক প্রচারক। সূত্রের খবর, তাঁকে আবারও উত্তরের জেলাগুলিতে ঘোরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী এক-দু'দিনের মধ্যে কাজ শুরু করবেন তিনি। বর্তমানে ঝাড়গ্রামে কাজ করা এক প্রচারক এক সময় কোচবিহারে কাজ করেছেন। তাঁকে ফের কোচবিহারে আনা হচ্ছে। একইভাবে আলিপুরদুয়ারে কাজ করা এক প্রচারককে ফের আনা হচ্ছে বীরভূম থেকে। কলকাতা থেকে এক প্রচারককে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়িতে পাঠানো হচ্ছে।

যদিও এর সঙ্গে রাজনীতির যোগ নেই বলে দাবি করেছেন সংঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের প্রচারকরা।

সঙ্গিনী দখলের লড়াইয়ে হার মাকনার

বাগডোগরা, ১৫ এপ্রিল : দাঁতালের কাছে সঙ্গিনী দখলের লড়াইয়ে হেরে রণে ভঙ্গ দিল মাকনা। আপাতত মাকনাটি পানিঘাটা রেঞ্জের কলাবাড়ি জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। এতে অবশ্য বনকর্মীরা অনেকটা স্বস্তিতে। কার্সিয়াং বনবিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেছেন, 'মঙ্গলবার রাতে বাগডোগরার জঙ্গলে দাঁতালের সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে গিয়ে মাকনা হাতিটি কলাবাড়ির জঙ্গলে চলে গিয়েছে। তবে দাঁতালটি বাগডোগরার জঙ্গলেই রয়েছে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন বনকর্মীরা।'

সোমবার দিনভর দাঁতাল ও মাকনার লড়াইয়ের জেরে তটস্থ থেকেছেন বনকর্মীরা। তবে কড়া নজরদারিও চালিয়েছিলেন। মঙ্গলবার সকালে বাগডোগরার জঙ্গলের মধ্যে সামরিক বিভাগের আরএইচপিডি ডিপোর পাশে একটি দাঁতাল ও একটি মাকনার মধ্যে তুমুল লড়াই শুরু হয়। জঙ্গলের রাস্তা পার হয়ে টিপুখোলা ইকো-ট্যুরিজম স্পটের কাছে চলে আসে হাতি দুটি। পরিস্থিতি বিবেচনা করে বন দপ্তরের তরফে নজরদারি শুরু হয়। লড়াই চলে রাত পর্যন্ত। একটা সময় দাঁতালের সঙ্গে পেরে উঠতে না পেরে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হয় মাকনা।

বন দপ্তরের মতে, এই ধরনের লড়াই বুনোদের মধ্যে স্বাভাবিক ঘটনা। 'ন্যাচারাল ফাইট' বলা হয়। প্রকৃতির নিয়মেই এমন লড়াই হয়। এদিকে, মাকনা চলে যাওয়ার পরই কার্সিয়াং বনবিভাগের তরফে টিপুখোলা ইকো-ট্যুরিজম স্পট পর্যটকদের জন্য ফের খুলে দেওয়া হয়। এছাড়া জংলিবাবা মন্দিরে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞাও তুলে নেওয়া হয়।

নব আনন্দে জাগো আজি নবরবিকিরণে

বছরের প্রথম দিন রাজপথে শোভাযাত্রা। বালুরঘাটে ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

জেলায় সম্ভাব্য প্রথম মুগ্ধ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : বুধবার সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)-এর দশম শ্রেণির পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে। এই পরীক্ষায় দার্জিলিং জেলায় সম্ভাব্য প্রথম স্থান অধিকার করেছে শিলিগুড়ির অমরাবতী লায়ন্স সিটিজেনস পাবলিক স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র মুগ্ধ আদিত্য। মুগ্ধ ৯৯.৮ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। মোট ৫০০ নম্বরের পরীক্ষায় মুগ্ধর প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৯। সে ইংরেজিতে ৯৯, বাংলায় ১০০, অঙ্কে ১০০, সোশ্যাল সায়েন্সে ১০০ এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে ১০০ পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষক শুভঙ্কর বসু বলেন, 'আদিত্য বরাবরই পড়াশোনায় ভীষণ ভালো। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলো এবং সাংস্কৃতিক দিকেও ওর আগ্রহ আছে।'

মেধাতালিকায় সম্ভাব্য যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে অলিভিয়া এনলাইটেন্ড ইংলিশ স্কুলের ছাত্রী মৌপিয়া সরকার এবং দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) এর শিলিগুড়ির ছাত্রী সৌপর্ণা বোস- তারা দুজনেই ৯৯.৪ শতাংশ নম্বর পেয়েছে।

সৌপর্ণার সাফল্য প্রসঙ্গে তার স্কুলের প্রিন্সিপাল অনীশা শর্মা বলেন, 'কঠোর

সিবিএসই-র ফলে শিলিগুড়ির চিত্র

অধ্যবসায়ের মাধ্যমে যে ভালো ফল করা যায় সৌপর্ণার রেজাল্ট সেটাই প্রমাণ করে। ওর এই রেজাল্টে আমরা সবাই গর্বিত।'

দিনে আট থেকে দশ ঘণ্টা পড়াশোনা করত বলে মৌপিয়া জানিয়েছে। সে বলে, 'রুটিন মেনে পড়াশোনা করেছি। প্রতিদিন মকটেস্ট দিয়েছি। অনেক রেফারেন্স বই পড়েছি। আমি ঘড়ি ধরে প্রতিদিন ২ ঘণ্টা অঙ্ক প্র্যাকটিস করতাম।'

মৌপিয়া ৫০০-তে মোট ৪৯৭ নম্বর পেয়েছে। মৌপিয়া গল্পের বই পড়তে ও ছবি আঁকতে ভালোবাসে। বাংলায় ১০০ পেয়েছে মৌপিয়া। এত ভালো নম্বর পাওয়ার স্ট্র্যাটেজি কী? প্রশ্নের উত্তরে সে হেসে বলে, 'আমি মায়ের কাছে বাংলা পড়তাম। কীভাবে প্রশ্নের উত্তর লিখতে হয় সেটা মা আমাকে শিখিয়েছে।'

স্কুলের তরফেও পড়ুয়াদের বোর্ড পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল বলে মৌপিয়া জানায়। দুজন গৃহশিক্ষক ছিল মৌপিয়ার। মৌপিয়া ইলেভেনে সায়েন্স নিয়ে এই স্কুলেই পড়াশোনা করতে চায়।

মৌপিয়ার এই সাফল্যে তার বাবা দেবব্রত সরকার ও মা রিতা দাস দুজনেই খুব খুশি। রিতা বলেন, 'ওর পরিশ্রমের ফসল এই রেজাল্ট।'

এই প্রসঙ্গে নর্থবেঙ্গল সহদয়া স্কুল কমপ্লেক্সের সভাপতি এস এস আগরওয়াল বলেন, 'দুপুরে ফলাফল প্রকাশ হয়েছে। তাই সব স্কুলের রেজাল্টের সম্পর্কে এখনও জানি না। আশা করছি জেলার রেজাল্ট খুব ভালো হয়েছে।'

অলিভিয়া এনলাইটেন্ড ইংলিশ স্কুলের সাফল্য

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : অলিভিয়া এনলাইটেন্ড ইংলিশ স্কুলের ছাত্রী মৌপিয়া সরকার সিবিএসই-র দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। স্কুল সূত্রে খবর, ৯৯.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে বিদ্যালয় ও জেলার নাম উজ্জ্বল করেছে এই পড়ুয়া। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ও পরিশ্রমী মৌপিয়া পড়াশোনার প্রতি তার নিষ্ঠা ও একাগ্রতার জন্য শিক্ষকদের কাছে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। নিয়মিত অধ্যবসায়, সময়ের সঠিক ব্যবহার এবং আত্মবিশ্বাসই তার এই অভাবনীয় সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা এবং সহ শিক্ষক-শিক্ষিকারা মৌপিয়ার এই কৃতিত্বে অত্যন্ত গর্বিত বলে জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, মৌপিয়া শুধু একজন মেধাবী ছাত্রী নয়, বরং তার শৃঙ্খলাবোধ, নম্রতা এবং ইতিবাচক মনোভাব অন্য ছাত্রছাত্রীদের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

মালদা ডিভিশনে বিবিধ লটের জন্য উপার্জন চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ- ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিশনে বিভিন্ন স্টেশনে রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল) পলিসি, স্লিপিং পড এবং রিটায়ারিং রুম ও ডমিটরি-র জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন।

রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল)-এর জন্য ই-অকশন

অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এডিভিটি-এসবিজি-২০২৬-১। অকশন শুরু ঃ ২৭.০৪.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। ক্রমিক নং ঃ এএ/১। লট নং/ক্যাটেগরি ঃ এডিভিটি-এমএলডিটি-এসবিজি-ওএসডি-২২৭-২৬-১। স্টেশন ঃ সাহিবগঞ্জ।

রিটায়ারিং রুম ও ডমিটরির জন্য ই-অকশন

অকশন ক্যাটালগ নং ঃ আরআর-ডি-২৬-১। অকশন শুরু ঃ ২৭.০৪.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। ক্রমিক নং; লট নং/ক্যাটিগরি; স্টেশন ঃ এএ/১; পিএনইউ-এমএলডিটি- বিজিপি-ডব্লুআরএল-৬০-২৬-১; ভাগলপুর। এএ/২; পিএনইউ-এমএলডিটি- বিএইচডব্লু-ডব্লুআরএল-৬৪-২৬-১; বড়হরওয়া। এএ/৩; পিএনইউ-এমএলডিটি- এসবিজি-ডব্লুআরএল-৬৩-২৬-১; সাহিবগঞ্জ। এএ/৪; পিএনইউ-এমএলডিটি- এসজিজি-ডব্লুআরএল-৬২-২৬-১; সুলতানগঞ্জ। এএ/৫; পিএনইউ-এমএলডিটি- জেএমপি-ডব্লুআরএল-৬১-২৬-১; জামালপুর।

এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ-এর জন্য ই-অকশন

অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এসিডব্লুএল-জেএমপি-২৬-১। অকশন শুরু ঃ ২৮.০৪.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। ক্রমিক নং ঃ এএ/১। লট নং/ক্যাটেগরি ঃ পিএনইউ-এমএলডিটি- জেএমপি-ডব্লুআরএল-৪৪-২৬-১। স্টেশন ঃ জামালপুর। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-20/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পচা আলুর দুর্গন্ধে বাড়ছে পেটের অসুখ

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৫ এপ্রিল : একদিকে কয়েকদিন আগে টানা বৃষ্টি ও তারপর হঠাৎ চড়া রোদ ও গরম। অন্যদিকে, ভোটের পর দাম বাড়বে এমন ধারণায় বিক্রি না করে ঘরে আর মাঠে আলু ফেলে রাখা। এই দুইয়ের জেরে জলপাইগুড়ির তিনটি ব্লকের ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায় চাষিদের ঘরে ও মাঠে থাকা বিপুল পরিমাণ আলু পচে গিয়েছে। দুর্গন্ধে এখন সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলোতে টেকাই দায়। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে শুরু করেছে ডায়ারিয়ার মতো পেটের রোগ। শিশুদেরও অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর মিলছে।

ধূপগুড়ি ব্লকের মাগুরমারি-১ ও ২, গাদং-১ ও ২, বানারহাট ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা-১ ও নাগরাকাটা ব্লকের আংরাভাসা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আলু চাষ অধ্যুষিত এলাকাগুলোয় এই সমস্যা এখন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে গড়ে ৮-১০ জন রোগী পেটের সমস্যা নিয়ে আসছেন। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য আধিকারিকরা কোনও মন্তব্য করতে চাননি। ধূপগুড়ির বিএমওএইচ ডাঃ অঙ্কুর চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসা করা হলেও তিনি কী কারণে রোগ ছড়াচ্ছে তা স্পষ্ট করে বলেননি। তবে স্থানীয়দের কথায়, পচা আলুর দুর্গন্ধ থেকেই রোগের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। ধূপগুড়ির এক আলুচাষি বাবলু রায়ের কথায়, 'বৃষ্টির কারণে জমিতে প্রচুর আলু নষ্ট হয়েছে। কৃষকরা সেই আলু জমিতেই ফেলে রেখেছেন। পচে যাওয়ার কারণে এই দুর্গন্ধ।' এক রোগীর আত্মীয় পঙ্কজ মণ্ডল বলেন, 'শিশুদেরই ডায়ারিয়া

রোগের লক্ষণ বেশি দেখা দিচ্ছে।'

বানারহাট ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পরিস্থিতিও তথৈবচ। চাষিদের জমি, বাড়ির উঠোন, এমনকি ঘরের ভেতরেও এখন স্তূপ করে রাখা আলু পচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অনেক চাষিই আলু ঘরে রেখে দিয়েছিলেন, ভোটপর্ব শেষ হলে দাম বাড়বে এই আশায়। কিন্তু বাস্তবে উলটো চিত্র সামনে এসেছে। গরম পড়তেই সেই মজুত আলুতে পচন ধরেছে।

পচে যাওয়া আলুর দুর্গন্ধে ঘরেই টেকা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে সেই পচা আলু মাঠে, ঘাটে, এমনকি নদী, নালায় ফেলে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে জল দূষণ মারাত্মক আকার নিচ্ছে। গ্রামের রাস্তায় বেরোলেই তীব্র দুর্গন্ধে নাক মুখ রুমালে ঢেকে বের হতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মূলত যাঁরা আলু চাষের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের পেটের রোগের প্রকোপ বেড়েছে। চাষিরাই জানাচ্ছেন, জমিতে পড়ে থাকা পচা আলু গোরু, ছাগলও খেতে চাইছে না। উত্তর ডাঙ্গাপাড়ার চাষি বিকাশ রায় বলেন, 'ঋণ করে পাঁচ বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছি। তার মধ্যে চার বিঘার আলুই পচে শেষ। একই সুর শোনা গেল প্রধানপাড়ার আরেক চাষি পুলেন রায়ের কথায়। তিনি বলেন, '১০ বিঘার মধ্যে প্রায় ৫ বিঘার আলুই পচে গিয়েছে। বাধ্য হয়ে সেই পচা আলু মাঠে ঘাটে ফেলে দিতে হচ্ছে।' উত্তর ডাঙ্গাপাড়ার বাসিন্দা অমলেশ রায়ের বক্তব্য, 'এই মুহূর্তে যদি ভারী বৃষ্টি হয় তাহলে হয়তো কিছুটা দুর্গন্ধ কমবে। না হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে।'

আংরাভাসা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব খয়েরকাটা ও উত্তর নুনখাওয়াডাঙ্গা গ্রামেও পচা আলু জমিতেই থেকে যাওয়ার দৃশ্য এখন যত্রতত্র। স্থানীয় এক চাষি নিরঞ্জন সরকার বলেন, 'চাষিদের যে সর্বনাশ হয়েছে তা বলার মতো নয়। প্রশাসনেরও কারও কোনও হেলদোল দেখা যাচ্ছে না।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন ধূপগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

19.01.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99L 58837 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার মতো মানুষের জন্য এক কোটি টাকা জেতা অনেক বড় ব্যাপার। সাধারণ মানুষ নাম মাত্র জীবনযাপন করে এবং আর্থিক সংগ্রাম সবসময়ই করতে থাকে। ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারি এই সংগ্রামকে সহজ করে এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আনন্দ সৃষ্টি করে। এই প্রকল্পটি অনেকের জন্য উন্নত জীবনযাত্রা প্রদান করতে পারে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, ধূপগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা বালাই কুমার ঘোষ - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩২৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২ বৈশাখ ১৪৩৩

অদূরদর্শিতা

ডিলিমিটেশনে লোকসভার আসন সংখ্যা এক ঝটকায় ৫৪৩ থেকে বাড়িয়ে ৮৫০ করার পরিকল্পনা আছে কেন্দ্রের। মহিলা সংরক্ষণ বিলকে পাশ করানোর আড়ালে অদলবদলের এই খেলার ছক কষা হয়েছে। ১৬ থেকে ১৮ এপ্রিল সংসদের বিশেষ অধিবেশনে মহিলা সংরক্ষণ এবং ডিলিমিটেশন সংক্রান্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিল আনতে চলেছে কেন্দ্র।

প্রস্তাবিত ৮৫০টি আসনের মধ্যে ৮১৫টি আসবে রাজ্যগুলি থেকে এবং বাকি ৩৫টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য। মূলত মহিলা সংরক্ষণ বিল দ্রুত কার্যকর করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ বলে দাবি করা হচ্ছে। কেন্দ্রের পরিকল্পনা হল, ৮৫০টি আসনের ৩৩ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ২৭২টি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা।

লোকসভার বর্তমান আসন বিন্যাস ১৯৭১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে নির্ধারিত। ২০০১ সালের ৮৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুযায়ী সংসদীয় এলাকার সীমানা এবং আসন সংখ্যা ২০২৬ সালের পর প্রথম জনগণনার তথ্য প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকার কথা। গত ১ এপ্রিল জনগণনা শুরু হয়েছে দেশে। চলবে ২০২৭ পর্যন্ত।

লোকসভার আসন বৃদ্ধির পথে প্রধান বাধা সংবিধানের ৮২ নম্বর অনুচ্ছেদ। প্রস্তাবিত ১৩১তম সংবিধান সংশোধনী বিলে সেই শর্তটি সম্পূর্ণ বাতিল করার ভাবনা রয়েছে। এতে ২০২৬-'২৭ সালের জনগণনার আগেই আসন বাড়ানো শুরু হতে পারে। বিরোধীদের আপত্তি সত্ত্বেও কেন্দ্র চাইছে ২০১১ সালের জনগণনার তথ্যের ভিত্তিতে ডিলিমিটেশন সেরে ফেলতে, যাতে দ্রুত মহিলা সংরক্ষণ চালু করা যায়।

ডিলিমিটেশন নিয়ে সরকারের এই মরিয়া অবস্থান নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। সন্দেহ নেই আসন বাড়ানোর নেপথ্যে কয়েকটি বাস্তবসম্মত কারণ রয়েছে। ১৯৭১ সালের পর ভারতের জনসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। বর্তমানে এক-একজন সংসদ সদস্য প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন, যা গুণগত প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে অন্তরায়।

ছোট নির্বাচনি এলাকা মানেই জনগণের সঙ্গে জনপ্রতিনিধির নিবিড় যোগাযোগ বৃদ্ধি। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অবশ্য তামিলনাড়ু, কেরল, কর্ণাটকের মতো দক্ষিণের রাজ্যগুলি গত কয়েক দশকে অত্যন্ত সফল। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ, বিহার বা রাজস্থানের মতো রাজ্যগুলি অনেকটা পিছিয়ে। ২০২৬ সালের পরবর্তী জনগণনার ভিত্তিতে আসন বণ্টন হলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফল রাজ্যগুলি সংসদীয় প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে কার্যত শাস্তি পাবে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে তুলনায় অসফল রাজ্যগুলি বেশি আসন পেয়ে জাতীয় রাজনীতিতে ছড়ি ঘোরানোর সুযোগ পেয়ে যাবে বলে বিরোধীদের আশঙ্কা। লোকসভার আসন ৮৫০ হলে শুধু উত্তরপ্রদেশের আসন ৮০ থেকে বেড়ে ১৪০ ছাড়াতে পারে। কেরল বা তামিলনাড়ুর আসন সংখ্যায় কিন্তু বিশেষ বৃদ্ধি ঘটবে না। ফলে দিল্লির তখতে বসার চাবিকাঠি চিরতরে হিন্দি বলয়ের হাতে বন্দি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি দেশের জিডিপিতে বড় অবদান রাখে। কেন্দ্রীয় নীতি নির্ধারণে তাদের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হলে বিচ্ছিন্নতাবাদের ভাবনা উসকে যেতে পারে। জাতীয় নীতি মেনে জনসংখ্যা কমিয়ে এখন গুরুত্ব হারানোর আশঙ্কায় আছে দক্ষিণের রাজ্যগুলি। এ কেবল দক্ষিণ বনাম উত্তর নয়, বরং সুশাসনের সঙ্গে ক্ষমতার অদ্ভুত সংঘাত।

প্রশ্ন উঠছে, আসন সংখ্যা না বাড়িয়েও কি ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ করা সম্ভব ছিল না? আসন সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্য কি মূলত উত্তর ভারতের রাজনৈতিক আধিপত্যকে দীর্ঘস্থায়ী করা? বাস্তবে লোকসভায় ভারসাম্য রক্ষার জন্য রাজ্যসভাকে আরও শক্তিশালী করা যেতে পারে বা আসন সংখ্যা বাড়িয়েও রাজ্যওয়াড়ি অনুপাত ১৯৭১ সালের স্তরে রাখা যেতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অর্থ প্রতিটি অঞ্চলের ন্যায়সংগত অংশীদারিত্ব। লোকসভার আসন বাড়িয়ে কেবল একটি বিশেষ অঞ্চলের শক্তিবৃদ্ধি ঘটানো হলে তা ভারতের সেই কাঠামোর ভিত নাড়িয়ে দেবে। দক্ষিণ বা উত্তর- কোনও পক্ষকে বঞ্চিত করে ভারতের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী সংরক্ষণের উদ্দেশ্য যদি রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার বলি হয় তবে তা হবে কেন্দ্রের অদূরদর্শিতার পরিচয়।

অমৃতধারা

হৃদয়ে একাগ্র হওয়া অথবা মস্তিষ্কে একাগ্র হওয়া উভয়ই হতে পারে- প্রত্যেকেরই নিজস্ব ফল আছে। প্রথমটি চৈত্যসত্তাকে উন্মীলিত করে এবং ভক্তি, প্রেম এবং মায়ের সঙ্গে মিলন, হৃদয়ে তাঁর সান্নিধ্য এবং প্রকৃতিতে তাঁর ক্রিয়াশক্তি এনে দেয়। অপরটিতে হয় আত্মসিদ্ধির দিকে মনের উন্মীলন, মনের উপরে যে চেতনা আছে তার দিকে, দেহের বাইরে চেতনার ঊর্ধ্বারোহণ এবং দেহে উচ্চতর চেতনার অবতরণ। কখনও হৃদয়ে এবং কখনও মাথার উপরে একাগ্র হওয়াতে কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু যে কোনও এক স্থানে একাগ্র হওয়ার মানে মনোযোগকে একটি বিশেষ স্থানে স্থির করে রাখা নয়, তোমার চেতনার অবস্থানটি যে কোনও একটি জায়গায় দিয়ে যেতে পার- কিন্তু একাগ্র হবে যেখানে সেই স্থানটিতে নয়- দিব্যের উপর।

-শ্রীঅরবিন্দ

ভোটার তালিকা সংশোধনে মমতার চ্যালেঞ্জ

নাম ছাঁটাই রুখতে ব্যর্থ নবান্ন, সুপ্রিম নির্দেশে প্রশ্নের মুখে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বিশ্বাসযোগ্যতা।

মৈনাক কুন্ডু

চাকরি জীবনে একবার একটি সাধারণ অভিভাবক সভার আমন্ত্রণপত্র ছাপাতে গিয়ে অদ্ভুত বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছিল। সেক্রেটারি মশাইয়ের নামের মধ্য থেকে শুধুমাত্র 'চন্দ্র' শব্দটি ভুলবশত বাদ পড়ে যায়। অনুষ্ঠান চলাকালীন এক অভিভাবক অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সেই ত্রুটি ধরিয়ে দেন। দৈনন্দিন জীবনে এমন ছোটখাটো ভুল হয়তো হাসিমুখে সামলে নেওয়া যায়। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে একটি শব্দ বাদ পড়া কোনওভাবেই হেসে উড়িয়ে দেওয়ার বিষয় নয়। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যাঁর নাম 'ভাস্করচন্দ্র মল্লিক' হিসেবে নথিভুক্ত ছিল, তিনি এনুমারেশন ফর্মে অসতর্কতাবশত 'চন্দ্র' বাদ দিয়ে 'ভাস্কর মল্লিক' লিখলেই কমিশনের অত্যাধুনিক সফটওয়্যার তাঁকে সন্দেহজনক ভোটার হিসেবে চিহ্নিত করছে। ফলে ওই নাগরিকের ভোটাধিকারটি সম্পূর্ণ ত্রিশঙ্কু অবস্থায় ঝুলে থাকছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এই অনিশ্চিত তালিকার আওতায় পড়েছেন উত্তরবঙ্গের গর্ব ক্রিকেটার রিচা ঘোষ থেকে শুরু করে প্রাক্তন বিচারপতি বা কার্গিল সেনানীর মতো বহু মানুষ। কমিশনের সফটওয়্যার পুরোনো এবং নতুন তালিকার পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলনা করেছে। এই প্রক্রিয়ায় নামের বানান বা পদবির সামান্য হেরফের হলেই ভোটার তালিকা থেকে ছাঁটাই হওয়ার মতো বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

অবশ্য শেষ সংশোধনের ২৫ বছরের মাথায় নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপ যে ভীষণ রকম সময় উপযোগী তা নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। ভুয়ো, মৃত, স্থানান্তরিত নাগরিক এবং একই নামের ডুপ্লিকেট এন্ট্রি বাদ দিয়ে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা প্রস্তুত করাই এসআইআর-এর লক্ষ্য। ২০০২ সালেও বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে এমন সুদূরপ্রসারী পর্যালোচনা হয়েছিল এবং তৎকালীন রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় পরিচ্ছন্ন তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয়। বর্তমানে বারোটি রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া পরিচালিত হচ্ছে। কমিশনের সাম্প্রতিক তথ্যানুযায়ী, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সর্বোচ্চ ১৬ শতাংশ এবং লাক্ষাদ্বীপে সর্বনিম্ন ১ শতাংশেরও কম ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। বামশাসিত কেরলে বাদ পড়েছে ২.৫ শতাংশ নাম। সর্বভারতীয় স্তরে ভোটার বাদ যাওয়ার গড় যেখানে ১০.২ শতাংশ, সেখানে আমাদের রাজ্যে এই হার ১০.৯ শতাংশ এবং তামিলনাড়ুতে ১০.৬ শতাংশ। অর্থাৎ, পরিসংখ্যানের বিচারে রাজ্যের নাম বাদ যাওয়ার হার জাতীয় গড়ের প্রায় সমতুল্য।

তবে ভোটার তালিকা ম্যাপিংয়ে এ রাজ্যে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। একটি অঞ্চলে একজন অভিভাবকের নামের সঙ্গে ২০০ জনের বেশি সন্তানকে লিংক করার অন্তত দুটি ঘটনা সামনে এসেছে। পাশাপাশি, ৪.৫৯ লক্ষ ক্ষেত্রে একজনের পাঁচজনের বেশি এবং ২.০৬ লক্ষ ক্ষেত্রে ছয়জনের বেশি সন্তান দেখানো হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, রাজ্যের প্রায় ৩০ লক্ষ বর্তমান ভোটারের নামের সঙ্গে ২০০২ সালের 'ক্লিন লিস্ট'-এর কোনও যোগসূত্রই খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই বিপুল তথ্যগত অসংগতিই রাজ্যে কঠোর পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে।

ভোটের প্রচারে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। -পিটিআই

ভোটার তালিকা সংশোধন তথা এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান প্রথম থেকেই ছিল বৈচিত্র্যময়। শুরুতে ইতিবাচক সাড়া দিলেও পরে তীব্র বিরোধিতা এবং আইনি লড়াইয়ের পথে হাঁটেন তিনি। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে শেষপর্যন্ত নবান্নের সমস্ত প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়েছে। রাজ্যে প্রায় নব্বই লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ যাওয়া এবং মাঠপর্যায়ে প্রশাসনিক অসহযোগিতার ঘটনা মুখ্যমন্ত্রীর 'ফেস ভ্যালু' ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতাকে আজ বড়সড়ো চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে প্রবল বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ২৭ অক্টোবর প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা ঘোষণা করেন। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, কনসেপ্টে আপত্তি নেই এবং প্রক্রিয়াটি ঠিকঠাক চললে রাজ্য সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে। এরপরই কমিশন তৎপরতার সঙ্গে জেলা শাসক ও সচিব সহ ৭০ জন আইএএস এবং ৪৫৭ জন বিসিএস আধিকারিককে বদলি করে প্রশাসনিক রদবদল ঘটায়। কিন্তু নভেম্বরে ব্লক স্তরে যাচাই শুরু হতেই মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়ে যায়। রাজ্য চিঠি পাঠিয়ে প্রক্রিয়া থামানোর জোরালো দাবি জানায়। মুখ্যমন্ত্রী জনসভা থেকে এটিকে 'বিজেপি এবং কমিশনের যৌথ ষড়যন্ত্র' বলে তোপ দাগেন এবং কমিশন দপ্তর ঘেরাও করার হুঁশিয়ারি দেন। পরে সেই কর্মসূচি রাজপথের ধর্নায় রূপান্তরিত হয়।

বিষয়টি শেষপর্যন্ত সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়ায়। ৪ ফেব্রুয়ারি রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে, আবার একইসঙ্গে ৮৫০৫ জন আধিকারিক দিয়ে সাহায্য করার কথাও বলে। কিন্তু কমিশন আদালতে স্পষ্ট জানায় যে, রাজ্যের তরফ থেকে ন্যূনতম প্রশাসনিক সহযোগিতাও মিলছে না। ২০ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট কড়া ভাষায় রাজ্যকে নির্দেশ দেয় কাজে বাধা না দেওয়ার জন্য। আদালতের নির্দেশে বাধ্য হয়ে ৭০০-৯০০ জুডিসিয়াল অফিসার সংশোধনের কাজে যুক্ত হন। কিন্তু ২ এপ্রিল মালদার মোথাবাড়িতে বিডিও অফিসে সাতজন জুডিসিয়াল অফিসারকে প্রায় পণবন্দি করে রাখে উত্তেজিত জনতা। এই ঘটনায় সুপ্রিম কোর্ট সরাসরি রাজ্যকে শোকজ নোটিশ ধরায়। শোরগোল শুরু হলে মুখ্যমন্ত্রী বিস্ময়করভাবে মন্তব্য করেন যে তাঁকে বিষয়টি কেউ আগে থেকে জানায়নি। নির্বাচন কমিশন পুলিশ ও প্রশাসনের উপর থেকে তাঁর সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হয়েও জনসমক্ষে তাঁর এই উক্তিকে এক চরম অসহায় অবস্থার স্বীকারোক্তি বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সব মিলিয়ে প্রশাসনিক অসহযোগিতা এবং আইনি লড়াইয়ের ফলস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৯০.৮৩ লক্ষের বেশি ভোটারের নাম পাকাপাকিভাবে মুছে গিয়েছে। যাঁরা নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য অ্যাডজুডিকেশনের অপেক্ষায় ছিলেন, প্রশাসনিক বাধা না থাকলে তাঁদের অনেকের ভাগ্যই হয়তো অন্যরকম হতে পারত। ময়নাগুড়ির জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিলেন, তিনি যতদিন বেঁচে আছেন, এই কাজ রাজ্যে হতে দেবেন না। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি প্রমাণ করেছে, সুপ্রিম কোর্টের কড়া নির্দেশে পুরো প্রক্রিয়াটি এগিয়ে গিয়েছে এবং চূড়ান্ত তালিকাও প্রকাশিত হয়েছে। রাজ্যের প্রতিরোধ শেষপর্যন্ত আইনি কাঠামোর কাছে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

স্বচ্ছ ভোটার তালিকা কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয়, এটি নাগরিকের অধিকার। শুরুতে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েও পরে বাধা সৃষ্টি করায় সাধারণ জনমানসে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন। ১৫ বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একসময় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শিল্পনীতির প্রবল বিরোধিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েই ক্ষমতায় এসেছিলেন। সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় সরকারের আলোচনার ডাক উপেক্ষা করে তাঁর সর্বাত্মক বিরোধিতাই তাঁকে নবান্নের পথ প্রশস্ত করে দেয়। সেই অনমনীয় মনোভাব সেসময় তাঁর রাজনৈতিক 'ফেস ভ্যালু' বাড়িয়েছিল। সিঙ্গুরের বিরোধিতা, পরে সিস্টেমের মাথা হয়েও সিস্টেমের বিরোধিতা তাঁকে টানা তিনবার আসন দিয়েছে। কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। ২০০৯ সালের বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আর ২০২৪ সালের নরেন্দ্র মোদি রাজনৈতিকভাবে এক নন। এসআইআর নিয়ে যে পরিমাণ অশান্তি এ রাজ্যে দেখা গিয়েছে, তা দেশের অন্য কোথাও হয়নি।

অতীতে তিনি প্রায়শই বলতেন যে রাজ্যের ২৯৪টি আসনেই তিনি স্বয়ং প্রার্থী। কিন্তু সাম্প্রতিককালে সেই আত্মবিশ্বাসী সুর অনেকটাই স্তিমিত। দলের অন্দরের সমীকরণও বদলেছে। সফল কোচ যেমন তাঁর উইনিং কম্বিনেশন ভাঙতে চান না, সেখানে আসন্ন নির্বাচনে ৭৪ জন বর্তমান বিধায়কের টিকিট না পাওয়া দলের ভেতরের রদবদলের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। এসআইআর-এর এই ব্যর্থ বিরোধিতা কি তাঁর পুরোনো রাজনৈতিক সাফল্য ধরে রাখতে পারবে, নাকি চিরপরিচিত ফেস ভ্যালু কমার ইঙ্গিত দিচ্ছে— এই জটিল সমীকরণের চূড়ান্ত উত্তর মিলবে আগামী ৪ মে।

(লেখক প্রাক্তন শিক্ষক)

আজ

১৮৮৯

ব্রিটিশ চলচ্চিত্র অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিনের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৮৭

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা বিকাশ রায়।

আলোচিত

ছয়ের দশকে দেশের মোট জিডিপি-র ১০ শতাংশের বেশি আসত পশ্চিমবঙ্গ থেকে। এই মাটি ছিল শিল্পের। আটের দশকের আগে মাত্র ৪টি রাজ্যের মাথাপিছু আয় ছিল বাংলার চেয়ে বেশি। এখন ১৫টি রাজ্য বাংলার থেকে এগিয়ে। সেই গৌরব পুনরুদ্ধার করার জন্য আসুন শপথ নিই।

- আরএন রবি

ভাইরাল/১

এক মদ্যপ মহিলা হরিয়ানার হিসারের ক্যাম্প চকের রাস্তার মাঝখানে গাড়ি পার্ক করেছিলেন। গাড়ি সরাতে বলায় পথচারীদের গালিগালাজ করেন। যানজটের সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। মামলা দায়ের হয়েছে।

ভাইরাল/২

বিড়ালছানার দায়িত্ব কার? বেঙ্গালুরুর শেষাদ্রিপুরমে নিজেদের বিড়ালের চারটি ছানাকে প্রতিবেশীর বাড়িতে নিয়ে যান এক পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের দাবি, প্রতিবেশীর পুরুষ বিড়ালটি ওই শাবকদের বাবা। প্রতিবেশী মানতে নারাজ। শেষে পুলিশ এসে মীমাংসা করে।

জনমন
জনমত

আশার গানে জড়িয়ে আমাদের সোনালি অতীত

'সা' থেকে 'সা'- এ, 'শুদ্ধ' ও 'কোমল' পথে সাবলীল ও সুরেলা বিচরণে ভারতীয় প্রায় ২০টি ভাষায় সুরের জগৎকে সমৃদ্ধ করেছেন কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী সদ্য প্রয়াত আশা ভোঁসলে। তিনি মারাঠি হলেও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করেছেন অনায়াস দক্ষতায়। তাই হিন্দি গানের পাশাপাশি বাংলা সংগীত জগৎকেও আলোকিত করেছেন সুর, তাল, লয় ও ছন্দে। তাঁর ব্যাপ্তি আধুনিক বেসিক গান থেকে চলচ্চিত্রের রুপোলি জগৎ সহ রবীন্দ্রসংগীতেও।

তাঁর রেওয়াজি ও সুরেলা সুকণ্ঠের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আমাদের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের সোনালি অতীত। তাঁর কণ্ঠেই গাওয়া 'তোল ছিন্ন বীণা বাঁধো নতুন তারে/ ভরে নাও সুর গাও জীবনেরই জয়গানে....' গানটি শিল্পীসত্তার সঙ্গে কোথায় যেন অর্থবহ হয়ে ওঠে। নিত্যনতুন সাংগীতিক বীণার তারেই যেন বৈচিত্র্যময় তাঁর সুরের জগৎ এবং সেই বৈচিত্র্যের মধ্যেই তিনি জীবনের জয়গান গেয়েছেন।

তাই তো চলচ্চিত্রে তথাকথিত নায়িকা থেকে লাস্যময়ীদের লিপে অনায়াসে সুরেলা উচ্চারিত হয় তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত সিনেমাটিক কণ্ঠ 'চুরালিয়া হ্যায় তুমনে জো দিলকো....' থেকে 'ইয়ে মেরা দিল প্যায়ার কা দিওয়ানা...'। আবার একই কণ্ঠে কী অনায়াস দক্ষতায় গেয়েছেন, 'চোখে চোখে কথা বলো' থেকে রাগাশ্রয়ী গান 'যেতে দাও আমায় ডেকো না...' কিংবা ছন্দ দোলায় 'পোড়া বাঁশি শুনলে এ মন আর....' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের 'ছন্দে ছন্দে গানে গানে....'- একই কণ্ঠে সুরের এমন অনায়াস 'জাগলারি' আর কোন শিল্পীর কণ্ঠে শুনেছি?

হিন্দি গানে সুরকার ওপি নাইয়ার থেকে মদনমোহন, শংকর জয়কিষান, বাপি লাহিড়ী, রাহুল দেববর্মন হয়ে এআর রহমান, বাংলা গানে সুধীন দাশগুপ্ত, রাহুল দেববর্মন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়,অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও কিছু সুরকারের সৃষ্ট সুরের অসংখ্য কালজয়ী গানের এক বিশাল জগৎকে তিনি আলোকিত ও সমৃদ্ধ করে রেখেছেন। সংখ্যার বিচারে সেই গান ১২ হাজার অতিক্রম করে গিয়েছে।

সাতের দশকে আমার কৈশোর বেলায় শিলিগুড়ির তিলক ময়দানে (বর্তমানে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন) এই মহান শিল্পীর সংগীতানুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই বয়সের মুগ্ধতার স্মৃতি নিয়ে এখনও নস্টালজিক হয়ে পড়ি যখন শুনি 'নাচ ময়ূরী নাচ রে ...' বা 'মনের নাম মধুমতি' কিংবা 'আকাশে আজ রঙের খেলা....'।

তাঁর প্রয়াণ পরিণত বয়সে হলেও এই ইন্দ্রপতনে আমরা শোকস্তব্ধ, শোকাহত।

গৌতমেন্দু নন্দী, নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

কাঁটাতারের বেড়াজালে মিলনমেলার স্মৃতি

কাঁটাতারের দুই ধারে বাংলার বিচ্ছিন্ন স্বজনদের মিলনমেলা আজ অতীত। নিজেদের ভালো রাখতে এই মেলা আবার চাই।

অমিত দে

আমরা আরও একটা বাংলা নববর্ষে পা রেখেছি। উৎসবের এই আবহে অনিবার্যভাবেই উঠে আসে ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তের সেই 'হৃদয়ের মিলনমেলা'-র কথা, যা আজ কেবলই স্মৃতি। মাত্র কয়েক বছর আগেও এই বিশেষ দিনটিকে কেন্দ্র করে সীমান্তের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় এক অভূতপূর্ব আবেগঘন দৃশ্যের অবতারণা হত। যাঁদের বৈধ পাসপোর্ট বা ভিসা নেই, কিংবা যাতায়াতের আর্থিক সামর্থ্য নেই, তাঁরা অন্তত এই একটা দিন দূর থেকে নিজেদের প্রিয়জনদের দেখার সুযোগ পেতেন। কাঁটাতারের বেড়ার দু'পাশে অশ্রুসজল চোখে দাঁড়িয়ে থাকা নির্বাক মানুষদের সেই দৃশ্য আজও অনেকের মনে গেঁথে আছে। এই মেলা প্রমাণ করত, মানচিত্রের রেখা দিয়ে ভৌগোলিক বিভাজন সম্ভব হলেও মানুষের হৃদয়ের টানকে ভাগ করা যায় না।

এই মিলনমেলার ব্যাপ্তি ছিল সীমান্তজুড়ে। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার চাউলহাটি ও কুকুরজান অঞ্চল এবং ওপারে বাংলাদেশের পঞ্চগড়ের অমরখানা, ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর সংলগ্ন এলাকাগুলিতে পয়লা বৈশাখে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হতেন। একইভাবে দক্ষিণবঙ্গের পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্তেও এই মেলা ব্যাপক পরিচিতিলাভ করেছিল। এই মিলনমেলার নেপথ্যে কোনও সরকারি উদ্যোগ বা পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। দেশভাগের যন্ত্রণা এবং শিকড়ের টানে নব্বইয়ের দশকের দিকে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু মানুষ এই বিশেষ দিনটিতে সীমান্তে ভিড় জমাতে শুরু করেন। ধর্মনিরপেক্ষ ও অভিন্ন উৎসব হওয়ায় নববর্ষকেই তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন। কোভিড অতিমারির আগে পর্যন্ত টানা প্রায় এক দশক ধরে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর নজরদারির মধ্যেই এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেলাগুলিকে ঘিরে রাষ্ট্রীয় সীমারেখার মধ্যেও এক অদ্ভুত সাংস্কৃতিক ঐক্যের ছবি ফুটে উঠত। কাঁটাতারের এপার-ওপার থেকে মানুষ চিৎকার করে আত্মীয়দের নাম ধরে ডাকতেন। বহু পরিবার দেশভাগের ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও, এই দিনটি তাদের কাছে ছিল নাড়ির টান অনুভব করার শ্রেষ্ঠ সময়। চোখের জল আর হাসির মেলবন্ধনের পাশাপাশি চলত উপহারের আদানপ্রদান। প্রহরার মধ্যেই কাঁটাতারের ওপর দিয়ে ইলিশ মাছ বা ঠান্ডা পানীয় ছুড়ে দিতেন দুই পারের মানুষ। এই ছোট ছোট মুহূর্তগুলোই তৈরি করেছিল এক বৃহৎ মানবিক ইতিহাস। ভাষা, খাদ্যাভ্যাস ও ঐতিহ্যের যে আশ্চর্য মিল রয়েছে, তা এই মেলায় স্পষ্ট হয়ে উঠত। সাময়িকভাবে হলেও মানুষ ভুলে যেত সব রাজনৈতিক সীমানা।

কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হল, গত কয়েক বছর ধরে এই মিলনমেলাগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। মূলত সীমান্তে নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ, চোরাচালান এবং অবৈধ পারাপার রোধে প্রশাসনিক কড়াকড়ি বৃদ্ধি পাওয়ায় এই উৎসবের ওপর কোপ পড়ে। দুই দেশের প্রশাসনিক স্তরের নানা বিধিনিষেধ এবং রাজনৈতিক সংবেদনশীলতার কারণে সীমান্তে এত বড় জনসমাবেশকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বলে বিবেচনা করা শুরু হয়। এরপর আঘাত হানে কোভিড অতিমারি। ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে জনসমাগমের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলে এই মেলা বন্ধ হওয়ার প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হয়। সময়ের ফেরে দুই বাংলার মানুষের প্রাণের এই ঐতিহ্য আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এই মিলনমেলাগুলিকে পুনরায় চালু করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন। তবে তা অবশ্যই হতে হবে সুসংগঠিত এবং নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে। সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে এবং যাবতীয় নিরাপত্তা প্রোটোকল কঠোরভাবে মেনে এই মেলার আয়োজন করা যেতে পারে। দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে রেল যোগাযোগ, বাণিজ্য বা অন্যান্য কূটনৈতিক লেনদেন যতটা জরুরি, ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ হল শিকড়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই আত্মিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা।

(লেখক শিক্ষক ও অক্ষরকর্মী)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪২১

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। হঠাৎ হাওয়ার বেগ ৩। কুয়ো থেকে জল তোলার কপিকল ৪। হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ৫। এক ধরনের ঘুড়ি ৭। ধনুক থেকে যে অস্ত্র ছোড়া হয় ১০। শরীরের মধ্যভাগ, কোমর ১২। তর না সওয়া, তাড়াহুড়ো ১৪। নদী যেখানে সাগরে মেশে ১৫। অহংকারী ব্যক্তি ১৬। রত্ন ব্যবসায়ী।

উপর-নীচ : ১। যা দখলে বা অধিকারে আছে ২। চোখের প্রসাধন, কেউ কেউ বলে অঞ্জন ৩। কারও ওপর নির্ভরশীল না থাকা ৬। তারকাসুর বধের জন্য যে দেবতার জন্ম হয়েছিল ৮। কৌতুক বা মশকরা ৯। আড়ষ্টভাব দূর করতে গা মোড়া দেওয়া ১১। ব্যঙ্গ বা বিদ্রুপ সূচক মন্তব্য ১৩। রান্না করা নয়, কাঁচা তরকারি।

সমাধান ■ ৪৪২০

পাশাপাশি : ২। হঠযোগ ৫। সেবক ৬। কাকতালীয় ৮। গোঠ ৯। দার ১১। ছন্দপতন ১৩। পাগল ১৪। কাকাতুয়া।

উপর-নীচ : ১। সসেমিরা ২। হক ৩। যোটক ৪। পাথেয় ৬। কাঠ ৭। তাগর ৮। গোলাপ ৯। দান ১০। অমূলক ১১। ছটাক ১২। তরিকা ১৩। পায়া।

বিন্দুবিসর্গ

’২৬-এর ভোটযুদ্ধ

তিন হাজারি ‘তাস’ বিজেপির

প্রতীকহীন প্রচারে তৃণমূলের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : ভোটের সময় চড়া টোনে মিটিং, মিছিল হবে, এটাই স্বাভাবিক। সেই প্রচারের ঝড়ে দলীয় পতাকা, পোস্টার, ফেস্টুন ও ব্যানার থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়। সরাসরি বা সমাজমাধ্যমে প্রচার, সবেতেই এমন ছবিই ফুটে ওঠে। নজরে আসে প্রাকভোটের হুইস্পারিং। কিন্তু এর বাইরেও প্রচার চলে। দলীয় পতাকা, ব্যানারহীন সেই প্রচার অনেক বেশি নিবিড় এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে।

বিজেপির হয়ে ঠিক এমন কাজই করে আরএসএস এবং কয়েকটি শাখা সংগঠন। স্বয়ংসেবকরা যা করেন, তা ‘জাগরণ কর্মসূচি’। তৃণমূলের এমন কোনও ছায়া সংগঠন কোনওদিনই ছিল না। কিন্তু এবার প্রচারের ময়দানে হাজির ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ফ্যান ক্লাব’। আরএসএসের মতো সংগঠিত না হলেও, তৃণমূলের প্রমীলা বাহিনী ফ্যান ক্লাবের নামে বাড়ি বাড়ি প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। যা চোখ এড়াচ্ছে না অনেকের। তবে জোড়াফুল নারী বাহিনীর প্রচারে থাকছে না দলীয় পতাকা বা নিদেনপক্ষে প্রার্থীর নাম সংবলিত কোনও ব্যানার।

শোনা যাচ্ছে না সরাসরি তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার উগ্র আবেদনও। প্রচারের হাতিয়ার শুধু রাজ্য সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প। কৌশলে মহিলা ভোটব্যাংকের আবেগ ছুঁয়ে বকলমে তৃণমূলের ভোট নিশ্চিত করা। সেই কাজে তাঁরা দারুণভাবে সফল বলেও দাবি ফ্যান ক্লাব সদস্যাদের। ২০২৩ সালে ধূপগুড়ির বিধানসভা উপনির্বাচনের মুখে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে প্রচারের সুবাদেই এমন ভাবনার জন্ম বলে তৃণমূলের অন্দরের খবর। ধূপগুড়ি শহরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কয়েকজন তৃণমূল মহিলা কর্মী সম্মিলিতভাবে ওই সময় এমন উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁরা ফলও পেয়েছেন হাতেনাতে। উপনির্বাচনে ১৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে লিড মিলেছিল।

এরপরই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলে প্রথমে ওয়ার্ডের মহিলাদের শামিল করা হয়। পরবর্তীতে আশপাশের মহিলারাও যোগ দেন। ’২৬-এর নির্বাচনে

ফ্যান ক্লাব পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছে দলের হয়ে পরোক্ষ প্রচারে। ধূপগুড়ি লক্ষ্মী ভাণ্ডার ফ্যান ক্লাবের সম্পাদক রুমা দত্তের কথায়, ‘সাধারণ একজন গৃহবধূর কাছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিছক ভাতা নয়, বরং আত্মসম্মান। বিরোধীদের প্রতিশ্রুতি দিবাস্বপ্ন, কিন্তু লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কঠিন বাস্তব। আমরা নারীদের আত্মসম্মান দেওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারই চাই। প্রার্থী বা প্রতীকের ঊর্ধ্বে নারীর অহংকারই আমাদের প্রচারের বিষয়বস্তু।

প্রচারের জন্যও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রতীক তৈরি করেছেন ফ্যান ক্লাবের সদস্যারা। বাড়ি বাড়ি প্রচারে গৃহস্থালির কথাবার্তার পাশাপাশি মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বিশেষ গ্রিটিংস কার্ড। সরাসরি ভোটের কথা না বলেও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো ব্যক্তিগত মুনাফা দেওয়া প্রকল্পের লাভ সম্পর্কে মহিলাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া যাচ্ছে বলে জানাচ্ছেন ফ্যান ক্লাবের সদস্যারা। শুরু থেকে এই ফ্যান ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক তথা কর্মকাণ্ডের পরামর্শদাতা তৃণমূলের জেলা নেতা রাজেশকুমার সিং বলেন, ‘বিজেপির প্রতিশ্রুতির সামনে দাঁড়িয়ে মহিলারা বুঝছেন, স্বপ্নে অমৃতি খাওয়া থেকে বাস্তবের নকুলদানা অনেক ভালো। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে সামনে রেখে ফ্যান ক্লাবের সদস্যারা জাগরণের কাজ করছেন।’

বাড়ি বাড়ি মহিলা ভোটারদের আকর্ষণ করতে তৃণমূলের প্রমীলা বাহিনীর এহেন উদ্যোগকে অবশ্য গুরুত্ব দিতে চাইছেন না বিজেপি নেতারা। তাঁদের দাবি, বিজেপি সরকার গড়ার পর জুন মাস থেকেই মহিলাদের মাসিক ভাতা তিন হাজার টাকা হবে, এমন ঘোষণার পর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে আর আবেগ নেই ভোটারদের। বিজেপির জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক চন্দন দত্ত বলেন, ‘তৃণমূলি ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা আগে বলুন, দু’মাস পর থেকে বিজেপি সরকার যে মাসিক তিন হাজার টাকা দেবে, তা না নিয়ে ওঁরা মাসে দেড় হাজার টাকায় খুশি থাকবেন কি না? বাংলার মা-বোনেরা তৃণমূলের এইসব সস্তা ভাঁওতা আর খাচ্ছেন না। এসবে লাভ হবে না।’

ভোটের জয়-পরাজয়ের হিসেব এখনও ইভিএমে বন্দ হওয়া বাকি। তার আগে কেউই এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে রাজি নয়। তার প্রমাণ মিলছে ইস্যুর ভিড়ে। তাতে নতুন করে যুক্ত হচ্ছে তিন হাজার বনাম দেড় হাজারের লড়াই।

মদ-মাংসে ভোট টানার কৌশল

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৫ এপ্রিল : ভগৎপুর চা বাগানের ঝরিয়া ওরাওঁ কাজে করিৎকর্মা। পরিচালকদের আস্থাবানও বটে। তবে সন্ধে ঘনালেই বিপিনবাবুর কারণ সুধায় আসক্ত, টলমল পায়ে বাড়িতে ঢোকেন। বন্ধ রেডব্যাংক চা বাগানের সোমরা কেরকেট্টার বাড়িতে দারিদ্র্য অন্তহীন। স্ত্রী অসুস্থ হয়ে বেশ কিছুদিন ধরে হাসপাতালে। সে সব অবশ্য মনে রাখেন না। মনে রাখতে না চাওয়ায় নাকি নেশায় আসক্ত। কারণ যাই হোক, প্রতিদিন রঙিন পানীয় তাঁর চাই-ই। এমনই ভোটাররা যেন হাতের লক্ষ্মী রাজনৈতিক দলগুলির। কোথাও রীতিমতো শিবির করে মদ-মাংসের ঢালাও আয়োজন, কোথাও আবার হোম ডেলিভারি। ভোটের দিন ডুয়ার্সের চা বাগানে এমন দৃশ্য কয়েক দশক ধরেই পরিচিত। নির্বাচন কমিশনের কড়াকড়িতে পরিস্থিতির একটু পরিবর্তন ঘটলেও, বন্ধ হয়নি সম্পূর্ণভাবে।

এবারের নির্বাচনেও ফ্রিতে সুরা পানের অমোঘ আকর্ষণ যে তাড়া করে বেড়াবে বহু বাগানের ভোটারকে, তা নিয়ে তেমন সংশয় নেই কারও। এই ট্র্যাডিশনের জন্য সামাজিক সংগঠনগুলির কতরি দায় চাপিয়ে দিচ্ছেন নেতাদের ওপর। নেতারা আবার অন্তত প্রকাশ্যে দায় স্বীকার করতে নারাজ।

মদ-মাংসের মৌতাতে ভোট টানার কৌশল রাজনৈতিক দলগুলি কবে ত্যাগ করবে, তা নিয়ে অবশ্য কারও মাথাব্যথা নেই। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভোটের বাকি আরও কয়েকদিন থাকলেও, এখন থেকেই মাংস বিক্রেতাদের কাছে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্ডার জমা পড়ছে। ব্রয়লার মুরগির মাংসের দাম কম হওয়ায় সেটাই অটোমেটিক চয়েস। কোথাও আবার লোকাল খাসি, পাঁঠার ব্যবস্থার তোড়জোড়ও শুরু হয়েছে বলে খবর।

দীর্ঘদিন ধরেই সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সমাজকর্মী তেজকুমার টোপ্পো মনে করেন, ‘শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবেই চা বাগানের ভোটাররা ভোটের দিনের মদের অপসংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না। এর সুফল নিচ্ছেন সব দলের নেতারাই। চা বাগানের ভোটারদের একাংশকে মদ-মাংসের অভ্যাস করিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাল আমলে পরিস্থিতির কিছুটা বদল ঘটলেও, পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি। তা করতে হলে সচেতনতা বাড়ানো ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই। এগিয়ে আসতে হবে মানুষকেই।’ তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি ও শাসকদলের নাগরাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সঞ্জয় কুজুরের দাবি, ‘তৃণমূল এসব অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে। এই প্রথা সিপিএমের আমলের তৈরি। আমাদের আমলেই বন্ধ হয়েছে। ভোটের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের কাউকে মদ-মাংসের প্রলোভন দেওয়ার দরকার নেই। প্রতিটি শ্রমিকের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে বাগান এখন এসব থেকে মুক্ত।’

বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সহ সভাপতি মনোজ ভুজেলের কথায়, ‘সিপিএম ও তৃণমূল, একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। ওদের মদতেই চা বাগানে মদ সংস্কৃতির বাড়বাড়ন্ত। আমরা দেশ গড়ার কথা বলি। মদ খাইয়ে ভোট আদায় বিজেপির লক্ষ্য নয়। তবে দুঃখের হলেও সত্যি কিছু শতাংশ ভোটারকে কেউ বা কারা এখনও এসবের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে। এর বিরুদ্ধেই আমাদের আন্দোলন।’

সিপিএমের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রামলাল মুর্মু বলছেন, ‘আমাদের সময়ে এমন ট্র্যাডিশন ছিল না। গত কয়েক বছর ধরে চা বাগানে ভোটের দিন এসবের বাড়বাড়ন্ত দেখা যাচ্ছে। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সমস্ত দলকে এই প্রথা বন্ধ করার দায়িত্ব নিতে হবে।’ পুলিশ-প্রশাসনের বক্তব্য, ভোটের সময় মদ বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকে। রাস্তায় থাকে নাকা চেকিং। অবৈধভাবে মদ পরিবহণ করা হচ্ছে, এমন গাড়ি ধরা পড়লেই তা বাজেয়াপ্ত করা সহ মামলা রুজু করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে কড়া ব্যবস্থাও নেওয়া হয়।

রোগীর ভিড় সামলে প্রচারে

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : ভোট বড় বালাই! নির্বাচনি আবহে শহর থেকে শুরু করে মফসসল সর্বত্রই, বহুল প্রচলিত এই প্রবাদের প্রতিচ্ছবি নজরে আসছে। কোথাও ভোট প্রচারে বেরিয়ে গেরস্তের হেঁশেলে ঢুকে রাজনৈতিক দলের প্রার্থী রান্না করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন, আবার কোথাও ভোটারদের মন পেতে প্রার্থীরা চা শ্রমিকদের সঙ্গে বসে পাতপেড়ে খাচ্ছেন।

তবে, শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনের এসইউসিআই প্রার্থী শাহরিয়ার আলম উলটো স্রোতে গা ভাসিয়েছেন। প্রার্থী হিসেবে ভোট প্রচারের ময়দানে ঝাঁপালেও ডাক্তার হিসাবে নিজের দায়িত্ব ভোলেননি এতটুকু। এখনও তিনি নিয়ম করে চেম্বারে বসছেন। গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে একের পর এক রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে চলেছেন। তাঁর কথায়, ‘আমজনতাকে পরিষেবার প্রতিশ্রুতি দিতে গিয়ে নিজের দায়িত্ববোধ ভুলে যাব, এটা হতে পারে না। সেক্ষেত্রে ভোট প্রচারের চেয়ে রোগীদের পরিষেবা দেওয়াটাই আমার মূল লক্ষ্য।’

পেশায় চিকিৎসক শাহরিয়ার আলমের জন্ম গঙ্গার ওপারে, মুর্শিদাবাদে। তাঁর স্কুল জীবন কেটেছে উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরে। পরবর্তীকালে ডাক্তারি পড়ার সুবাদে তিনি শিলিগুড়ি চলে আসেন। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা শেষে সেখানেই চাকরি জীবনের শুরু। সেইসঙ্গে শিলিগুড়ির মাটিতেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি হয়। এসইউসিআই-এর ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও, পরবর্তীতে দলের পূর্ণ সময়ের সদস্য হিসেবে পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন। সেইসঙ্গে সমাজসেবার কাজেও জড়িয়ে পড়েন। ২০২০ সালে তিনি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ছেড়ে দেন। এরপর শিলিগুড়ির সুভাষপল্লি এলাকায় অলাভজনক সংস্থার অধীনে চেম্বার খুলে বসেন। ১০০ টাকার বিনিময়ে সেখানে সপ্তাহে তিনদিন রোগীদের পরিষেবা দিয়ে চলেছেন। এছাড়া সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার জন্য একটি নার্সিংহোমে মেডিকেল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাকি সময় দলের কাজে ব্যয় করেন। দলের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে ২০২৪ সালে প্রথমবার প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনি লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছিলেন। লোকসভা নির্বাচনে সেবার তিনি ১৭০০ ভোট পান। তবে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। সেবার পরাজিত হলেও তিনি হাল ছাড়েননি। দলের তরফে টিকিট পেয়ে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছেন। আর পাঁচজন প্রার্থীর মতো তিনিও জয়ের স্বপ্ন দেখছেন। যদিও চিকিৎসকের দায়িত্ব ভুলে শুধু ভোটের প্রচারে গা ভাসাতে নারাজ। তাঁর কথায়, ‘আগে মানুষের সেবা, তারপর ভোটের প্রচার।’

আচ পাঁচটা রাজনৈতিক দলের মতো এসইউসিআই-এর তরফেও প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার চলছে। তবে খোদ প্রার্থী অবশ্য সবসময় প্রচারে থাকতে পারছেন না। রোগী দেখে বাকি সময় তিনি দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ে প্রচারে বের হচ্ছেন। প্রচার বলতে মূলত ছোট ছোট পথসভাতেই জোর দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া এলাকাভিত্তিক মিছিল করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে হাটে-বাজারে গিয়েও প্রচার চালানো হচ্ছে। আমজনতার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে লিফলেট। প্রচারের ফাঁকেই চলছে অর্থ সংগ্রহের কাজ। শাহরিয়ারের কথায়, ‘দল বিত্তশালী নয়। দলের কর্মীরা মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক পরিবারের সদস্য। তাই ভোটের খরচ তুলতে মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেকেই সাধ্যমতো সাহায্য করছেন। সেই অর্থেই আমরা ভোট প্রচারের কাজ সারছি। একটি পয়সাও যাতে অপচয় না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। তবে, টর্চের আলো জ্বালাতে অবশ্য কোনও কসুর রাখা হচ্ছে না।’

ভোট প্রচারে বেরিয়ে শাহরিয়ার আলম শিলিগুড়ির একাধিক সমস্যার কথা আমজনতার সামনে তুলে ধরছেন। সেইসঙ্গে তৃণমূল ও বিজেপিকেও একহাত নিয়ে জোর প্রচার চালাচ্ছেন। তিনি বলেন, ‘নির্বাচনি লড়াইয়ে শামিল হয়েছি। তবে জয় বা পরাজয় গৌণ বিষয়। মানুষের হয়ে দাবি আদায়ের লড়াইটা জারি থাকবে।’

প্রার্থীর রোজনামচা

বঙ্গের ভোটরঙ্গ

প্রার্থীর অঙ্করমহল্লে

ছোট থেকেই মাথায় ছিল বড় বড় চুল। পাড়ার পচাদাদু সেই বড় চুলের হিপিদের সঙ্গে সাযুজ্যের জন্য নাম দিয়েছিলেন হিপ্পি। সেই চুল অবশ্য আজ আর নেই। নামটা থেকে গিয়েছে। মাত্র আড়াই বছর বয়সে পিতৃহারা। চার ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ভাইয়ের উপরে বাকি সবারই টানটা বোধহয় তাই বেশি। অভিজিতের কথায়, ‘এখনও ওদের শাসনে থাকতে ভালো লাগে।’

মাথার চুল বড় থাকায় দুষ্টু ছেলেটাই হিপ্পি

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১৫ এপ্রিল : ভালো নাম অভিজিৎ দে ভৌমিক হলেও ডাকনামেই তাঁকে চেনেন বেশিরভাগ লোক। ছোট থেকেই মাথায় ছিল বড় বড় চুল। পাড়ার পচাদাদু সেই বড় চুলের হিপিদের সঙ্গে সাযুজ্যের জন্য নাম দিয়েছিলেন হিপ্পি। সেই চুল অবশ্য আজ আর নেই। কিন্তু নামটা থেকে গিয়েছে। বললেন তাঁর বড়দি অঞ্জনা দে ভৌমিক। মাত্র আড়াই বছর বয়সে পিতৃহারা। চার ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ভাইয়ের উপরে বাকি সবারই টানটা বোধহয় তাই একটু বেশিই। ছোট থেকেই তিনজন চাইতেন ভাইকে আগলে রাখতে। সে আগলে রাখা স্বভাব এখনও থেকে গিয়েছে তাঁদের সবার। অভিজিতের কথায়, ‘এখনও ওদের শাসনে থাকতে ভালো লাগে।’

কলেজ জীবন থেকে রাজনীতির ময়দানে তিন দশকের বেশি সময় ধরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন অভিজিৎ। ছাত্র পরিষদের হাত ধরে রাজনৈতিক জীবন শুরু হলেও ২০১৪ সালে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন তিনি। পরবর্তীতে তৃণমূলের জেলা সভাপতি। বর্তমানে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ রাজনৈতিক খোলসের বাইরে ভেতরের মানুষটা ঠিক কেমন? ছোটবেলা থেকেই দুষ্টু ছিল। ভালোবাসতেন ফুটবল খেলতে, রাজনীতিতে না এলে শিক্ষকতা করার ইচ্ছে ছিল। একবাক্যে স্বীকার করলেন তাঁর দাদা-দিদিরা। বড়দির বাড়িতে একবার টিভি চুরি গিয়েছিল। তা নিয়ে তুলকালাম হয়ে যায়। পরে সেই টিভি পাওয়া গেল ভাশুরের ঘর থেকে। আসলে ওই ঘরে টিভি তুলে নিয়ে সরিয়ে রেখে এসেছিল স্বয়ং হিপ্পি। আর একবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াকালীন বাঁশের কঞ্চি নিয়ে খেলতে গিয়ে বন্ধুর চোখের ভেতরে প্রায় ঢুকে যাওয়ার

অভিজিৎ দে ভৌমিক যখন ছাত্রনেতা।

জোগাড়। তারপর ডাক্তার হাসপাতাল। সেই কিছু কিছু দুষ্টু বুদ্ধিগুলো এখনও যায়নি তাঁর।

ছোট থেকেই নাকি অনুসন্ধিৎসু মন। কোনও কিছুর খোঁজ একবার শুরু হলে সেটা শেষ না করে নিশ্চিন্ত হত না। শিকড়ের প্রতি টানটা বড্ড বেশি। তাই ছোট থেকেই ভালোবাসতেন অতীতকে খুঁজতে। বাবা কোথায় যেতেন কার সঙ্গে গল্প করতেন? ঠাকুমা কোথায় বেড়াতে ভালোবাসতেন? সেই সব জায়গা ঘুরে দেখতেন তিনি। বাবার কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে এখনও আবেগে ভেসে যান অভিজিৎ। মামাবাড়ি হোক বা পিসির বাড়ি, সবার সঙ্গে বেঁধে থাকতে ভালোবাসেন। রাজনীতির ময়দানে প্রবেশ কিন্তু ছোড়দি রঞ্জনা দে ভৌমিকের হাত ধরেই। তাঁর কাছ থেকেই জানা গেল, ভালো ফুটবল খেলতেন তাঁর ভাই। একবার বিপক্ষ দলের একজনের পায়ের নখ দিয়ে পা কেটে গিয়ে টিটেনাস হয়ে গিয়েছিল। অনেক চিকিৎসার পরে তারপর সুস্থ হয়। সেই ফুটবলের প্রতি টানটা এখনও যায়নি। যায়নি শিশুসুলভ ভাবটা। ফুটবল দেখলেই এখনও লাথি মারতে ইচ্ছা করে, হেসে বলেন অভিজিৎ।

মায়ের ইচ্ছে ছিল ছেলে ডাক্তার হোক। সমর্থন না থাকায় সায়েন্স পড়া হয়নি। রাজনীতিতে না এলে কী করতেন? প্রশ্নের উত্তরে অভিজিতের স্পষ্ট উচ্চারণ, ‘শিক্ষকতা করতাম।’ কিন্তু ছোট থেকেই ডিবেট আর সুবক্তা হিসেবে নাম থাকায় মাস্টারমশাইয়ের কথা মতন ল’পড়তে চলে যান জলপাইগুড়ি। মায়ের থেকে পেয়েছেন লড়াকু মানসিকতা আর পরোপকার করার ইচ্ছা। রাজনীতির বাইরে অত্যন্ত ঘরোয়া মানুষ সে, বললেন তার মামাতো ভাই সম্রাট কুণ্ডু। জানালেন, ছোট থেকেই চঞ্চল ছটফটে স্বভাব, আড্ডা দিতে ভালোবাসলেও এখন খুব একটা সময় হয় না। তবে স্কুল ও কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ এখনও রয়ে গিয়েছে। তবে সময় না পেলেও বন্ধু দেখলেই সেখানে বসে যায়। ছোটবেলার সেই চঞ্চল স্বভাবটা রয়ে গিয়েছে।

প্রচারের ফাঁকে পান্তার স্বাদে মজে ইউসুফ পাঠান। বুধবার পুরাতন মালদায়।

পৃথিবীর পাঠশালা

ঘাম দিয়ে মৃত্যুর মহামারি

টিউডর আমলের ইংল্যান্ডে এক অদ্ভুত এবং মারাত্মক মহামারি হানা দিয়েছিল। এর নাম ছিল ঘামের রোগ। আক্রান্ত ব্যক্তি হঠাৎ করেই প্রবল জ্বরে পড়ত এবং তার শরীর থেকে প্রচুর ঘাম বের হতে শুরু করত। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সুস্থ সবল মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত। এই রোগটি যত দ্রুত এসেছিল, তত দ্রুতই আবার উধাও হয়ে যায়। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান আজও নিশ্চিত হতে পারেনি এই রোগের আসল কারণ কী ছিল। এটি কি কোনও ভাইরাস নাকি অন্য কিছু, তা নিয়ে বিতর্ক আজও চলছে।

কে ছড়াত অদ্ভুত বার্তা

আশির দশক থেকে আমেরিকার বিভিন্ন শহরের ব্যস্ত রাস্তায় হঠাৎ করেই অদ্ভুত সব টাইলস দেখা যেতে শুরু করে। এই টাইলসগুলো পিচের রাস্তার সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকত যা সহজে তোলা যেত না। টাইলসের গায়ে লেখা থাকত অদ্ভুত কিছু বার্তা, যেখানে মৃত মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা বা মহাকাশযাত্রার কথা বলা হত। কেউ কখনও কাউকে এই টাইলস বসাতে দেখেনি। অনেকে ধারণা করেন এটি কোনও পাগল শিল্পীর কাজ বা কোনও গুপ্ত সংগঠনের গোপন বার্তা। আজও এই টাইলসগুলো আমেরিকার রাস্তায় এক বড় রহস্য।

স্কটল্যান্ডের গা ছমছমে রহস্য

স্কটল্যান্ডের এক দুর্গম দ্বীপের লাইটহাউস থেকে একসঙ্গে তিনজন পাহারাদার হঠাৎ উধাও হয়ে যান। উদ্ধারকারী দল গিয়ে দেখে লাইটহাউসের দরজা বন্ধ, ঘড়ি থেমে আছে এবং টেবিলে অর্ধেক খাওয়া খাবার পড়ে আছে। কোনও ধস্তাধস্তির চিহ্ন নেই। তাঁরা কোথায় গেলেন তা আজও কেউ জানে না। কেউ বলেন বিশাল কোনও ঢেউ তাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে, আবার কেউ বলেন সামুদ্রিক দানব বা ভিনগ্রহীদের কাজ। তিনজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের এমন হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার ঘটনা আজও নাবিকদের মুখে মুখে ঘোরে।

রহস্যময় কোডের খোঁজে

বিশ্ব ইন্টারনেটের দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় রহস্যের নাম সিকাদা তেত্রিশ শূন্য এক। কয়েক বছর আগে ইন্টারনেটে হঠাৎ একটি ছবি প্রকাশ পায়, যার ভেতরে লুকিয়ে ছিল জটিল সব ধাঁধা। এই ধাঁধার সমাধান করতে গিয়ে কোড ব্রেকারদের প্রাচীন সাহিত্য, ক্রিপ্টোগ্রাফি এবং বিশ্বের বিভিন্ন শহরের রাস্তায় লুকিয়ে থাকা সংকেত খুঁজতে হয়েছিল। যাঁরা শেষপর্যন্ত পৌঁছেছিলেন, তাঁরা আজও মুখ খোলেননি। ধারণা করা হয়, এটি কোনও বুদ্ধিমান হ্যাকার দল বা গুপ্তচর সংস্থার কর্মী নিয়োগের এক অভিনব এবং গোপন প্রক্রিয়া ছিল।

আজ সেলিমের সভা

ইসলামপুর, ১৫ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার ইসলামপুরে প্রার্থীর সমর্থনে সভা করতে আসছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। ইসলামপুর পুর টার্মিনাসের সামনে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন দলের ইসলামপুর নির্বাচনি কমিটির আহ্বায়ক বিকাশ দাস। বিকাশ বলেন, 'বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টের সময় রাজ্য সম্পাদক টার্মিনাসের সামনে পথসভা করবেন। তারপরে তিনি শিলিগুড়ি চলে যাবেন। সেখানেও তাঁর প্রচার কর্মসূচি রয়েছে।'

গোর্খাদের বিরুদ্ধে

তিনের পাতার পর

সেই মতো লেবং স্টেডিয়ামে বুধবার সমস্ত প্রস্তুতি সারা হয়েছিল। পাহাড়, সমতল থেকে নেতা-নেত্রীদের পাশাপাশি দলের কর্মী-সমর্থকরাও ভিড় জমিয়েছিলেন। অমিত কিন্তু পাহাড়ে ওঠেননি। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট দাবি করেছেন, আবহাওয়া খারাপ থাকায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হেলিকপ্টার দার্জিলিংয়ে যেতে পারেনি। মালদায় জনসভা করার পর সেখান থেকেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দার্জিলিংয়ের জনসভায় উপস্থিত মানুষকে উদ্দেশ্য করে ভার্চুয়ালি পাঁচ মিনিট ভাষণ দেন। দার্জিলিংয়ে যেতে না পারায় তিনি সেখানকার মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন।

বক্তব্যের শুরুতেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ২১ এপ্রিল সুকনায় জনসভা করবেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর পরেই তিনি বলেন, 'আমি কোনও লম্বাচওড়া ভাষণ দেব না। তবে, এটা নিশ্চিত যে বাংলায় বিজেপির নেতৃত্বে সরকার হচ্ছে। বাংলায় নতুন সরকার হওয়ার পরেই বাংলায় সিন্ডিকেটরাজ, গুন্ডারাজের অবসান হবে।' এর পরেই তিনি মূল বক্তব্যে আসেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'বিজেপির নেতৃত্বে সরকার গঠনের পরেই পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।' পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান এখনও অধরা থাকার দায় শা রাজ্য সরকারের ওপরেই চাপিয়ে দিয়েছেন। তিনি এদিন বলেছেন, 'আন্দোলনের সময় গোর্খা ভাইবোনদের ওপরে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সরকার প্রচুর মামলা করেছে। একটা সময় বামফ্রন্টও এই কাজ করেছিল। বিজেপি ক্ষমতায় এলে সেই সমস্ত রাজনৈতিক মামলা তুলে নেওয়া হবে।' ২১ এপ্রিল সুকনায় জনসভা থেকে পাহাড়ের জন্য আরও বেশ কিছু ঘোষণা করবেন বলে ভার্চুয়াল ভাষণে এদিন শা দাবি করেন।

তবে শা'র বক্তব্য এবং দার্জিলিংয়ে না আসা নিয়ে পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) কটাক্ষ করেছে। বিজিপিএমের সভাপতি অনীত থাপা বলেন, 'ভোট এলেই বিজেপির পাহাড় সমস্যা মেটানোর কথা মনে পড়ে। বুধবারও অমিত শা পাহাড় সমস্যা মেটানোর কথাই বলেছেন। তবে, এর আগের দু'বারের মতোই এবারও তিনি দার্জিলিংয়ে না এসে ভার্চুয়াল ভাষণ দিয়েছেন। অথচ এদিন পাহাড়ের যে ঝলমলে আবহাওয়া ছিল তাতে হেলিকপ্টার ওড়ার কোনও সমস্যাই ছিল না।' লেবং স্টেডিয়ামের সভায় রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা তেজস্বী সূর্য সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এসআইআর-এর গুঁতোয় হাওয়া ঘুরছে

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা এককেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। এককে বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া এককেরকম। আজ নজরে মোথাবাড়ি

ভোটের অঙ্ক

সেনাউল হক

মোথাবাড়ি, ১৫ এপ্রিল : মোথাবাড়ি বিধানসভার শেষ প্রান্তে পাগলা ঘাট। জেলেরা গঙ্গা থেকে রাতভর মাছ ধরেন। সকালবেলায় কেনাবেচা করা হয় এখান থেকেই। বেলা গড়াতে না গড়াতে শুনসান। সেখানেই দুপুর নাগাদ বাঁশের মাচায় কয়েকজন জেলে গল্প জমিয়েছেন। মাছ বিক্রির হিসেবপাতি শেষে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা। ভোট এগিয়ে এলে যা হয়, আর কী।

সুদেব সাহা নামে এক জেলের কথায়, 'ঘাটের কথা কেউ ভেবেছে আজ অবধি? গঙ্গার ঘাটের কোন উন্নয়নটা হয়েছে? প্রতিদিন এখানে আমাদের আসতে হয়। মাছ কেনার জন্য শয়ে-শয়ে লোকজন আসে। কোনও পরিকাঠামো নেই। একটা শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাতে আর এখন ঢোকা যাচ্ছে না, এত নোংরা।'

পাগলা ঘাটেই নৌকার ওপরে বসেছিলেন পঞ্চানন্দপুরের নৌকার মাঝি রমজান আলি। হালচাল জিজ্ঞেস করতেই একবুক হতাশা নিয়ে বলে উঠলেন, 'গরিবের আর ভালোমন্দ। পঞ্চানন্দপুরে প্রতিবছর গঙ্গার ভাঙন লেগেই রয়েছে। হাজার হাজার মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। স্থায়ী সমাধান আজও হয়নি। পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করা হয়নি।'

বাবলা থেকে গীতা মোড়ের দিকে এগোলে রাজ্য সড়কের দু'ধারে দেখা যাবে ছোট ছোট কুঁড়েঘর। এগুলিই ভাঙন-দুর্গতদের ঘরবাড়ি। ঘরবাড়ি সব গিয়েছে নদীর পেটে। তাঁরা উঠে এসেছেন রাস্তার ধারে। উৎখাত করার চেষ্টা হয়েছে অনেক। মাটি কামড়ে পড়ে থেকে পুনর্বাসনের দিন গুনছেন তাঁরা।

পাগলা ঘাট থেকে পূর্বদিকে বাঁধ ধরে এক কিলোমিটার এগোলে ডানদিকে সুলতান টোলা। তার পাশে রামলাল টোলা গ্রাম। দুটি গ্রামই বাঁধ দিয়ে ঘেরা, সেই বাঁধের ওপর লাঠি হাতে বসেছিলেন অমল মণ্ডল। ৮০ বছর ছুঁইছুঁই বয়স। চশমার ঝাপসা কাচ মুছে নিয়ে তাকালেন গঙ্গার দিকে। বললেন, 'একসময় এই পাগলা ঘাট বিখ্যাত ছিল। আশপাশে ছিল বিশাল জনবসতি। আর ওই ঘাট এলাকায় ছিল প্রচুর দোকানপাট। বিহার, ঝাড়খণ্ড সহ মালদা জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে এখানেই বাজারহাট করতে আসতেন লোকজন। আজ গঙ্গার প্রবল ভাঙনে সেই পাগলা ঘাটের দৈন্যদশা দেখুন।' ভিটেমাটি হারিয়ে এখান থেকে অনেকেই চলে গিয়েছেন ঝাড়খণ্ডে।

সমস্যা আরও আছে। উত্তর লক্ষ্মীপুর সুকরুদ্দিটোলার বাসিন্দা সেজাউল আলির অভিযোগ, 'এলাকাতে পরিস্রুত পানীয় জল পাওয়া যাচ্ছে না। দু'দিন জল আসে, দশদিন আসে না। এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের ট্যাংক বানানো হয়েছে। কিন্তু নিয়মিত জল ছাড়া হচ্ছে না।' পানীয় জলের একই সমস্যা দামোদরটোলাতেও। আর রাজনগরে সেই সমস্যা তীব্র। স্থানীয় হামিদ শেখের খেদোক্তি, 'আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল বেশিরভাগ সময়ই পাওয়া যাচ্ছে না। পাইপ রয়েছে, কিন্তু জলের স্পিড কম থাকায় অনেক জায়গাতে জল পৌঁছাচ্ছে না। তাই গ্রামের মানুষকে বহুদূর গিয়ে জল নিয়ে আসতে হচ্ছে।'

হামিদপুরে বেহাল রাস্তার পাশাপাশি চিন্তা বাড়ায় সাপের উপদ্রব। কয়েশ আলি বলছিলেন, 'একবার বিষধর সাপ ছোবল দিলে আর পরিত্রাণ নেই। হাসপাতাল অনেক দূরে। নিয়ে যেতে যেতে অনেকের মৃত্যু হয়। গ্রামের উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে অ্যান্টিভেনাম রাখার কথা। কিন্তু তা আর বাস্তবে হয় না।' মোথাবাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির পরিকাঠামো পর্যাপ্ত নয়। আশপাশে কোনও সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল নেই। ভরসা সেই মালদা মেডিকেল।

আর এইসব সমস্যা থাকার পর গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো চেপে বসেছে ভোট হারানোর যন্ত্রণা, আর বিচারপতিদের আটকে রাখার ঘটনার পর থেকে এনআইএ ও পুলিশের চোটপাট। এসবের জেরে চৌরঙ্গি এলাকা চুপচাপ হয়ে গিয়েছে। আগের মতো আর রাত অবধি নয়, সন্ধ্যা নামতেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দোকানপাট। আর কয়েকদিন পরেই ভোট। চৌরঙ্গি এলাকা দিয়ে এদিক-সেদিক গ্রামের মধ্যে ঢুকছে রাজনৈতিক দলগুলির গাড়ি। কিন্তু নেতারা চৌরঙ্গিতে দাঁড়াচ্ছেন না। একদা জমজমাট চৌরঙ্গিতে এখন আর ভোটের আড্ডা বসছে না। খালি চোখে পড়ে সেই মোথাবাড়ির বিডিও অফিসের সামনে কড়া পাহারা আর কানে আসে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভারী বুটের শব্দ।

মোথাবাড়ির পাগলাঘাট। -সংবাদচিত্র

লাগাতার ধরপাকড়ে কোথাও যেন ভোট-উৎসবের মেজাজটাই চাপা পড়ে গিয়েছে। নির্বাচনের মুখে গ্রেপ্তারির ভয়ের চোটে অনেকেই চলে যাচ্ছেন এলাকা ছেড়ে। সেই রাতে মোথাবাড়িতে যে আন্দোলনটা হয়েছিল তাতে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশই ছিলেন মুসলিম। কারণ এখানে নাম বাদ গিয়েছে যাঁদের, আর যাঁদের নাম বিচারাধীন, তাঁরাও তো প্রায় সকলেই মুসলিম। এই কেন্দ্র থেকে গত বিধানসভা নির্বাচনে সাবিনা ইয়াসমিন জয়ী হয়েছিলেন প্রায় ৫৬ হাজার ভোটের মার্জিনে। এবার সাবিনা টিকিট পেয়েছেন প্রতিবেশী কেন্দ্র সুজাপুর থেকে। মোথাবাড়ির তৃণমূল প্রার্থী নজরুল ইসলাম। তৃণমূল হিসেব কষছে, নাম বাদ যাওয়ার পর এখন মুসলিম ভোটব্যাংকের আর কতটুকু অবশিষ্ট রইল। ভোটের সমীকরণ বদলে দিয়েছে এসআইআর। নাম বাদ পড়েছে প্রায় ৫০ হাজার ভোটারের। হিন্দু ভোটের ভরসায় রয়েছেন বিজেপির প্রার্থী নিবারণ ঘোষ। আর মুসলিম ভোট ভাগ হয়ে যাবে কংগ্রেসের সায়েম চৌধুরী, তৃণমূলের নজরুল ইসলাম ও বিভিন্ন দলের মধ্যে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে হেঁটে পদযাত্রা শেষে গাড়িতে

তিনের পাতার পর

সেইমতো নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই শতাধিক বাসে করে মহকুমার বিভিন্ন চা বাগান থেকে শ্রমিকদের নিয়ে এসে মাল্লাগুড়িতে নামানো হয়। সেখানে কোনও শৌচালয়, পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে গিয়ে হয়রান হয়ে পড়েন শ্রমিকরা। পরে দল বেঁধে শ্রমিকরা মৈনাক ট্যুরিজম প্রপার্টিতে ঢুকে পড়েন। সেখানেই তাঁরা শৌচালয় ব্যবহার করেন এবং গাছের নীচে আশ্রয় নেন। পরে সেখানেই তাঁদের টিফিন দেওয়া হয়।

ইসলামপুরে সভা শেষ করে মমতা হেলিকপ্টারে চাঁদমণির মাঠে নামেন। সেখান থেকে সড়কপথে শিলিগুড়ির জংশন সংলগ্ন এলাকার পদযাত্রার সূচনাস্থলে পৌঁছান। ঘড়ির কাঁটায় তখন বিকেল ৩.৫৮ মিনিট। সময় নষ্ট না করে হাঁটা শুরু করেন তৃণমূল নেত্রী। তিনি এমনভাবে হাঁটছিলেন যে বাকিদের কার্যত দৌড়াতে হচ্ছিল। নিরাপত্তারক্ষী, পুলিশও সামনের অংশে থাকা অফিশিয়াল, সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি, পুলিশের আধিকারিকদের দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার জন্য পিছন থেকে ঠেলতে শুরু করেন। গুরুংবস্তি মোড় থেকে কার্যত ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁটা শুরু করেন মমতা। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়ানো মানুষজনকে হাতজোড় করে অভিবাদন জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মিনিটে মিনিটে হাতে থাকা ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন। বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, কত তাড়াতাড়ি এই পদযাত্রা শেষ করে হেলিকপ্টারে চালসায় উড়ে যাবেন, সেই জন্য ব্যাকুল ছিলেন তৃণমূল নেত্রী।

তাঁর সঙ্গে গৌতম দেব ছাড়াও মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়ার দুই প্রার্থী শংকর মালাকার ও রিনা টোপ্পো এক্কা একই লাইনে হাঁটছিলেন। কিন্তু কখনো-কখনো বাকিদের চেয়ে মমতা একটু এগিয়ে যাচ্ছিলেন। দু'পাশে কেউ নেই দেখে পিছন থেকে গৌতমকে ডেকে নিতেও দেখা গেল তাঁকে।

তিনি কখনও হাসিমুখে রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষকে অভিবাদন জানিয়েছেন, আবার আচমকাই তাঁর চোখেমুখে চিন্তার ভাঁজও লক্ষ করা গিয়েছে। পদযাত্রা চলাকালীনই আকাশ কিছুটা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আসায় মমতা সম্ভবত হেলিকপ্টারে চালসায় পৌঁছানো নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পদযাত্রায় সামনের দিকে এগোতে এগোতে তিনি মাঝেমধ্যে নিরাপত্তারক্ষীদের লক্ষ করে সামনের লোকজনকে আরও দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করার নির্দেশও দিয়েছেন। তবে, শিশুদের দেখে এগিয়ে যাওয়া, কোলে তুলে নেওয়া, দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলার যে চেনা ছবি মমতার দেখা যায়, সেটা এদিনের পদযাত্রায় দেখা গেল না। সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে ক্ষণিকের জন্য দাঁড়িয়ে পড়েন মমতা। তাঁকে ওই ভবনের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়তে দেখা যায়।

বিকেল ৪.২৫ মিনিট নাগাদ পদযাত্রা হাসমি চকে পৌঁছায়। পথসভা হওয়া নিশ্চিত না থাকায় মঞ্চ বাঁধা হয়নি। তবে, ইচ্ছা হলে যাতে মমতা রাস্তায় দাঁড়িয়েই বক্তব্য রাখতে পারেন সেইজন্য পুলিশ কিছুটা জায়গা কর্ডন করে রেখেছিল। কিন্তু পদযাত্রা শেষ করেই গাড়িতে উঠে পড়েন মমতা। গাড়ি থেকেই গৌতমকে লক্ষ্য করে ভিকট্রি চিহ্ন দেখিয়ে মাথা নাড়েন, যা দেখে খুশির হাসি গৌতমের মুখে। মুহূর্তের মধ্যে মমতার গাড়ি হাসমি চক থেকে ফ্লাইওভারের দিকে এগিয়ে যায়। ৪.৪০ মিনিটে মমতা হিন্দি হাইস্কুলের অস্থায়ী হেলিপ্যাড থেকে চালসায় উড়ে যান।

বর্ষবরণ।। *শান্তিনিকেতনের উপাসনা গৃহে বিশেষ প্রার্থনা। -পিটিআই*

নববর্ষের মেলা

চোপড়া, ১৫ এপ্রিল : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া বাবুগছের হুসেনদিঘির পাড়ে জমজমাট নববর্ষের মেলা বসেছে। বিশাল দিঘিকে ঘিরে বসেছে খেলনার দোকান। রয়েছে জিলিপি সহ নানা রকমের খাবারের দোকানও। দূরদূরান্ত থেকে অনেকেই সেখানে বুধবার ভিড় জমান। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়দের নিয়ে আসেন অনেকেই। কথিত আছে, গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের আমলে বিশাল আকৃতির এই দিঘি খনন করা হয়। প্রতিবছরই এই দিঘির পাড়ে নববর্ষের মেলা বসে। এদিন মেলায় মানুষের ঢল নামে।

এদিকে, চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নকনাহার পুকুরপাড়েও নববর্ষের মেলা বসে। এদিন সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শীতলগছ এলাকার ভাটানালা ঘাট ও মাঝিয়ালির এলাকার ডোক ব্যারেজ ঘাটে ও তিস্তাবুড়ির পুজো হয়। সেখানে মেলাও বসে। এছাড়া এদিন মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস কলোনি মাঠে মেলা জমে ওঠে।

ডিলিটেড-রা

তিনের পাতার পর

তিনি জানান, রাজ্যে বিজেপি সরকার হলেই প্রথম কাজ হবে, উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করা। শা'র কথায়, 'ত্রিপুরা ও অসমে বিজেপি সরকার রয়েছে, বিহার, ওড়িশায় বিজেপি ক্ষমতায়। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার হলে সীমান্ত এমনভাবে সিল করা হবে যাতে একটি পাখিও গলতে পারবে না।' অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে বিজেপি সরকার হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃঢ় প্রত্যয়। উত্তরবঙ্গের প্রতি তৃণমূল সরকারের বঞ্চনার অভিযোগ করে তাঁর বক্তব্য ছিল, বাংলায় মুসলমানদের জন্য ৫৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। অথচ উত্তরবঙ্গের জন্য দেওয়া হয়েছে মাত্র ১২০০ কোটি টাকা। বিজেপি সরকার হলে দার্জিলিং থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত নতুন ন্যাশনাল হাইওয়ের আশ্বাসও দেন তিনি।

তথ্য সংগ্রহ : সৌরভ দেব, ভাস্কর শর্মা, সায়নদীপ ভট্টাচার্য, বাবাই দাস ও রণজিৎ ঘোষ

মসজিদে বাধা

তিনের পাতার পর

আর মমতার উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'তুমি হিন্দুদের ভোটে জিতে বিজেপিকে আটকাও।' এদিকে হুমায়ুনের এমন বক্তব্যের পর পালটা হুঁশিয়ারি দিয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। তাদের তরফে জানানো হয়, সব ক্ষেত্রেই আইন আইনের মতো চলবে। যদি কেউ নির্বাচনি বিধি ভঙ্গ করে মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে কোনও হুঁশিয়ারি বা অবান্তর মন্তব্য করে, তাহলে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্পেশাল ট্রেন নিয়ে তর্জা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৫ এপ্রিল : ভোটের মুখে ২০ জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালাবে রেলমন্ত্রক। জরুরিভিত্তিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের সুবিধা দিতেই এই ট্রেন বলে খবর। এদিকে, এই ধরনের পরিষেবায় ভোটবাক্সে প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছে তৃণমূল। তাই এই বিষয়ে সরব হয়েছে নেতৃত্ব।

তাদের প্রশ্ন, যেখানে নির্বাচনি আচরণবিধি মেনে চলতে হচ্ছে, সেখানে কীভাবে এই স্পেশাল ট্রেন চালানো হচ্ছে তা নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা। যদিও এনিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ারের সিনিয়ার ডিসিএম আশিফ আলি অসুস্থ থাকায় বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে এক রেলকর্তা জানান, যাত্রীদের চাহিদা থাকায় স্পেশাল ট্রেন চালানো হচ্ছে।

রেলমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে কয়েক জোড়া স্পেশাল ট্রেন চলেছিল। এছাড়া ১৫ এপ্রিল এসএসএস হুবলি জংশন থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন পর্যন্ত স্পেশাল ট্রেন চলবে। একইরকমভাবে ১৯ এপ্রিল আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে হুবলি পর্যন্ত যাবে ট্রেনটি। ১৩ এপ্রিল থেকে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত তাম্বারাম-নিউ তিনসুকিয়া স্পেশাল ট্রেন চলাচল করবে। আবার ১৬ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত নিউ তিনসুকিয়া থেকে তাম্বারাম পর্যন্ত চলবে ট্রেনটি। ১২, ১৯ ও ২৬ এপ্রিল বেঙ্গালুরু-বালুরঘাট ট্রেনটি চলবে আবার বালুরঘাট থেকে বেঙ্গালুরু পর্যন্ত ট্রেন চলবে ১৫, ২২ ও ২৯ এপ্রিল। একইভাবে ১৩ এপ্রিল থেকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে শিলিগুড়ি জংশন থেকে বিন্নাগুড়ি সামার স্পেশাল, ফিরতি পথে বিন্নাগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত চলবে ১৪ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল। ১৮ এপ্রিল থেকে ২ মে পর্যন্ত গোরক্ষপুর-আলিপুরদুয়ার জংশন স্পেশাল ট্রেন চালাবে রেল কর্তৃপক্ষ। অপরদিকে, আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে যাত্রা করে গোরক্ষপুর পর্যন্ত ট্রেনটি চলবে ১৯ এপ্রিল থেকে ৩ মে।

এবিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর মজুমদারের অভিযোগ, 'সামার স্পেশাল ট্রেনের নামে বিজেপির ভোটব্যাংক বাড়াতে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।'

তবে এর পালটা বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে ভোট রয়েছে। কিন্তু ট্রেনগুলি বিভিন্ন রাজ্যে চলাচল করবে। এক রাজ্যে ভোটের জন্য সব জায়গায় প্রগতি বন্ধ রাখা যায় না।'

শিলিগুড়ির আকাশে গেরুয়া আভা

প্রথম পাতার পর

এই চরম ডামাডোলের সুযোগে আরএসএস-এর সুশৃঙ্খল প্রচার এবং আনন্দময় বর্মনের পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি বিজেপিকে ওই কেন্দ্রে অনেকটাই স্বস্তিতে রেখেছে। কংগ্রেসের অমিতাভ সরকার বা সিপিএমের ঝরেন রায় ময়দানে থাকলেও, বাম ভোটের একটা বড় অংশ গেরুয়া শিবিরের দিকেই ঢলে পড়েছে।

ফাঁসিদেওয়া কেন্দ্রে গত পাঁচ বছরে বিজেপি বিধায়কের চূড়ান্ত ব্যর্থতার কারণে তৃণমূলের সামনে এক সুবর্ণ সুযোগ ছিল। কিন্তু সেখানেও উপদলীয় কোন্দলের বলি হলেন সামাজিক মাধ্যমে জনপ্রিয় এবং আদিবাসী মহলে গ্রহণযোগ্য নেত্রী রোমা রেশমি এক্কা। প্রভাবশালী নেতা কাজল ঘোষের অঙ্গুলিহেলনে রিনা টোপ্পো এক্কাকে প্রার্থী করায় তৃণমূলের একটা বড় অংশ ক্ষোভে ময়দান ছেড়েছেন। এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দিয়েছে রাষ্ট্রপতির সফর ঘিরে তৈরি হওয়া সাম্প্রতিক বিতর্ক। রাষ্ট্রপতির অপমানের ইস্যুকে হাতিয়ার করে বিজেপি এবং আরএসএস রাতারাতি এই আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার মনস্তত্ত্ব বদলে দিয়েছে। বামফ্রন্টের সিপিআই(এমএল) প্রার্থী সুমন্তি এক্কাকে সিপিএম সমর্থকরা মেনে না নেওয়ায়, সেই ক্ষুব্ধ বাম ভোটও ঢুকছে বিজেপির ঝুলিতে।

বিজেপি নয়, শিলিগুড়ি মহকুমার তিনটি আসনেই তৃণমূলের প্রধান প্রতিপক্ষ তাদের নিজেদেরই অবদমিত ক্ষোভ, ভুল ঘুঁটি সাজানো এবং অন্তর্ঘাত। কোন সূত্রে তিন কেন্দ্রে গেরুয়া হাওয়ার গতি রোধ করা সম্ভব তা এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি আইপ্যাকও।

তো ফির মিলেঙ্গে

তিনের পাতার পর

যাওয়ায় তিনি তাঁদের তাঁর গাড়ি তল্লাশি করতে বলেন। প্রধানমন্ত্রীকে 'মিথ্যেবাদী' বলে মমতা এদিন কটাক্ষ করেন। রাজ্যপালের নাম না করে 'বাংলার লাটসাহেব' বলে তিনি তোপ দাগেন।

নির্ধারিত সওয়া ১টার বদলে মমতার কপ্টার এদিন বেলা ৩টেয় কোর্ট মাঠে অবতরণ করে। জনসভাকে কেন্দ্র করে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উত্তর দিনাজপুরের ন'টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ছ'টি আসনের প্রার্থীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতোই ছিল। তবে প্রার্থীদের তালিকা তাঁর হাতে তুলে না দেওয়ায় মমতা এদিন দলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালকে তিরস্কার করেন। ভাষণ রাখতে গিয়ে মমতা এদিন সমানে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপি শিবিরকে বেঁধেন। তিনি বলেন, 'বিজেপি বলছে তৃণমূলিদের গ্রেপ্তার করতে হবে। ক্ষমতা থাকলে আমাদের একজনকে গ্রেপ্তার করে দেখান। আমরা আপনার হাজারজনকে গ্রেপ্তার করব। আমাকে চমকাবেন না।' কেন্দ্রীয় বাহিনী ভোট দিতে বাধার সৃষ্টি করলে মহিলাদের ঝাঁটা হাতে রাস্তা পরিষ্কার করে ভোট দিতে যেতে মমতা এদিন নিদান দেন। উল্লেখযোগ্যভাবে এদিনের প্রায় ১৮ মিনিটের ভাষণে ইসলামপুরের ১১ বারের বর্ষীয়ান বিধায়ক অসুস্থ আবদুল করিম চৌধুরীকে নিয়ে মমতা একটি শব্দও খরচ করেননি। এই বিষয়টি নিয়েও এদিন বেশ চর্চা হয়েছে।

এরপর শিলিগুড়িতে এসে বেলা ৩টে বেজে ৫৮ মিনিটে তিনি পদযাত্রায় শামিল হন। নির্ধারিত সময়ের ৫৮ মিনিট দেরিতে। মাত্র ২৫ মিনিটে পদযাত্রা শেষ করে হাসমি চক মোড় এলাকায় আমজনতার উদ্দেশে হাত নেড়ে সোজা গাড়িতে উঠে বসেন। সেসময় তিনি শিলিগুড়ির দলীয় প্রার্থী গৌতম দেবকে উদ্দেশ্য করে ভিক্ট্রি সাইন দেখান। তবে, প্রত্যাশা থাকলেও এদিন পদযাত্রার শুরু কিংবা শেষে মমতাকে একটিও শব্দ খরচ করতে দেখা যায়নি। এনিয়ে অনেকেই হতাশ।

অন্যদিকে, পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে এদিন শিলিগুড়িতে বেশ বিশৃঙ্খলা হয়েছে। পদযাত্রায় ভিড় বাড়াতে শতাধিক বাসে করে চা বলয়ের শ্রমিকদের নিয়ে আসা হয়েছিল। দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে জংশন এলাকায় চড়া রোদে অপেক্ষা করার সময় অনেকেই বিরক্ত হয়ে ওঠেন। শৌচাগার, পানীয় জলসমস্যা নিয়ে তাঁদের ভোগান্তির শিকার হতে হয়। প্রার্থী গৌতমের পাশাপাশি মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি প্রার্থী শংকর মালাকার ও ফাঁসিদেওয়ার প্রার্থী রিনা টোপ্পো এক্কা মমতার সঙ্গে পদযাত্রায় হাঁটেন। দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা সহ শহর ও মহকুমার এক ঝাঁক নেতা-নেত্রী এদিনের পদযাত্রার দ্বিতীয় সারিতে উপস্থিত ছিলেন। এদিনের পদযাত্রায় মমতার পিছনের সারিতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের একযোগে পথ হাঁটতে দেখা গিয়েছে। পুলিশের দাবি, পদযাত্রায় কমবেশি ১০ হাজার মানুষের সমাগম হয়েছিল। এছাড়াও রাস্তার দু'ধারে অনেককে দেখা গিয়েছে। গৌতম যথেষ্টই উচ্ছ্বসিত, 'শিলিগুড়ি অন্যতম সেরা এক পদযাত্রার সাক্ষী থাকল।'

বেলা আড়াইটার বদলে মমতার কপ্টার এদিন বেলা ৫টা নাগাদ চালসার টিয়াবনে নামে। এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার অনেকেই তখন এলাকা ছেড়েছেন। মমতা এরপর কোনওমতে পদযাত্রা শেষ করেন। যাঁরা রাস্তার ধারে উপস্থিত ছিলেন, সামান্য সময় ধরে মুখ্যমন্ত্রীকে দেখে তাঁদেরও খুশি দেখায়নি। তাঁদেরই একজনের কথায়, 'তৃণমূল যদি না ফেরে আর হয়তো কোনওদিন মমতাকে দেখা হবে না!'

সংকলন : অরুণ ঝা, নিতাই সাহা ও অভিষেক ঘোষ

রসগোল্লার রসে নেই রাজনীতির বিদ্বেষ

তিনের পাতার পর

সংক্রান্তিতে অনেকে উপোস থাকেন, বাড়িতে পুজো হয়। সেসব ফেলে কেউ কি যাবেন অভিষেকের সভায়? কিন্তু গেলেন অনেকে। কম আর বেশি। শিলিগুড়িতে মমতার রোড শো, ফাটাপুকুর, ফালাকাটা ও তুফানগঞ্জে অমিত শা'র সভাতেও নববর্ষের দুপুরে ভিড় কম নয়। পাপিয়া বসাক ছিলেন তুফানগঞ্জের সভায়। তাঁর কথায়, 'আমরা প্রায় সবাই পুজো করেই এসেছি। সভায় আসব বলে কি বছরকার দিনের পুজো বাদ দেওয়া যায়!'

জলপাইগুড়ির রেলগুমটিপাড়ায় তখন পথসভা। ভাষণে এক দল অন্য দলের গুষ্টি উদ্ধার করছে। কিছুটা দূরের মিষ্টির দোকানে তখন রসের স্রোত। নিমেষে উধাও হয়ে যাচ্ছে প্যাকেট প্যাকেট মিষ্টি। অনেকে সেখানে দাঁড়িয়ে মিষ্টির স্বাদ নিচ্ছেন। পরস্পরের মধ্যে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় চলছে। বিভিন্ন দলের সমর্থককে যেন এক জায়গায় করেছে সামান্য একটি মিষ্টির দোকান।

শহরের সাহিত্যিক গৌতম গুহ রায় প্রায় একই সুরে বললেন, 'বাঙালির সংস্কৃতিতে বিদ্বেষের জায়গা কম। এটাই আমাদের কাছে আশার কথা। দিনশেষে রাজনীতিতে বিভেদের বার্তা ভুলিয়ে দিতে পারে এই সংস্কৃতি, এই আচার। রাজনীতিতে বিভাজনের চেষ্টা হয়তো এভাবে বাঙালি রুখে দিতে পারবে।'

আলিপুরদুয়ার শহরের প্রধান সড়কের দু'ধারে অনেক মিষ্টির দোকানে নববর্ষের পসরার শেষ নেই। কোচবিহারেও মিষ্টির বৈচিত্র্য অনেক। বাড়িতে বাড়িতে মিষ্টির প্যাকেটের আদানপ্রদান। নাম লিখতে নিষেধ করলেন এক বিজেপি নেতা। জানলে দল সন্দেহ করবে। তিনি উপস্থিত তৃণমূলের এক মাঝারি নেতার বাড়ি। সঙ্গে মিষ্টির প্যাকেট। বিজেপি নেতার কথায়, 'বহু বছরের সম্পর্ক। আলাদা দল করি বলে কি বছরের প্রথম দিন কোলাকুলি করব না।'

সামাজিক নৃতত্ত্বের গবেষক কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য আবার সংঘাত ছাপিয়ে সহাবস্থানের অন্য ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁর কথায়, 'এই রসগোল্লা তো আদি ঢাকাইয়া রসগোল্লা নয়, পুরোনো কলকাতার রসগোল্লা নয়। এই রসগোল্লা কর্পোরেট রসগোল্লা। রাজনীতিও কর্পোরেট কালচারের বাইপ্রোডাক্ট। তাই এই রসগোল্লা ও রাজনীতির একসঙ্গে থাকায় অসুবিধা নেই।'

ঘটনা যাই হোক, ভোটের আবহ যেমন নববর্ষের মেজাজকে ফিকে করতে ব্যর্থ, বাংলা বছরের প্রথম দিনটি তেমন রাজনীতিতে বাধা হয়ে উঠতে পারল না।

ছোট্ট তারা

ভক্তিনগর সেন্ট জোশেফস স্কুলের ছাত্রী শুভাঙ্গি দাম পড়াশোনার পাশাপাশি অঙ্কনেও পটু। কেজি টু'র পড়ুয়া এই খুদের প্রতিভায় স্কুলের শিক্ষকরা খুশি।

‘আজকের দিনটিই বাছতে হল...’

হিলকার্ট রোডে নির্বাচনি কর্মসূচিতে হাজার হাজার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শহরে আসবেন, রাস্তা দিয়ে হাঁটবেন। সে খুবই ভালো কথা। কিন্তু তাঁর একটি অ্যাজেন্ডার জন্য শহরে হাজার মানুষের বর্ষবরণের অনেক অ্যাজেন্ডা বন্ধ হয়ে গেলে মন খারাপ হয় বৈকি। বুধবার নববর্ষে তাই মমতাকে শহরে পেয়েও বহু মানুষের মন খারাপ।

মশাই, একটা গাড়ি পাই কোথায় বলতে পারেন?

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ। মহানন্দা সেতু পার হওয়ার পর ডিভাইডারের একপাশে বসে পড়লেন সাবিত্রী পাল। কাছে যেতেই তাঁর প্রশ্ন, ‘আইটিআই মোড়ে যাওয়ার কোনও গাড়ি পাওয়া যাবে? কোথা থেকে গাড়ি পেতে পারি? দার্জিলিং মোড় থেকে হেঁটে আসছি। আর পারছি না। শরীরে অস্বস্তি হচ্ছে।’

তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের মাঝে নজরে এল, মাথায় ব্যাগ নিয়ে একহাতে সন্তানকে ধরে জংশনের দিকে হেঁটে চলছেন এক মহিলা। গন্তব্যের ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই ক্লান্ত মুখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রুকসানা খাতুন বললেন, ‘প্রায় ঘণ্টাখানেক সেবক মোড়ে দাঁড়িয়ে থেকেও কোনও গাড়ি পাইনি। ট্রেনের সময় হয়ে যাওয়ায় হেঁটেই জংশনে যাচ্ছি।’

শুধু রুকসানা ও সাবিত্রী নন, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনি পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে বুধবার চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হল শহরবাসী এবং বাইরে থেকে শহরে আসা প্রচুর মানুষকে। নববর্ষের দিন পথে বেরিয়ে ভোগান্তির মুখে পড়তে হওয়ায় অনেকেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘সাধারণ মানুষের সমস্যা হয়েছে, অস্বীকার করার জায়গা নেই। তবে সাধারণ মানুষের সমস্যা যতটা কম করা যায়, সেই কাজ করা হয়েছে। এছাড়াও সাতটি অ্যাম্বুল্যান্সকে আমরা পাস করে দিতে পেরেছি। নৌকাঘাটে থাকা প্রায় একশো ট্রেন যাত্রীকে এনজেপিতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিতে পেরেছি। আজকে স্কুল বন্ধ থাকায় আমাদের কিছুটা সুবিধা হয়েছে।’

মমতার হাইভোল্টেজ পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার থেকেই দার্জিলিং মোড় থেকে হাসমিচক পর্যন্ত রাস্তার একটি ধারে বাঁশের ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছিল। ওই লেনে গাড়ি পার্ক করার জায়গায় বাঁশের ব্যারিকেড থাকায় বুধবার সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণকে। নববর্ষের মিষ্টি কেনার জন্য এদিন সকালে হিলকার্ট রোডের সংশ্লিষ্ট লেনের একটি মিষ্টির দোকানে এসে বিপাকে পড়েন তরুণ দাস। পার্কিংয়ের জায়গায় থাকা ব্যারিকেড ঘেঁষে রাস্তায় মোটরবাইক রাখতে গেলে পুলিশ জানিয়ে দেয়, বাইক রাখা যাবে না। ক্ষোভের সুর চড়িয়ে তরুণের বক্তব্য, ‘বাইকটা তাহলে কোথায় রাখব? তাহলে আর মিষ্টি কেনা যাবে না।’ পরে অবশ্য বাইক নিয়ে মিষ্টির খোঁজে অন্য জায়গায় চলে যান ওই ব্যক্তি। ক্রেতার দেখা না পাওয়ায় ওই লেনের বেশ কয়েকটি দোকানের ঝাঁপ নেমে যায় একটু বেলা বাড়তেই।

এদিন সকাল ১১টা থেকেই ধীরে ধীরে বিধিনিষেধ কার্যকর করতে থাকে পুলিশ। হিলকার্ট রোডের সার্ভিস রোড বন্ধ করে দেওয়া হয়। হাসপাতাল মোড় থেকে হাসমিচক যাওয়ার গাড়ি ঘোরানো শুরু হয়। দুপুরে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে স্কুটারে চাঁদমণির শিব মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছিলেন দুলু রায়। হিলকার্ট রোড দিয়ে যাওয়া যাবে না জানিয়ে পুলিশের তরফে তাঁদের ভুটিয়া মার্কেটের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়। পুলিশের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিতে দেখা যায় ওই দম্পতিকে। সকালেই ইসলামপুরে যাওয়ার জন্য বাগরাকোটের বাসস্ট্যান্ডে চলে এসেছিলেন নীলিমা রায়। কোনও বাস না দেখে তিনি টোটো ভাড়া করে পৌঁছে যান নৌকাঘাট। তবে সময় মতো বাস পাননি। সময় যত গড়িয়েছে, বেড়েছে ভোগান্তি। সকালে হিলকার্ট রোড থেকে দার্জিলিং মোড় যাওয়ার লেনে কিছু সিটি অটো ও টোটো দেখা গেলেও, দুপুর একটার মধ্যে উধাও হয়ে যায় সমস্ত যান। হাসমিচকে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করার পর খাপরাইলের একটি সিটি অটো পেয়েছিলেন প্রতুল রায়রা। সিটি অটোর অপেক্ষা না করে আবার দার্জিলিং মোড়ের দিকে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পা চালান রাঁচির বাসিন্দা বিনোদ সোরেন। বললেন, ‘বিমান ধরার তাড়া রয়েছে। বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছাতে হবে। তাই হেঁটে যতটা যাওয়া যায়।’

এমন ভোগান্তিতে নববর্ষের দিনও ক্ষোভ উগরে দিলেন আমজনতা।

পথে বিপন্ন মানুষের ভোগান্তির নানা দৃশ্য। (নীচে) ট্রাফিক কড়াকড়ি শিথিল হতেই বাজারে ঢল। বুধবার।

পয়লা বৈশাখে দুধের স্বাদ মিটল ঘোলে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : যা আশঙ্কা করা হয়েছিল, সেটাই হল। বাংলা বছরের প্রথম দিনে মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচির ফলে হাঁসফাঁস করল শিলিগুড়ি। ভেস্তে গেল অনেকের পরিকল্পনা। ব্যবসাও মার খেল অনেকের।

বেলা ১২টা থেকে হা-পিত্যেশ করে মধ্যাহ্নভোজের অপেক্ষায় বসেছিলেন হায়দরপাড়ার বাসিন্দা সুজাতা দত্ত। পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে প্রধাননগরের একটি ক্লাউড কিচেন থেকে খাবারের অর্ডার দিয়েছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচির জন্য যানজটে আটকে পড়ে সেই খাবার নিয়ে ডেলিভারির তরুণ এলেন প্রায় ৪টে নাগাদ।

গ্রাহকরা বিরক্ত আর ক্লাউড কিচেনের মালিকও অসহায়। শহরের বহু রেস্তোরাঁর মালিকই খেপে গিয়েছেন এমন ঘটনায়। মাটিগাড়ার এক রেস্তোরাঁর মালিক বলছিলেন ‘মুখ্যমন্ত্রীর বোঝা উচিত ছিল যে এমন একটা উৎসবের দিনে তিনি এলে ব্যবসায়ীদের কতটা ক্ষতি হতে পারে। নববর্ষের দিনটা নষ্ট না করলেই পারতেন। অন্য বছরের তুলনায় এবার আমাদের কাস্টমার অনেক কমেছে। প্রতিবছর যেমন ব্যবসা থাকে এবার তেমনটা হয়নি।’ হাকিমপাড়ার এক রেস্তোরাঁর মালিক বলেন, ‘অনেক পরিকল্পনা করা থাকে এই দিনের আয়োজন নিয়ে। সেইভাবে বাজার হয়, রান্না হয়। গতকাল থেকেই একটু আভাস পাচ্ছিলাম। তবুও রাতে অনেকে খেতে এসেছেন এটাই রক্ষে। নাহলে এই নববর্ষে হাত কামড়াতে হত।’ হাকিমপাড়ার একটি রেস্তোরাঁয় দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত অনেক টেবিল খালিই দেখা গেল। যদিও রাস্তাঘাট খুলে যাওয়ার পর রাতের দিকে খানিকটা ভিড় হয়েছে বলে জানালেন সেই রেস্তোরাঁর মালিক। ‘বেছে বেছে নববর্ষের দিনেই আসতে হল?’ ভারী গলায় এই কথা শোনাতে ছাড়েননি কেউ কেউ।

বুধবার সকালে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দিনটি ভালোভাবেই শুরু হয়েছিল শহরবাসীর। সকাল সকাল বাঘা যতীন পার্কে অর্চকের প্রভাতি অনুষ্ঠান, শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে আয়োজিত সহস্র কণ্ঠে গান এবং শোভাযাত্রা শহরে উৎসবের আমেজ তৈরি করে দিয়েছিল। তারপর অনেকেই ভেবেছিলেন, কোনও রেস্তোরাঁয় খেতে যাবেন দুপুরে। কিন্তু দুপুর প্রায় ১টা থেকেই শহরের মূল রাস্তা আটকে ফেলা হয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের জন্য। স্তব্ধ হয়ে যায় শহর।

নববর্ষের দিনে মুখ্যমন্ত্রীর এই আগমনে শুধু রেস্তোরাঁ নয়, হিলকার্ট রোডের ধারে থাকা হোটেলগুলিকেও সমস্যার মধ্যে পড়তে হল। মুখ ভার করে ব্যবসায়ী নরেশ বাল্মীকি বললেন, ‘বছরের প্রথম দিনেই দারুণ ধাক্কা খেতে হল ব্যবসায়। প্রচুর মানুষের খাবার তৈরি করেছিলাম আজ। তবে এই ব্যারিকেড, চলাচলের জটিলতার জন্যই হয়তো সেভাবে আর ক্রেতার দেখা মিলল না।’

ব্যবসায়ীদের মতোই মুখ গোমড়া শহরবাসীরও। মাল্লাগুড়ির একটি রেস্তোরাঁয় যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল সৌম্যদীপ নস্কর, সংহিতা ঘোষদের। তবে দেড়টা নাগাদ রথখোলা থেকে বেরিয়ে হাসমি চকে যাওয়ার চেষ্টা করেও পারেননি। সৌম্যদীপ বলছিলেন, ‘এমন দিনে এসে সাধারণ মানুষের সমস্যা তৈরি করার দরকার ছিল না।’

তবে মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি বিকেলের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। তারপর ‘স্বমহিমায়’ পয়লা বৈশাখ উদযাপনে বেরিয়ে পড়ে শিলিগুড়ির বাঙালি। সন্ধে থেকে ক্যাফে-রেস্তোরাঁগুলিতে স্বাভাবিক ভিড় দেখা গিয়েছে। জমল আড্ডাও। নববর্ষের সন্ধ্যায় বাঘা যতীন পার্ক, সূর্যনগর মাঠ, শপিং মল, পার্ক সহ বিভিন্ন জায়গায় আড্ডায় মেতে ওঠেন সকলে। সেবক রোডে এক রেস্তোরাঁয় যাওয়ার পথে যানজটে আটকে পড়েন নিলয় দে এবং প্রান্তিক রায়। তবে তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ভিড় ঠেলে হলেও রেস্তোরাঁয় পৌঁছাতেই হবে।

মাটিগাড়ার একটি রেস্তোরাঁর কর্মী সব্যসাচী হালদার বলছিলেন, ‘দুপুরবেলায় পরিস্থিতি দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এই নববর্ষে হয়তো ব্যবসাটা মন্দা যাবে। তবে সন্ধে থেকে দেখলাম মানুষ আবার আসতে শুরু করেছে। এটা তবু মন্দের ভালো।’

মিষ্টি কম, তবুও লম্বা লাইন ক্রেতাদের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : নতুন জামা, হালখাতা, বাংলা ক্যালেন্ডার আর মিষ্টি- এসব ছাড়া বাঙালির নববর্ষ যেন অসম্পূর্ণ। মিষ্টিপ্রেমী বাঙালি তাই বুধবার সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন নামীদামি মিষ্টির দোকানে ভিড় জমিয়েছেন। বাদ যায়নি পাড়ার মিষ্টির দোকানগুলিও। কেউ পুজো দেওয়ার জন্য আবার কেউ ক্রেতাদের দেওয়ার জন্য এদিন মিষ্টি কেনেন। মিষ্টির দোকানগুলিতেও এই দিনটি উপলক্ষ্যে আগে থেকে প্রস্তুতি চলে। কেউ কেউ এই দিনটির জন্য নতুন মিষ্টিও বানান। তবে এবছর রান্নার গ্যাসের সংকটের জন্য অনেক দোকানদার পরিমাণে কম মিষ্টি বানিয়েছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে কেউ মিষ্টির দাম এক-দু'টাকা বাড়িয়েছেন। আবার কেউ নববর্ষ উপলক্ষ্যে মিষ্টির অর্ডার কম নিয়েছেন। ফলে এবছর পয়লা বৈশাখে মিষ্টি ব্যবসায়ীদের কতটা লাভ হল তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

এদিন হাতি মোড়, চিলড্রেন্স পার্ক সংলগ্ন এলাকা, এনটিএস মোড়, গেটবাজার, বিধান রোড, সেবক রোড এলাকার মিষ্টির দোকানগুলিতে সকাল থেকেই ক্রেতাদের লম্বা লাইন চোখে পড়ে। নববর্ষ উপলক্ষ্যে রসালো রাজভোগ, গুড়ের রসগোল্লা, ল্যাংচা, কালাকাঁদ যেমন ছিল পাশাপাশি ফিউশনের মধ্যে ছিল ম্যাঙ্গো দই, চকোলেট ফ্লেভারের সন্দেশ আরও কত কি।

এদিন চিলড্রেন্স পার্কের সামনে মিষ্টি কিনতে এসে প্রিয়াংক দত্ত বলেন, ‘আমি সন্দেশ ও রসগোল্লা নিয়েছি। তবে মিষ্টির দাম পরিবর্তন না হলেও সাইজে একটু ছোট লাগছে। পরে যদি দোকানে মিষ্টি শেষ হয়ে যায় এই ভয়ে সকাল সকাল লাইনে দাঁড়িয়ে মিষ্টি কিনছি।’

নববর্ষের বাজারে এবারে ব্যবসা কেমন হয়েছে জিজ্ঞেস করতে এনটিএস মোড়ে একটি মিষ্টির দোকানদার হরিপদ ঘোষের কথায়, ‘গ্যাসের সমস্যার জন্য গতবছরের তুলনায় মিষ্টি কম বানিয়েছি। এছাড়াও কিছু মিষ্টির দাম এক থেকে দু'টাকা বাড়ানো হয়েছে।’

নববর্ষের বিকিকিনি নিয়ে শিলিগুড়ি সুইটস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জীব ঘোষ বলেন, ‘রান্নার গ্যাসের সমস্যার জন্য অনেকেই কম মিষ্টি বানিয়েছিল। তবে সবার বিক্রি ভালো হয়েছে।’ গেটবাজার এলাকার একটি মিষ্টির দোকানের বিক্রেতা সমীর দাস জানান, অন্য বছরের তুলনায় এবছর তিনি কিছুটা কম মিষ্টি বানিয়েছেন। সেইসঙ্গে মিষ্টির দামও বাড়াননি। তাই বিকেলের মধ্যেই তাঁর দোকানের সব মিষ্টি বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

নববর্ষে অনেক দোকানে হালখাতার আয়োজন করা হয়। কালীবাড়ি রোডে এক সোনার দোকানের ম্যানেজার তন্ময় সরকারের কথায়, ‘প্রতিবছর এই দিনটি বেশ জাঁকজমক করে পালন করি। তবে এবার মিষ্টি কতটা পাওয়া যাবে সেকথা ভেবে ক্রেতাদের দেওয়ার জন্য আগের থেকে প্যাকেটে মিষ্টির সংখ্যা কমিয়ে অন্য খাবার বেশি রেখেছি।’

বর্ষবরণে দেবতার পর গণদেবতার শরণে, বাঙালিয়ানায় শান

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : সকালের রোদ ঝলমলে আবহে শহরের রাস্তায় ঢাকের বাদ্যি আর নাচের তালে এগিয়ে চলেছে শোভাযাত্রা। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে, এ যেন বৈশাখকে স্বাগত জানাতে প্রভাতফেরি। তবে শোভাযাত্রার সামনের সারিতে দেখা গেল রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের। আদপে বৈশাখকে স্বাগত জানানোর এমন শোভাযাত্রার আড়ালে ছিল ভোট প্রচারের কৌশল। বুধবার দিনভর তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি প্রার্থীদের এমন রঙিন কৌশলই দেখলেন শিলিগুড়িবাসী।

বাংলা নববর্ষে কে কতটা বাঙালিপ্রেমী, তার প্রতিযোগিতাও দেখা যায় প্রার্থীদের মধ্যে। একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার সেই প্রতিযোগিতায় কেউ মাছের ছবি আঁকা পোশাক পরে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। কেউ আবার পোশাকে রবীন্দ্রসংগীত লিখে বাঙালিয়ানার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

শিলিগুড়ি পুরসভার তরফে বাঘা যতীন পার্কে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান হয়। সেখানে নৃত্য, গানে বাংলার নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন পুরনিগমের মেয়র তথা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেব। তিনিও গান গেয়েছেন। তাঁর পরনের পাঞ্জাবিতে লেখা ছিল, ‘এসো এসো অরুণোদয়...’।

পরে শহরের রাস্তায় মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হয়। বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা তাতে হেঁটেছে। পরে তৃণমূল প্রার্থী কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের বারপুজোতে অংশ নেন। একাধিক শোভাযাত্রাতে অংশ নিতেও দেখা যায় গৌতমকে। শিখ ধর্মাবলম্বীদের বৈশাখী অনুষ্ঠানেও যোগ দেন। শহরবাসীর শান্তি কামনায় ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের একটি যজ্ঞে শামিল হতেও দেখা যায়।

এদিকে, শহরে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর রোড শো ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচির পরে আবার জনসংযোগে ব্যস্ত হয়ে পড়েন গৌতম। তাঁর বক্তব্য, ‘বাঙালির রীতি মেনে বৈশাখকে স্বাগত জানিয়েছি। প্রত্যেক বছরের মতো এবারও শোভাযাত্রা হয়েছে। নতুন করে বাঙালিয়ানার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা নয়, রীতিনীতি মেনে সকলের সঙ্গে ভালো থাকাই উৎসব।’

সকালেই মাছ আঁকা পাঞ্জাবি পরে বৈশাখের শুভেচ্ছা জানান বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ। কয়েকদিন আগে ভোট প্রচারের ফাঁকে তাঁকে বিধান মার্কেটে মাছ কিনতেও দেখা গিয়েছিল। বিজেপি ক্ষমতায় এলে মাছ খাওয়া বন্ধ করে দেবে বলে অভিযোগ তুলছেন অনেকে। তারই পালটা হিসাবে এদিন মাছ আঁকা পোশাকে শংকর ধরা দিয়েছেন কি না, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। তাঁকেও দিনভর কয়েকটি শোভাযাত্রায় দেখা গিয়েছে। শহরের পাঁচটি কালী মন্দিরে পুজো দিয়েছেন। বর্ষবরণের দিনে শহরের মন্দিরগুলিতে পুজো দিতে ভিড় হয় বাঙালিদের। একে হাতিয়ার করতে গিয়েই শংকরের মন্দিরে যাওয়া কি না, প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও। হিলকার্ট রোডে মুখ্যমন্ত্রী যখন রোড শো করছিলেন, সে সময় শংকর এক নম্বর ওয়ার্ডে ভোট প্রচার এবং ছোটদের সঙ্গে নানা খুনশুটিতে মেতে ওঠেন। শংকর বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশ পরিষ্কার হয়ে নতুন সূর্যের উদয় হোক। বাংলা, বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যে গরিমায় পৌঁছেছিল, সেটা এখন অনেকটাই ম্রিয়মান, মলিন। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে রাজ্যের মানুষ সমৃদ্ধি, সুখ, শান্তি এবং হৃতগৌরব ফিরে পাক, সেই কামনাই করেছি।’

নতুন পোশাকে বৈশাখকে স্বাগত জানিয়েছেন সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী। দিনভর তিনিও জনসংযোগে ব্যস্ত ছিলেন এদিন। আত্মীয়দের বাড়িতে গিয়ে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেননি। ৪ নম্বর এরিয়া কমিটির বিভিন্ন এলাকায় এবং সন্ধ্যায় কুলিপাড়াতে প্রচার করেন। তাঁর কথা, ‘নতুন করে বাঙালি সাজার প্রয়োজন নেই। তৃণমূল, বিজেপি ভোটের কারণে সেই লড়াই করতে পারে।’ তবে কংগ্রেস প্রার্থী অলোক ধাড়া এদিন সেভাবে কোনও প্রচার না করলেও বৈশাখকে স্বাগত জানিয়েছেন।

স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে পুজো দিচ্ছেন শংকর ঘোষ। পুরনিগমের নববর্ষের শোভাযাত্রায় গৌতম দেব। বুধবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

নব আনন্দে জাগো... নববর্ষের শোভাযাত্রা। বুধবার কলকাতায়।

বাঙালিয়ানার মন্ত্রে বঙ্গজয়ের স্বপ্ন ফেরি

রিমি শীল

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল : বঙ্গ রাজনীতির প্রেক্ষাপটে 'বাংলা ও বাঙালি' অন্যতম চর্চার বিষয়। তাই 'বাঙালি আমার না তোমার' এই দড়ি টানাটানি বছরভর চালিয়ে যান নেতারা। নববর্ষের দিনেও বাঙালিয়ানা নিয়ে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যতিক্রম হল না। চলতি বছর অবশ্য বাংলার পালে লেগেছে ভোটের তীব্র হাওয়া। তাই 'পয়লা' প্রচারে বাংলা ও বাঙালি আবেগে শান দিয়েই প্রচারে গতি আনলেন যুযুধান দুই শিবিরের দুই মহারথী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পিছিয়ে থাকলেন না প্রার্থীরাও।

সমাজমাধ্যমে বাংলা ভাষায় নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরুতেই 'জয় মা কালী' সম্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। লিখেছেন, 'ভারতের সভ্যতার চেতনাকে গড়ে তোলা পশ্চিমবঙ্গের কালজয়ী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উদযাপনের উপলক্ষ্য নববর্ষ।' তাঁর পোস্টে ব্যবহৃত ছবিতেও বাঙালিয়ানার ছোঁয়া রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জয়গান গান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, বিজেপি সভাপতি নীতিন নবীনও।

অন্যদিকে, রাজনীতির ছোঁয়া রেখে বাংলা সংস্কৃতি বাঁচানোর উল্লেখ রয়েছে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছা বার্তায়। এসআইআর নিয়ে আক্রমণ করে তিনি লিখেছেন, 'মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিচ্ছেন দিল্লির জমিদাররা। সবরকম সংকীর্ণতার দেওয়াল ভেঙে আমরা বেরিয়ে আসব।' ভোটের বাক্সে বদলা নেওয়ার বার্তাও দিয়েছেন তিনি।

ধুতি-পাঞ্জাবি পরে মাছ নিয়ে বিজেপি বিরোধিতায় নামেন টালিগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী অরূপ বিশ্বাস। কর্মী-সমর্থকদের হাতেও ছিল আস্ত রুইমাছ। পোস্টারে লেখা 'মাছে-ভাতে বাঙালি'। অরূপ বলেন, 'বিজেপি নাকি মাছ খেতে দেবে না! দেখি কত ক্ষমতা!' কামারহাটির তৃণমূল প্রার্থী মদন মিত্র দক্ষিণেশ্বরের মহামিলন ঘাটে নিজের হাতে মাছের ঝোল রান্না করে খাওয়ালেন দলীয় কর্মী, সমর্থকদের। এক গামলা মাছ নিয়ে প্রচার করেন মানিকতলার তৃণমূল প্রার্থী শ্রেয়া পাণ্ডে। এদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে মালা দিয়ে শোভাযাত্রা করেন কুণাল ঘোষ।

অপরদিকে তাঁরা যে বাঙালি বিরোধী নয়, তা প্রমাণ করতে চেষ্টার কসুর করেননি বিজেপি প্রার্থীরাও। 'বাংলার বন্দনা' গেয়ে ভবানীপুরে নিজের কেন্দ্রে মনীষীদের ছবি বিলি করেন ওই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'আরবি-উর্দু সংস্কৃতির হাত থেকে বাংলাকে বাঁচান।' হাতে মাছ নিয়ে ধুতি পরে প্রচার করেছেন বিজেপি প্রার্থী কৌস্তুভ বাগচি।

প্রথম দফার ভোটে রেকর্ড সংখ্যক বাহিনী

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল : প্রথম দফার ভোটেই রণক্ষেত্রের চেহারা নিতে চলেছে বাংলা! তবে হিংসার জন্য নয়, বরং হিংসা রুখতে। কমিশনের নির্দেশে এবার রাজ্যে নামছে রেকর্ড সংখ্যক বাহিনী। ২৪০৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় জওয়ানের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ময়দানে থাকবে প্রায় ৪১ হাজার রাজ্য পুলিশ। টার্গেট একটাই, সন্ত্রাসমুক্ত স্বচ্ছ নির্বাচন।

সবথেকে বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে 'স্পর্শকাতর' মুর্শিদাবাদে। অতীতের রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের কথা মাথায় রেখে শুধু এই জেলাতেই (জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলা মিলিয়ে) থাকছে ৩১৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। এর পরেই রয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর গড় পূর্ব মেদিনীপুর (২৭৩ কোম্পানি) এবং পশ্চিম মেদিনীপুর (২৭১ কোম্পানি)। জঙ্গলমহলের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামে যথাক্রমে ১৯৩, ১৫১ ও ৭৪ কোম্পানি মোতায়েন রাখছে কমিশন। উত্তরের জেলাগুলোতেও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ঘেরাটোপ তৈরি হচ্ছে। কোচবিহারে ১৪৬ কোম্পানি, মালদায় ১৭২ কোম্পানি এবং জলপাইগুড়িতে ৯২ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। বাদ যাচ্ছে না পাহাড়ও; দার্জিলিং ও কালিম্পং মিলিয়ে থাকছে ৮২ কোম্পানি জওয়ান। এছাড়া শিলিগুড়ি কমিশনারেট ও রায়গঞ্জ-ইসলামপুর এলাকাকেও নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হচ্ছে।

তবে আসল চমক দেখা গেল খোদ কলকাতায়। ভবানীপুরের রাস্তায় এদিন দাপিয়ে বেড়াল সিআরপিএফ-এর বিশেষ সাঁজোয়া গাড়ি। সাধারণত কাশ্মীর বা মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় যে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি দেখা যায়, এবার তা-ই দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ায়। সাধারণ মানুষের উদ্দেশে জওয়ানদের আশ্বাস, 'ভয়ে ঘরে বসে থাকবেন না, নির্ভয়ে ভোট দিন। আমরা আপনাদের মাত্র একটা ফোনের দূরত্বে আছি।'

শুধু লাঠি-বন্দুক নয়, এবার কমিশন কোমর বেঁধেছে 'কালো টাকা'র বিরুদ্ধেও। কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, রাস্তায় কোনও নেতা বা মন্ত্রীর গাড়ি দেখলেই তল্লাশি চালাতে হবে। সরকারি স্টিকার লাগানো গাড়িও রেহাই পাবে না। ছাড় দেওয়া হয়েছে একমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর গাড়িকে।

পুণের টিসিএসে ধর্মান্তরণ ধৃত ৭

নাসিক, ১৫ এপ্রিল : তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (টিসিএস)-এর নাসিক শাখার বিপিও ইউনিটে জোর করে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা এবং ধারাবাহিক যৌন হেনস্তার অভিযোগ সামনে এসেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ২০২২ সাল থেকে গত দুই-তিন বছর ধরে ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সি অন্তত ১২ জন মহিলা কর্মী এই ভয়াবহ নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত নয়টি এফআইআর-এর ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সাতজনকে।

অভিযুক্তরা মূলত সেইসব নতুন কর্মীদের নিশানা করত যাঁরা আর্থিকভাবে দুর্বল অথবা পারিবারিক সমস্যায় জর্জরিত। অভিযোগ অনুযায়ী, মহিলা কর্মীদের জোর করে নমাজ পড়তে বাধ্য করা, নিরামিষাশীদের আমিষ খাওয়ানো এবং হিন্দু দেবদেবী সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে তাঁদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা হত। এমনকি বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি এবং ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কুৎসিত মন্তব্যের মতো গুরুতর অভিযোগও আনা হয়েছে কয়েকজন টিম লিডার ও ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে।

বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) জানিয়েছে, অভিযুক্তরা একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে তাদের 'টার্গেট' নির্বাচন করে তাঁদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে আলোচনা চালাত।

রাজ্য সরকারের বয়ানে ক্ষোভ কর্মীমহলে

ডিএ মামলা স্থগিত, ফের শুনানি ৬ মে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল : রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা (ডিএ) মামলায় বুধবারও কোনও চূড়ান্ত ফয়সালা হল না। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় করোল ও বিচারপতি পিকে মিশ্রের বেঞ্চে শুনানি হলেও, তা আগামী ৬ মে পর্যন্ত মুলতুবি রাখা হয়েছে। ফলে বকেয়া ডিএ-র দীর্ঘ প্রতীক্ষা আরও দীর্ঘায়িত হল।

এদিনের শুনানিতে রাজ্যের পক্ষে আইনজীবী কপিল সিবাল দাবি করেন, সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত কমিটির সুপারিশ মেনে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে পদক্ষেপ করেছে। তিনি আদালতে জানান, বকেয়া ডিএ বাবদ প্রায় ৬,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৪,৭০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে। সিবাল আরও বলেন, 'যাঁদের নথিপত্র সম্পূর্ণ ছিল, তাঁরা টাকা পেয়েছেন। বাকিদের তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে, যা কিছুটা সময়সাপেক্ষ।' ২৭ এপ্রিল কমিটির পরবর্তী বৈঠক শেষে নতুন রিপোর্ট পেশ করা হবে বলেও তিনি জানান।

তবে রাজ্যের দাবিকে ঘিরে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও ফিরদৌস শামিম অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার তথ্য নিয়ে কারচুপি করছে। কর্মীদের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করা হচ্ছে। বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'রাজ্য সরকার কর্মীদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও সকল কর্মীকে ডিএ দেওয়া হচ্ছে না।' ফিরদৌস শামিম বলেন, 'এখনও বহু কর্মী ও অবসরপ্রাপ্ত নির্ধারিত হারে ডিএ পাচ্ছেন না। তাঁদের প্রাপ্য অর্থ সম্পূর্ণ দেওয়া হয়নি।' সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষের অভিযোগ, 'সুপ্রিম কোর্টে মিথ্যে তথ্য দিয়েছে রাজ্য সরকার। যে ৬ হাজার কোটি টাকা দেওয়ার দাবি করা হচ্ছে, তার প্রতিফলন কর্মচারীদের অ্যাকাউন্টে ঘটেনি।' তিনি দাবি করেন, পোর্টাল তৈরি বা নথি পরীক্ষার নামে সরকার সময় নষ্ট করতে চাইছে।

> **সুপ্রিম কোর্টে মিথ্যে তথ্য দিয়েছে রাজ্য সরকার। যে ৬ হাজার কোটি টাকা দেওয়ার দাবি করা হচ্ছে, তার প্রতিফলন কর্মচারীদের অ্যাকাউন্টে ঘটেনি।**
> **ভাস্কর ঘোষ**
> *সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক*

রাজ্য সরকারি কর্মচারী পরিষদের তরফে দেবাশিস শীল বলেন, 'রাজ্য সরকার দায় ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। আপাতত স্বস্তি পেলেও ভোটের পর কী করবে? তখন আদালতে প্রশ্নের মুখে পড়তেই হবে।' অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক চন্দন গড়াই বলেন, '৬২ পাতার যে রিপোর্ট রাজ্য জমা দিয়েছে তার মধ্যে সুকৌশলে গ্র্যান্ট ইন এইডের কথা বাদ দিয়েছে। মনিটরিং কমিটির কাছে জানানো হয়েছে। রাজ্য চাইছে কীভাবে মামলাটা পিছিয়ে যায়।'

এদিনের শুনানিতে বিচারপতি পিকে মিশ্র তাঁর পর্যবেক্ষণে জানান, ডিএ দেওয়ার প্রক্রিয়া যে শুরু হয়েছে তা স্পষ্ট। তবে অর্থ বণ্টনে কোনও অসংগতি থাকলে মামলাকারীদের সরাসরি আদালতে না এসে প্রথমে সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত কমিটির কাছে অভিযোগ জানানো উচিত। আদালত রাজ্যের জমা দেওয়া 'স্ট্যাটাস রিপোর্ট' খতিয়ে দেখার জন্য সময় নিয়েছে। ৫ ফেব্রুয়ারি এই মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ দ্রুত মিটিয়ে দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। একই সঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বে একটি চার সদস্যের কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিধানসভা নির্বাচনের আবহে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ডিএ মামলা কোন দিকে মোড় নেয় এখন সেদিকে তাকিয়ে সব পক্ষ।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পালটা বিজেপির 'ভরসা কার্ড'

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল : বিধানসভা ভোটের মুখে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ও স্মৃতি ইরানির হাতে মাতৃশক্তির ভরসা কার্ড দুই কেন্দ্রীয় নেত্রীকে দিয়ে বিজেপির এই প্রচার কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহিলা ভোট এবং লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। এদিকে বিজেপির এই কার্ড বিলির কর্মসূচির কড়া সমালোচনা করে কমিশনে নালিশ জানানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন দুটি পৃথক জায়গায় আলাদা আলাদা ভাবে এই ভরসা কার্ডকে প্রচারে শামিল করেছে বিজেপি। দলের সংকল্পপত্রে মহিলা উন্নয়নের ব্যাপারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনের প্রতীকী নথি হল এই কার্ড। বুধবার সল্টলেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে সঙ্গে নিয়ে মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রতীকী এই কার্ডের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় নেত্রী স্মৃতি ইরানি এবং প্রায় একই সময়ে পূর্ব বর্ধমানের কালনায় সেই কার্ড বিলি কর্মসূচিতে অংশ নিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। যা নিয়ে উত্তরবঙ্গের ইসলামপুর থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, 'নির্বাচনের সময় কার্ড বিলি করছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। আমি কমিশনের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ দাবি করছি।' কটাক্ষ করে বলেন, 'এখন কেন কার্ড বিলি হচ্ছে? নির্বাচনের আগে করা যায়নি!'

কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে ভরসা কার্ডের উদ্বোধন কর্মসূচিতে স্মৃতির একপাশে ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, রূপা গঙ্গোপাধ্যায় সহ বিজেপির মহিলা নেত্রীরা। ৫ জন মহিলার হাতে মাসিক ৩ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা গ্যারান্টি লেখা প্রতীকী এই ভরসা কার্ড তুলে দেন তাঁরা।

পরিবর্তনের বার্তা রাজ্যপাল, নির্মলার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল : আরএন রবি বিধানসভা ভোটের মুখে মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে মসৃণই ছিল লোকভবন-নবান্ন সম্পর্ক। কিন্তু বুধবার বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন পশ্চিমবঙ্গে পরিস্থিতির পরিবর্তন চেয়ে রাজ্যপাল যে মন্তব্য করেছেন তাতে ভোটের পারদ ঊর্ধ্বমুখী। বিজেপির 'পাল্টানো দরকার'-এর সুরে না হলেও তরুণ সমাজকে পরিবর্তনের অংশ হওয়ার ডাক দিয়েছেন তিনি। রাজ্যপাল বলেছেন, 'পরিস্থিতির পরিবর্তনই আসল।'

রাজ্যপাল একা নন, পূর্ব বর্ধমানে এসে পরিবর্তনের পক্ষে স্লোগান দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনও। তিনি বলেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি মানুষ পরিবর্তনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। ২০১৬ সালেও এখানে এসেছিলাম। কিন্তু এবার যা দেখছি তা হল মানুষ এখন আরও খোলাখুলি বলছে আমাদের সমস্যাগুলি এরকম এবং আমাদের আরও ভালো প্রশাসন দরকার। আমার মনে হয় বাংলায় এবার পরিবর্তন আসবে।'

স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যপাল এবং অর্থমন্ত্রীর পরিবর্তন বার্তায় রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়েছে। উত্তরবঙ্গে ভোটপ্রচারের মধ্যেই রাজ্যপালকে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'রাজভবনের লাটসাহেব, নববর্ষের দিন বাঙালিকে ও রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানান। তা না করে আমাকে, সরকারকে গালিগালা দিচ্ছেন। আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। আমাদের বিরুদ্ধে কেন? এখন তো কোনও কিছুই আমাদের হাতে নেই। ভোটের সময় তো সবই নির্বাচন কমিশনের হাতে। ওঁদেরই তো দায়। আইনশৃঙ্খলা ওদেরই হাতে। এ সব আমাদের নয় ওদের বলুন।'

এদিন স্কুল, কলেজ ও শিক্ষা ক্ষেত্রেও পরিসংখ্যান তুলে সারা দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের 'অধোগতির' কথাও উল্লেখ করেন রাজ্যপাল। পশ্চিমবঙ্গে ওপরে তুলে ধরতে রাজ্যের যুব সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান রাজ্যপাল। তিনি বলেন, 'পরিবর্তনের অংশ হওয়ার প্রতিক্ষা করুন। উন্নত হওয়ার, গৌরব পুনরুদ্ধার করার এই পরিবর্তন আকাশ থেকে এসে পড়বে না। এটা আমাদেরই করতে হবে। আমাদের প্রত্যেককেই করতে হবে আসুন। নববর্ষে শপথ করুন, সারা দেশ অভূতপূর্ব গতিতে এগোচ্ছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে থাকতে পারে না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে পরিস্থিতি আজ খারাপ।'

কটাক্ষ মমতার

কালীঘাটে সস্ত্রীক রাজ্যপাল।

ডিলিমিটেশনে চড়া সুর বিরোধীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল : নীতিগতভাবে মহিলা সংরক্ষণ বিলের পক্ষে থাকলেও তার প্রয়োগ পদ্ধতি এবং ডিলিমিটেশন কৌশলের বিরোধিতায় সুর চড়াল বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মহিলা সংরক্ষণ বিলকে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে দাবি করলেও বুধবার কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে আয়োজিত বিরোধী দলগুলির এক বৈঠকে সাফ বলা হয়েছে, জনস্বার্থের আড়ালে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার এই সরকারি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সংসদে মরণপণ লড়াই করা হবে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। পরে এক ভিডিওবার্তায় তিনি বলেন, 'কংগ্রেস স্পষ্টভাবে মহিলা সংরক্ষণকে সমর্থন করে। ২০২৩ সালে সংসদ সর্বসম্মতিক্রমে এই বিল পাশ করেছে এবং এটি ইতিমধ্যেই সংবিধানের অংশ। বর্তমানে সরকার যা প্রস্তাব করছে, তার সঙ্গে মহিলাদের সংরক্ষণের কোনও সম্পর্ক নেই। এই সংশোধন আসলে ডিলিমিটেশন এবং রাজনৈতিক স্বার্থে আসন বিন্যাসের কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা।' রাহুলের সাফ কথা, 'ওবিসি, দলিত ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের ন্যায্য অংশ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা আমরা মেনে নেব না।' প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমের কটাক্ষ, 'মোদির ৫০ শতাংশ তত্ত্ব আসলে ভাঁওতা। ডিলিমিটেশনে দক্ষিণী রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব কমে ২০ শতাংশ হবে।' আসন পুনর্বিন্যাস নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ডিএমকে সভাপতি এমকে স্ট্যালিন। স্ট্যালিন জানিয়েছেন, দেশের দক্ষিণের রাজ্যগুলি তো বটেই, অন্য কোনও রাজ্যের স্বার্থ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে বিরাট আন্দোলনে নামবেন তাঁরা।

আজ থেকে বিশেষ অধিবেশন সংসদে

বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বিশেষ অধিবেশন। সেখানেই মহিলা সংরক্ষণ বিলের আড়ালে ডিলিমিটেশন সংক্রান্ত ৩টি বিল পেশ করার কথা কেন্দ্রের। অধিবেশন শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগেই বিরোধী শিবিরের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান মোদি সরকারের কাছে মাথাব্যথার কারণে পরিণত হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু দাবি করেছেন, 'দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিকে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয় এবং নারী শক্তির প্রশ্নে সব দলেরই ঐক্যবদ্ধ থাকা দরকার।'

বিশ্ববিদ্যালয়ে ইডি হানা

ফাগওয়াড়া, ১৫ এপ্রিল : পঞ্জাবে আপের রাজ্যসভা সাংসদ অশোক মিত্তলের মালিকানাধীন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে তল্লাশি চালাল ইডি। বুধবার ফাগওয়াড়ার লাভলি প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটি সহ জলন্ধর ও গুরুগ্রামের অন্তত আট-নয়টি স্থানে হানা দেন তদন্তকারীরা। মূলত বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন (ফেমা) লঙ্ঘনের অভিযোগে এই অভিযান। রাঘব চাড্ডাকে সরিয়ে অশোক মিত্তলকে রাজ্যসভায় দলের উপদল নেতা করার পরেই কেন্দ্রীয় তৎপরতাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন আপ নেতৃত্ব।

নিরাপত্তার ঘোলাজলে রাঘব

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল : বুধবার পঞ্জাবের আপ সরকারের তরফে রাঘব চাড্ডার জেড প্লাস নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। তার কিছু সময় পরই কেন্দ্রের তরফে জেড স্তরীয় নিরাপত্তা প্রদান করা হয় রাঘবকে। কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। আপের মুখপাত্র প্রিয়াংকা কাক্কারের দাবি, রাঘব বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। দর কষাকষির আড়ালে তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে।

বিহারে শপথ পদ্মের সম্রাট

পাটনা, ১৫ এপ্রিল : বুধবার থেকে বিহারে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্রাট-যুগের সূচনা হয়ে গেল। এদিন লোকভবনে বিহারে বিজেপির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সম্রাট চৌধরীকে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল অবসরপ্রাপ্ত লেঃ জেনারেল সৈয়দ আটা হাসনেন। সদ্যপ্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের ছেলে নিশান্তকে নিয়ে জল্পনা ছড়ালেও শেষমেশ তা বাস্তবায়িত হয়নি। তাঁর বদলে দুই বর্ষীয়ান জেডিইউ নেতা বিজয়কুমার চৌধরী এবং বীজেন্দ্র প্রসাদ যাদব উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এদিন শপথ নিয়েছেন। নিশান্তকে উপমুখ্যমন্ত্রী পদ নিতে রাজি হননি বলে জানা গিয়েছে। নিশান্তের যুক্তি, এতদিন ধরে নীতীশ কুমার পরিবারতন্ত্রের বিরোধিতা করেছেন। তাই তিনি রাজনীতিতে এসেই যদি উপমুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসে পড়েন তাহলে দলের অন্দরেই ভাবমূর্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। এদিকে যে সমস্ত দলবদলু ইতিমধ্যে বিজেপিতে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন তাঁদের তালিকায় এবার ঢুকে পড়লেন সম্রাট চৌধরী। তাঁর আগে পেমা খান্ডু, হিমন্ত বিশ্বশর্মা, মানিক সাহারাও দল বদলে বিজেপিতে নাম লিখিয়েছেন।

শপথে নীতীশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা, চিরাগ পাসোয়ান প্রমুখ তা হাজির ছিলেন। সম্রাট চৌধরীকে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শপথগ্রহণের পরই বিহারে মোদি-নীতীশ মডেল জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি। সচিবালয়ে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে জনসাধারণের যাবতীয় সমস্যার দ্বিগুন গতিতে কাজ করতে হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

হরমুজে জল মাপতে গিয়ে অধৈর্য বেজিং

ওয়াশিংটন ও বেজিং, ১৫ এপ্রিল : ইরান যুদ্ধের আঁচ এবার সরাসরি গিয়ে লাগল লাল চিনের গায়ে। হরমুজ প্রণালীতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া নৌ-অবরোধে রীতিমতো দমবন্ধ দশা বেজিংয়ের। ইরানের তেলের ওপর চিনের অর্থনীতি নির্ভরশীল, আর সেই পথেই মার্কিন রণতরীর খবরদারি। সব মিলিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের রণভূমি এখন আমেরিকা বনাম চিনের সরাসরি সংঘাতের মঞ্চ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চিনের জ্বালানি তেলের ৪০ শতাংশ আসে এই হরমুজ প্রণালী দিয়ে। ট্রাম্পের নির্দেশে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) সেই পথ আটকে দিতেই শুরু হয়েছে গোলমাল। মার্কিন অ্যাডমিরাল ব্র্যাড কুপার বুক ঠুকে দাবি করেছেন, মাত্র ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে ইরানের সব রকমের বাণিজ্যিক লেনদেন তাঁরা অচল করে দিয়েছেন। সম্প্রতি একটি চিনা তেলের ট্যাংকারকে মার্কিন নৌবাহিনী বাধা দেওয়ায় পরিস্থিতি আরও তপ্ত হয়েছে। বিশেষজ্ঞ দিমিত্রি লাস্কারিসের সাফ কথা, 'এটা শুধু ইরানকে নয়, সরাসরি চিনকে উসকানি দিচ্ছে আমেরিকা।'

বসে নেই জিনপিংও। তেলের জোগান নিশ্চিত করতে জিবুতির ঘাঁটি থেকে পারস্য উপসাগরে অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ বা ডেস্ট্রয়ার পাঠিয়ে দিয়েছে চিন। ওমান উপসাগরে মার্কিন জাহাজের গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখছে লালফৌজ। মার্কিন গোয়েন্দাদের দাবি, ইরানকে তলে তলে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে সাহায্য করছে চিন। যদিও বেজিং এই দাবিকে 'ভিত্তিহীন' বলে উড়িয়ে দিয়েছে। চিনের বিদেশ মন্ত্রকের হুঁশিয়ারি, 'অজুহাত দেখিয়ে কর বাড়ালে আমেরিকা যেন দাঁতভাঙা জবাবের জন্য তৈরি থাকে।'

এদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পও দমবার পাত্র নন। 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ তিনি স্পষ্ট লিখেছেন, ইরানকে অস্ত্র দিলে চিনা পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানো হবে। তবে নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ট্রাম্পের দাবি, তাঁর জন্যই নাকি হরমুজ প্রণালী সুরক্ষিত থাকছে আর তাতে সবথেকে বেশি লাভ চিনেরই! তাঁর কথায়, 'চিন খুব খুশি যে আমি স্থায়ীভাবে হরমুজ প্রণালী উন্মুক্ত করে দিচ্ছি। আমি এটি তাদের জন্য এবং সেই সঙ্গে গোটা বিশ্বের জন্য করছি। এই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি আর কখনও ঘটবে না। ওরা (চিন) ইরানে অস্ত্র না পাঠাতে রাজি হয়েছে।'

প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ সন্দীপ উন্নিথানের মতে, পরিস্থিতি হাতের বাইরে গেলে চিন তাদের তেলের ট্যাংকার বাঁচাতে সরাসরি যুদ্ধজাহাজ নামাতে পারে। চিনের হাতে বর্তমানে ২৩৪টি যুদ্ধজাহাজ রয়েছে, সংখ্যার বিচারে যা আমেরিকার চেয়েও বেশি। বিশ্লেষক মারিও নাফাল তো বলেই দিয়েছেন, 'শুরু হয়েছিল আমেরিকা-ইরান লড়াই দিয়ে, এখন সেটা আমেরিকা বনাম চিন যুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।'

চিনের দুর্বলতা বলতে যুদ্ধের অভিজ্ঞতার অভাব। কিন্তু জ্বালানি সংকটে অর্থনীতি লাটে ওঠার উপক্রম হলে বেজিং যে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না, তা শি জিনপিংয়ের 'জঙ্গলের আইন' মন্তব্যে পরিষ্কার।

ট্রাইবিউনালের দরজায় কড়া নেড়ে শুধুই বিপন্নতা...

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল : চৈত্র শেষের হাওয়ায় পুরনো বছরের সঙ্গেই যেন ভেসে গেল ওদের পরিচয়। বাগদা, রানাঘাট কিম্বা কল্যাণীর আপিল ট্রাইব্যুনালের সামনে দাঁড়ানো অসহায় মানুষগুলোর চোখে-মুখে এখন শুধু একটাই আতঙ্ক, ভিটেমাটি আর নাগরিকত্ব হারানোর ভয়। রাতারাতি 'ডি-ভোটার' তকমা জুটেছে কপালে, মুছে দেওয়া হয়েছে ভোটার তালিকা থেকে নাম। রাজ্যের প্রায় ২৬ লক্ষ মানুষ এখন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একা লড়ছেন নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার এক অসম লড়াইয়ে। নির্বাচন কমিশনের এই স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন-এর নেপথ্যে অনেকেই দেখছেন ক্ষমতা দখলের সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক চক্রান্ত। যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে নির্বাচনের নামে কার্যত এক চরম প্রহসন চলছে।

সন্দেহজনক ৬০ লক্ষের তালিকা থেকে এখনও ছাড়পত্র পাননি প্রায় ২৬ লক্ষেরও বেশি মানুষ। সুপ্রিম কোর্টও জানিয়ে দিয়েছে, এবারের নির্বাচনে এই বাদ পড়া মানুষরা আর ভোট দিতে পারবেন না। এই নির্দেশের পরেই রাজনৈতিক দলগুলোও যেন হাত ধুয়ে ফেলেছে। এখন সবার নজর শুধু ক্ষমতার মসনদ দখলের দিকে। তৃণমূল থেকে বিজেপি—সভা গরম করা ভাষণ দিলেও, বাস্তবে এই ছিন্নমূল বা প্রান্তিক মানুষগুলোর পাশে কেউ নেই। ভিটেমাটি রক্ষার এই লড়াইটা এখন সম্পূর্ণ একা লড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

বাগদা থেকে কল্যাণী—উদ্বাস্তু ও মতুয়া অধ্যুষিত এলাকার ছবিটা সর্বত্রই এক। রানাঘাট মহকুমায় জুডিশিয়াল শুনানির পরও বাদ পড়েছেন প্রায় ৬০ হাজারের বেশি মানুষ। আপাতত তাদের শেষ ভরসা সাব-ডিভিশনাল ট্রাইব্যুনাল। রানাঘাট এসডিও অফিসের কাছে পরিত্যক্ত সরকারি গেস্ট হাউসে গড়ে ওঠা ট্রাইব্যুনালে রোজ গড়ে আড়াই হাজার আবেদন জমা পড়ছে। কিন্তু গত কয়েকদিনে সেই ভিড়েও ভাটা পড়েছে। চৈত্র সংক্রান্তি বা নববর্ষ নয়, বরং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেই উৎসাহ হারিয়েছেন মানুষ।

বাতিল ২৬ লক্ষ

আট কিলোমিটার হেঁটে আসা রাধানগরের মিনতি রায়ের (নাম পরিবর্তিত) আক্ষেপ, 'ছেলে আর স্বামীর নাম তালিকায় আছে, অথচ শ্বশুর আর আমার নাম বাদ! আমরা নাকি এদেশের লোক না! ভোটই যদি না দিতে পারি, তাহলে এই কাগজ জমা দিয়ে কী হবে?' গাংনাপুরের প্রবীর বিশ্বাস ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও এবার বাতিল হয়েছেন। একই কাগজ দেখিয়ে তাঁর দাদার নাম উঠলেও, তাঁর নাম কেন বাদ গেল, জানা নেই উত্তর। বগুলার সন্ধ্যা রাউত ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'পঞ্চায়েতে যাকে জিতিয়েছি, সে এখন বলছে ভোট মিটলে দেখবে। কাজকর্ম ফেলে ২০ কিলোমিটার ছুটে আসছি, কে শুনবে আমাদের কথা!'

কল্যাণীর ট্রাইব্যুনালে আবার অন্য ছবি। আধিকারিকরা শুধু ফর্ম জমা নিচ্ছেন, কিন্তু এরপর কী হবে, তা তাঁরাও জানেন না। আতঙ্কে আর অস্তিত্বহীনতার ভয়ে মানুষ জমির দলিল থেকে শুরু করে অপ্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজ জমা দিচ্ছেন। এক আধিকারিকের কথায়, 'মানসিক চাপের কারণেই ওঁরা সব কাগজ জমা দিয়ে নাম তোলার মরিয়া চেষ্টা করছেন।'

তবে, শুধু অশিক্ষিত বা প্রান্তিক মানুষই নন, শিক্ষিতরাও এই প্রহসনের শিকার। হাঁসখালির শিক্ষক এবং আটবারের প্রিসাইডিং অফিসার শরফুদ্দিন আহমেদ মণ্ডল সামান্য নামের অমিলের কারণে আজ অনুপ্রবেশকারী! পাসপোর্ট, প্যান কার্ড, আধার—সব দেখিয়েও তিনি ভোটাধিকার ফিরে পাননি। এক বিএলও-র আক্ষেপ, 'বয়স্ক, মহিলা আর প্রান্তিক মানুষদেরই বেছে বেছে বাদ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের কথা আর কাজে আকাশপাতাল ফারাক।' রাষ্ট্রের এই যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে ২৬ লক্ষ মানুষের ভাগ্য এখন সত্যিই এক অন্ধকার সুড়ঙ্গে আটকে।

সিবিএসই'তে টেক্কা মেয়েদের

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল : চলতি বছর সিবিএসই-র দশম শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষায় পাশের হারে ছেলেদের টেক্কা দিল মেয়েরা। কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সিবিএসই) বুধবার ২০২৬ সালের দশম শ্রেণির পরীক্ষার ফল ঘোষণা করেছে। এবার সামগ্রিক পাশের হার ৯৩.৭০ শতাংশ, যা গত বছরের ৯৩.৬৬ শতাংশের তুলনায় সামান্য উন্নত। এবারও ছেলেদের চেয়ে ভালো ফলাফল করে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে মেয়েরা। এবছর মেয়েদের পাশের হার ৯৪.৯৯ শতাংশ, যেখানে ছেলেদের পাশের হার ৯২.৬ শতাংশ। এছাড়া তৃতীয় লিঙ্গের শিক্ষার্থীদের পাশের হার ৮৭.৫০ শতাংশ।

৯ বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে উঠে উল্লাস অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের।

অ্যানফিল্ডে স্বপ্নভঙ্গ লিভারপুলের

বার্সার বিদায়ে আক্ষেপ ফ্লিকের

মাদ্রিদ ও লন্ডন, ১৫ এপ্রিল : কোয়ার্টার ফাইনালেই সফর শেষ। বার্সেলোনার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের অপেক্ষা আরও বাড়ল।

শেষ আটের প্রথম লেগে ঘরের মাঠে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের কাছে ২-০ গোলে হারের মুখ দেখেছিল কাতালন জায়েন্টরা। মেট্রোপলিটানোয় বার্সেলোনা প্রত্যাবর্তন করল বটে। তবে ২-১ গোলে সেই জয় কোনও কাজেই এল না। দুই লেগ মিলিয়ে ৩-২ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকায় চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দৌড় থেকে ছিটকে গেল বার্সা।

মঙ্গলবার রাতে ম্যাচের চতুর্থ মিনিটেই লামিনে ইয়ামালের গোলে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। ২৪ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ফেরান টোরেস। কিন্তু এই মরশুমে যে সমস্যা বারবার বিপদে ফেলেছে হ্যান্সি ফ্লিকের দলকে এদিনও আরও একবার তা প্রকট হয়ে উঠল। হাইলাইন ডিফেন্সের ভুলে ৩১ মিনিটে গোল হজম করতে হয় কাতালন ক্লাবটিকে। এরপর রবার্ট লেওয়ানডস্কি, মার্কাস র‍্যাশফোর্ডদের নামিয়েও ম্যাচে ফিরতে পারেনি বার্সা। দীর্ঘ ৯ বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ চারে খেলার ছাড়পত্র পেল অ্যাটলেটিকো।

ফলাফল

অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ১-২ বার্সেলোনা

(দুই লেগ মিলিয়ে অ্যাটলেটিকো ৩-২ গোলে জয়ী)

লিভারপুল ০-২ প্যারিস সাঁ জাঁ

(দুই লেগ মিলিয়ে প্যারিস সাঁ জাঁ ৪-০ গোলে জয়ী)

দ্বিতীয় লেগ জিতেও সেমিফাইনালে ওঠা হল না বার্সেলোনার লামিনে ইয়ামালদের (বাঁয়ে)। ওসমানে ডেম্বেলের জোড়া গোলে শেষ চারে পৌঁছাল পিএসজি।

ম্যাচ শেষে হতাশা ঢেকে রাখতে পারেননি ফ্লিক। আক্ষেপের সুরে তিনি বলেছেন, 'আমরা অনেক সুযোগ তৈরি করেছি। কমপক্ষে ৩ গোলে জিততে পারতাম। কিন্তু একটা গোল হজমই সব হিসাব বদলে দিল।' তিনি আরও বলেছেন, 'দশজনে খেলেও প্রতিপক্ষের ওপর চাপ তৈরি করেছি আমরা। কিছু উন্নতির জায়গা থাকলেও ছেলেদের সমালোচনা করতে চাই না।'

দ্বিতীয় লেগের অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে অ্যানফিল্ডে লিভারপুলকে ২-০ গোলে হারাল প্যারিস সাঁ জাঁ। দুই লেগ মিলিয়ে ৪-০ গোলে জিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিল পিএসজি। প্যারিসের ক্লাবটির হয়ে দুটি গোলই করেন ওসমানে দেম্বেলে। ইপিএল জয়ের দৌড় থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছে লিভারপুল। এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও স্বপ্নভঙ্গ হল। এই পরিস্থিতিতে প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট টেবিলে প্রথম পাঁচে জায়গা ধরে রাখাই একমাত্র চ্যালেঞ্জ লিভারপুলের। অ্যানফিল্ডে কোচ আর্নে স্লটের ভবিষ্যৎও তার ওপর নিশ্চিত করছে। এদিন ম্যাচ শেষে স্লট বলেছেন, 'আমরা অবশ্যই হতাশ। তবে এই দলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।'

রাহানের জরিমানা, আহমেদাবাদে নারায়ণরা

ছন্দে ফেরার পথ পাচ্ছে না কেকেআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ এপ্রিল : অতীতে কখনও হয়নি এমন। পাঁচ ম্যাচ হয়ে যাওয়ার পরও জয় অধরা, আইপিএলের উনিশ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম এমন অবস্থার সামনে কলকাতা নাইট রাইডার্স।

বেহাল বোলিং। হতশ্রী ব্যাটিং। দলের কম্বিনেশন নিয়ে গোলকধাঁধা। নাইট সংসারে সবকিছুর মধ্যেই অদ্ভুত অচলাবস্থা। কীভাবে সাফল্য পাওয়া যাবে, কীভাবে দল জয়ে ফিরবে, কীভাবে দল হিসেবে মাঠে পারফর্ম করতে পারবে কেকেআর-প্রশ্ন বিস্তর। কোনও প্রশ্নেরই স্পষ্ট জবাব নেই। গতরাতে চেন্নাই এক্সপ্রেসে কচুকাটা হয়েছেন নাইটরা। হারের যন্ত্রণার পাশে প্রবল হতাশার সঙ্গে পাঁচ ম্যাচে এক পয়েন্ট নিয়ে আজ বিকেলে চেন্নাই থেকে আহমেদাবাদ পৌঁছে গিয়েছেন আজিঙ্কা রাহানেরা। শুক্রবার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে শুভমান গিলের দলের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচ। তার আগে কেকেআর চলতি আইপিএলে কোনও ম্যাচে জিততে পারবে, এমন ভাবনা অতি বড় সমর্থকও আর করছেন না। কোচ অভিষেক নায়ার, অধিনায়ক রাহানেও যে জয়ের ছন্দে ফিরতে চাইছেন, এমনটা মনে হচ্ছে না বাইরে থেকে।

প্রতিদিন নিয়ম করে অনুশীলন করছে পুরো দল। আইপিএল শুরুর আগেও ইডেন গার্ডেন্সে অনুশীলন হয়েছিল নাইটদের। প্রতিযোগিতার পাঁচ ম্যাচ ও তার আগে ইডেনে প্রাক মরশুম শিবির ধরলে শেষ এক মাস ধরে পুরো দল একসঙ্গে রয়েছে। অথচ, রাহানেরা এখনও জানেন না দলের আদর্শ কম্বিনেশন কী হতে পারে। শ্রীলঙ্কার জোরে বোলার মাথিশা পাথিরানা ফিট হয়ে গিয়েছেন। আহমেদাবাদেই তাঁর কেকেআর স্কোয়াডে যোগ দেওয়ার কথা। কিন্তু তিনিই বা দলে যোগ দিয়ে কী করবেন? পাথিরানা আর যাই হোন না কেন, ম্যালকম মার্শাল নন। তিনি একার হাতে কেকেআরের যাবতীয় গ্লানি ধুয়েমুছে সাফ করে দেবেন, এমন হওয়া কঠিন। ঠিক যেমন ২৫.২০ কোটি টাকায় নিলাম থেকে ক্যামেরন গ্রিনকে দলে নিয়ে কেকেআর ম্যানেজমেন্ট এখন হাত কামড়াচ্ছে। ক্রিকেটপ্রেমীদের মতো কেকেআরের কর্তাদেরও মনে হতে শুরু করেছে, গ্রিনের ২৫ কোটি 'ভস্মে ঘি ঢালা'-র মতোই হয়ে গিয়েছে।

টসে জিতে গতরাতের এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে চেন্নাইকে ব্যাটিং করতে পাঠিয়েছিলেন নাইট অধিনায়ক রাহানে। সঞ্জু স্যামসনদের শুরুর দাপট থামিয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯২ রানে তাদের আটকে দিয়েছিলেন কার্তিক ত্যাগী, সুনীল নারায়ণরা। পরে রান তাড়া করতে নেমে নারায়ণকে দিয়ে ইনিংস ওপেন করিয়ে চমক দিয়েছিল কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট। এই পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। কিন্তু রান তাড়া করতে গিয়ে যে কুৎসীত ব্যাটিং দুনিয়াকে দেখিয়েছেন ফিন অ্যালেন, অঙ্গকৃষ রঘুবংশী, গ্রিন, রাহানেরা- তারপর দলের আইপিএল ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। উপরি হিসেবে মন্থর ওভাররেটের জন্য অধিনায়ক রাহানের জরিমানাও হয়েছে। কেকেআর সংসারে রাহানের জরিমানা নিয়ে কেউ বিশেষ ভাবছেন, এমন নয়। ভাবনা ও পরিকল্পনা একটাই, জয়ে ফেরা। কিন্তু কীভাবে? সেই প্রশ্নের জবাব কেউ জানে না আপাতত। কোচ অভিষেক অনভিজ্ঞ। অধিনায়ক রাহানে কুড়ির ক্রিকেটের অচল আধুলি। তাই চেন্নাই ম্যাচ হারের পর দলের বোলিং কোচ টিম সাউদিকে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বলতে হয়েছে, পাওয়ার প্লে-র রানই দুই দলের মধ্যে ফারাক গড়ে দিয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, চেন্নাই প্রথম ছয় ওভারে করেছিল ৭২/২। আর কেকেআর রান তাড়া করতে গিয়ে পাওয়ার প্লেতে করেছিল ৩৬/২।

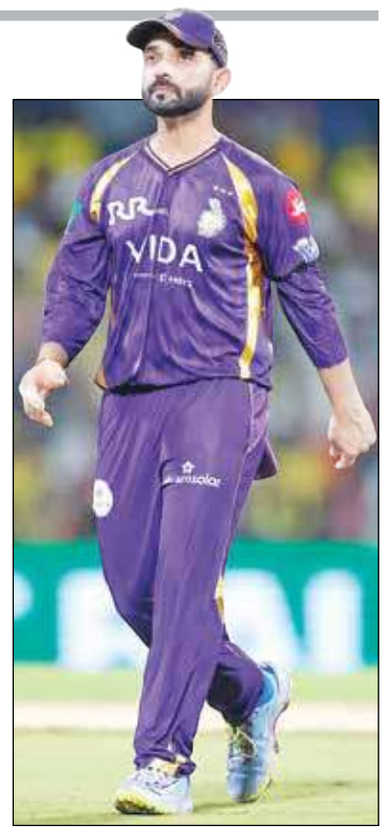

ব্যাটে রান নেই, দল ক্রমাগত হারছে। চাপে কেকেআর অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে।

দুই দলের বেসিক ফারাক বোঝার জন্য ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। ঘটনা হল, অকর্মন্য কোচ-অধিনায়কের পাশে ভুলে ভরা টিম ম্যানেজমেন্ট হলে যা হওয়ার, তাই এখন হচ্ছে নাইট সংসারে। যার শেষটা কীভাবে হয়, সেটাই এখন দেখার।

মাহিমন্ত্রে নাইট বধ চেন্নাইয়ের

চেন্নাই, ১৫ এপ্রিল : তিনি চেষ্টা করছেন। মানসিকভাবে ছটফটও করছেন। কিন্তু চোট সারিয়ে পুরো ফিট হয়ে এখনও মাঠে ফিরতে পারেননি মহেন্দ্র সিং ধোনি।

মাহি কবে আইপিএলের আঙিনায় নামবেন, এখনও স্পষ্ট নয়। চেন্নাই সুপার কিংসের একটি সূত্রের দাবি, ১৮ এপ্রিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচে মাহিকে মাঠে দেখা যেতে পারে। তবে তার আগে ফিটনেস পরীক্ষায় সফল হতে হবে ধোনিকে।

হায়দরাবাদ ম্যাচে ফিরতে পারেন

শেষপর্যন্ত চোট সারিয়ে ফিট হয়ে মাহি ঠিক কবে মাঠে ফিরতে পারবেন, সময় বলবে। তার আগে মাঠের বাইরে থেকে ধোনির মন্ত্রে দলকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়। দিল্লি ক্যাপিটালসের পর গতরাতে কলকাতাকে হারিয়ে পাঁচ ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে আট নম্বরে উঠে এসেছে চেন্নাই সুপার কিংস। এখন শুধুই এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে পাঁচবারের আইপিএল জয়ী সিএসকে। দলের সাফল্যে সবাই অবদান রাখতে শুরু করেছেন। যেমন গতরাতে কেকেআরের বিরুদ্ধে ম্যাচে সিএসকে-র আফগান স্পিনার নুর আহমদ মাহির পরামর্শে দলকে সাফল্যের দিশা দিয়েছেন।

কেকেআর-কে হারিয়ে জোড়া জয়ের পর গতরাতের এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন চেন্নাইয়ের সহকারী বোলিং কোচ শ্রীধরন শ্রীরাম। সেখানেই তিনি জানিয়েছেন দলকে মাঠের বাইরে থেকে কীভাবে প্রেরণা জুগিয়ে চলেছেন ধোনি। নুরের সাফল্য নিয়ে প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে শ্রীরাম বলেছেন, 'অনুশীলনে নুরের সঙ্গে দীর্ঘসময় কথা বলেছিল ধোনি। ওকে বুঝিয়েছে, বেশি করে লেগ ব্রেক করতে। আর পরিস্থিতি বুঝে স্টক বল গুগলির ব্যবহার করতে। এভাবেই কেকেআরের বিরুদ্ধে সফল হয়েছে নুর।' শুধু নুরকে সাফল্যের মন্ত্র দেওয়াই নয়, এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে কেকেআরের বিরুদ্ধে ম্যাচের বাইশ গজে পরের দিকে বল ঘুরতে পারে, দলকে আগাম সেই বার্তা দিয়েছিলেন মাহি। দলের সহকারী বোলিং কোচের কথায়, 'কেকেআর ম্যাচের আগে যেসব ম্যাচ হয়েছে চিপকে, সেখানে উইকেট ছিল পাটা। কিন্তু গতরাতের ছবিটা ছিল ভিন্ন। বল ঘুরেছে পিচে। আবার বাউন্সের কারণে জোরে বোলাররাও সাহায্য পেয়েছিল। ধোনি আগেই বুঝে গিয়েছিল পিচের চরিত্র। সেই মতো সতীর্থদের বার্তাও দিয়েছিল ও।'

চেন্নাই সুপার কিংস ব্যাটিংয়ের ভরসা হয়ে উঠেছেন আয়ুষ মাত্রে।

গম্ভীরকে ছাঁটাইয়ের বিরোধিতায় মুনাফ

মুম্বই, ১৫ এপ্রিল : ভারতীয় দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীরকে ছাঁটাই করা হলে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে চরম মূল্য চোকাতে হবে বলে সতর্ক করে দিলেন প্রাক্তন পেসার মুনাফ প্যাটেল। গম্ভীরের কোচিংয়ে ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, এশিয়া কাপ এবং টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছে ঠিকই, কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটে দলের হতশ্রী পারফরমেন্সের জন্য গম্ভীরের অপসারণের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে টেস্ট থেকে অবসরে বাধ্য করার অভিযোগও রয়েছে গম্ভীরের বিরুদ্ধে। কিন্তু মুনাফ তাঁর প্রাক্তন সতীর্থের পাশেই দাঁড়াচ্ছেন। তিনি বলেছেন, 'গম্ভীরকে সরালে দল সামলানো মুশকিল হবে। ও মুখের ওপর সত্যি কথা বলতে পারে, যা অনেকেই পছন্দ করে না। বিরাট বা রোহিতকে না বলা সহজ কাজ নয়। দেশের কোচিং করাতে গিয়ে গম্ভীরকে অনেকেরই বিরাগভাজন হতে হচ্ছে।'

রোহিতকে নিয়ে ধোঁয়াশায় মুম্বই

মুম্বই, ১৫ এপ্রিল : ২ ম্যাচে মাত্র ৪ পয়েন্ট। শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। গোদের ওপর বিষফোড়া রোহিত শর্মার হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট। বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে হিটম্যানের খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে। বুধবার শুরুতে ট্রেনিং না করলেও পরের দিকে হালকা জগিং করতে দেখা গিয়েছে রোহিতকে। ফলে তাঁকে নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছে মুম্বই শিবির।

শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বে অপ্রতিরোধ্য দেখাচ্ছে পাঞ্জাবকে। ৪ ম্যাচে অপরাজিত থেকে তাদের সংগ্রহ ৭ পয়েন্ট। শুরুতে প্রভসিমরান সিং এবং প্রিয়াংশ আর্য মঞ্চ গড়ে দিচ্ছেন। বাকি কাজটা সারছেন শ্রেয়স-কুপার কনোলিরা।

প্রথম ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে হারালেও দল হিসেবে খেলতে পারছে না মুম্বই। একদিকে ফর্মে নেই সূর্যকুমার যাদব (৪ ম্যাচে ১০৬ রান), তিলক ভার্মারা (৪ ম্যাচে ৩৫ রান)। অন্যদিকে, ছন্দে নেই বোলিং বিভাগও। রান আটকালেও এখনও পর্যন্ত উইকেটহীন জসপ্রীত বুমরাহ। অন্যদিকে, শুরুতে দাঁত ফোটাতে পারছেন না ট্রেন্ট বোল্টও। ডেথ ওভারে মার খাচ্ছেন অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়াও। এমন পরিস্থিতিতে রোহিতের না থাকাটা নিঃসন্দেহে বড় ক্ষতি মুম্বইয়ের। ম্যানেজমেন্ট জানিয়েছে, 'মেডিকেল টিম দেখছে। ওরাই সিদ্ধান্ত নেবে।' বুধবার ওয়াংখেড়েতে সুনীল ছেত্রী মুম্বইয়ের অনুশীলনে এসে হার্দিক পান্ডিয়াদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। তা আগামীকাল কাজে লাগে কিনা, সেদিকেও নজর থাকবে। তবে প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার অ্যারন ফিঞ্চের মতে বোলিংয়ে নজর দেওয়া উচিত হার্দিকদের। তাঁর কথায়, 'শুরুতে উইকেট ফেলাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে ট্রেন্ট বোল্টের দায়িত্ব নেওয়া প্রয়োজন। ওকে বলে সুইং ফিরিয়ে আনতে হবে।'

আইপিএলে আজ

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম পাঞ্জাব কিংস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : মুম্বই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

সুনীল ছেত্রীকে ব্যাটিং শেখানোর চেষ্টায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া। মুম্বইয়ে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বুধবার।

অবসর অ্যাক্সেলসেনের

কোপেনহেগেন, ১৫ এপ্রিল : মাত্র ৩২ বছর বয়সেই পেশাদার ব্যাডমিন্টন থেকে হঠাৎ অবসরের কথা ঘোষণা করলেন ডেনমার্কের কিংবদন্তি শাটলার ভিক্টর অ্যাক্সেলসেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তে গোটা ব্যাডমিন্টন দুনিয়া কার্যত স্তম্ভিত। ইনস্টাগ্রামে এক আবেগঘন বার্তায় অলিম্পিকে জোড়া সোনাজয়ী এই তারকা জানিয়েছেন, পিঠের পুরোনো চোটের কারণেই তাঁকে এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। চোট সারাতে অস্ত্রোপচার এবং ইনজেকশন নিয়েও কোনও লাভ হয়নি। দীর্ঘ কেরিয়ারে লিন ডানের পর দ্বিতীয় পুরুষ শাটলার হিসেবে অলিম্পিকে খেতাব ধরে রাখার নজির গড়েছিলেন তিনি। ভারতীয় শাটলার লক্ষ্য সেন এবং আয়ুষ শেট্টিরাও তাঁর কাছেই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। অ্যাক্সেলসেনের এই আচমকা বিদায় বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।

বিগ ব্যাশে জটিলতা

সিডনি, ১৫ এপ্রিল : বিগ ব্যাশ লিগের বেসরকারিকরণ নিয়ে বড়সড়ো জটিলতায় পড়ল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। নিউ সাউথ ওয়েলস এবং কুইন্সল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড এই প্রস্তাবিত বেসরকারিকরণে এখনই সায় দিতে নারাজ। সিএ-র এই পদক্ষেপে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ থেকে ৬০০ থেকে ৮০০ মিলিয়ন ডলার আয় হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। কিন্তু এনএসডব্লিউয়ের মতে, বেসরকারিকরণের আগে বিকল্প আয়ের পথগুলি, বিশেষ করে টিকিট, স্পনসরশিপ বা বেটিংয়ের মতো দিকগুলো খতিয়ে দেখা উচিত। এনএসডব্লিউয়ের এই আপত্তির জেরে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার অন্দরেই এখন তীব্র মতবিরোধ দেখা দিয়েছে।

বেঙ্গালুরু ম্যাচে ব্রুজোঁর ভাবনায় জোড়া স্ট্রাইকার

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরু এফসি-র সামনে রক্ষণ নিশ্ছিদ্র রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ ইস্টবেঙ্গলের জন্য।

সুনীল ছেত্রীদের হারাতে পারলে আইএসএলের খেতাবি দৌড়ে পুরোপুরিভাবে ফিরে আসবে লাল-হলুদ ব্রিগেড। তবে কাজটা নিঃসন্দেহে কঠিন। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে লাল কার্ড দেখেছিলেন বেঙ্গালুরুর ব্রায়ান স্যাঞ্চেজ। ফলে মনে করা হয়েছিল মাঝমাঠের লড়াইটা তুলনামূলকভাবে সহজ হবে ইস্টবেঙ্গলের জন্য। তবে বেঙ্গালুরুর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রায়ানের লাল কার্ড প্রত্যাহার করা হয়েছে।

আইএসএলে আজ

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম বেঙ্গালুরু এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও ফ্যানকোড অ্যাপ

এই ঘটনায় ভীষণ ক্ষুব্ধ লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। বেঙ্গালুরু ম্যাচের আগে রীতিমতো সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের পেশাদারিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন স্প্যানিশ কোচ। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, 'ম্যাচের একদিন আগে সিদ্ধান্ত বদল হচ্ছে। আমরা প্রতিপক্ষকে নিয়ে বিশ্লেষণ করে গত কয়েকদিন ধরে প্রস্তুতি নিয়েছি। স্যাঞ্চেজ খেলবে না ধরে নিয়েই পরিকল্পনা করেছিলাম আমরা। আজ সকালে জানতে পারলাম ও খেলবে। এটা কখনও পেশাদারিত্বের নমুনা নয়।'

এখানেই অস্কারের দুশ্চিন্তা শেষ হচ্ছে না। বেঙ্গালুরু ম্যাচেও হয়তো একটা অর্ধে খেলবেন আনোয়ার আলি। মহম্মদ বসিম রশিদের মাঠে নামা নিয়েও সংশয়ে রয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। বুধবারও মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করতে দেখা গেল না রশিদকে। সুনীলদের বিরুদ্ধে ম্যাচে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথম একাদশেও বেশ কিছু অদল-বদলের সম্ভাবনা রয়েছে।

তিন ডিফেন্ডার খেলানোর পরিকল্পনা থেকে না সরলেও ফর্মেশনে পরিবর্তন আনছেন অস্কার। বেঙ্গালুরুর প্রান্তিক আক্রমণ থামাতে আনোয়ার আলি, কেভিন সিবিল্লে ও জিকসন সিংয়ের সঙ্গে উইং ব্যাক হিসাবে পিভি বিষ্ণু ও বিপিন সিং।

প্রস্তুতিতে নজর ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁর (উপরে)। অনুশীলনে বল দখলের লড়াইয়ে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইউসেফ এজেজ্জারি। বুধবার।

ইস্টবেঙ্গলের বারপুজোয় হাজির এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে। পুজোর পর বারপোস্টকে প্রণাম বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসুর। -ডি মণ্ডল

প্রথা মেনে বারপুজো কলকাতা ময়দানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ এপ্রিল : নববর্ষের প্রথম সকালে উৎসবের মেজাজে কলকাতা ময়দান।

বুধবার চিরাচরিত প্রথা মেনেই বারপুজো হল মোহনবাগান ক্লাবে। সেই উপলক্ষ্যে সবুজ-মেরুন আবেগে মেতে উঠে ক্লাবতাঁবু। এদিন সকাল সাড়ে ৯টায় ক্লাবে প্রবেশ অধিনায়ক শুভাশিস বসুর। সঙ্গী মনবীর সিং। প্রিয় নায়কদের কাছে আইএসএল লিগ-শিল্ড জয়ের আবদার সমর্থকদের। শুভাশিস ও মনবীরকে নিয়েই বারপুজো হল বাগানে। বারপুজোর শেষে ক্রিকেট, হকি ও অ্যাথলেটিক্স বিভাগের স্পনসর হিসেবে রিপ্লে-এর নাম ঘোষণা করেন ক্লাব সভাপতি দেবাশিস দত্ত ও সচিব সৃঞ্জয় বসু। আগামী দিনে ক্লাবে পিকল বল কোর্ট তৈরির ভাবনা রয়েছে মোহনবাগানের।

ইস্টবেঙ্গলের নয়া অধিনায়ক রাকিপ

জাম্প কাট টু। ইস্টবেঙ্গল তাঁবু। মোহনবাগানের তুলনায় ভিড় বেশ কম। দীর্ঘদিন ক্লাবে সাফল্য নেই। তাই সমর্থকদের উৎসাহেও কিঞ্চিৎ ভাটা পড়েছে। তার মাঝেও সাড়ম্বরে হল বারপুজো। বিকালে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুশীলন থাকায় বারপুজোয় অনুপস্থিত সৌভিক চক্রবর্তী-মহম্মদ বসিম রশিদরা। তবে সহকারী কোচ বিনো জর্জকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হেড অফ ফুটবল থংবই সিংটো। ছিলেন মহিলা ও জুনিয়ার দলের ফুটবলাররা।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বারপুজোয় দেখা গেল এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবেকে। তাঁর কাছে আগামী মরশুমে নিজেদের মাঠে আইএসএল খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। মাঠের পরিকাঠামো নিয়ে খোঁজ নিতে দেখা যায় কল্যাণকেও। এদিন প্রথা মেনে আগামী মরশুমের অধিনায়ক হিসেবে মহম্মদ রাকিপের নাম ঘোষণা করে ইস্টবেঙ্গল। সহ অধিনায়ক হয়েছেন লালচুংনুঙ্গা।

এছাড়াও ভবানীপুর, ক্যালকাটা কাস্টমসের মতো ক্লাবগুলিতেও বারপুজো অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার এফসি এদিন বারপুজোর পাশাপাশি ক্লাবের চতুর্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীও সাড়ম্বরে পালন করেছে।

ঋষভদের হারিয়ে শীর্ষে আরসিবি

লখনউ সুপার জায়েন্টস-১৪৬
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-১৪৯/৫
(১৫.১ ওভারে)

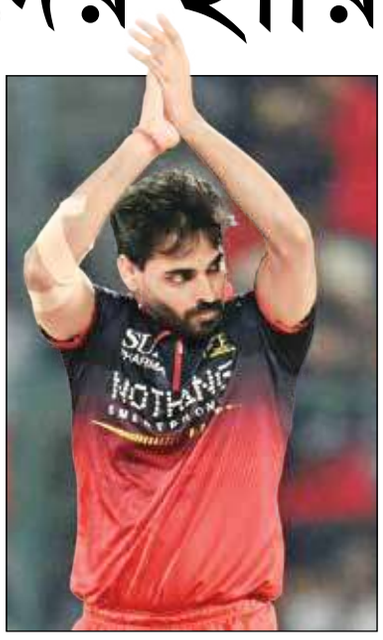

বেঙ্গালুরু, ১৫ এপ্রিল : আইপিএল ইতিহাসে প্রথমবার। ইমপ্যাক্ট সাব হিসেবে টিমলিস্টে জায়গা হল বিরাট কোহলির। লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ফিল্ডিং করেননি তিনি। তাতে অবশ্য বিন্দুমাত্র দাপট কমেনি তাঁর দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর। লখনউকে তারা ৫ উইকেটে হারিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠে এল।

অজি পেসার জোশ হ্যাজেলউড (২০/১) প্রথম একাদশে ফিরেই কামাল দেখালেন। নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের শুরু থেকেই সুর বেঁধে দেন তিনি। প্রথম ১৮ বলে ১১টি ডট বল করলেন। জোশকে যোগ্য সংগত দিলেন ভুবনেশ্বর কুমার (২৭/৩) ও রসিক সালাম (২৪/৪)। মিডল ওভারে বাকি কাজ সারলেন ক্রুণাল পান্ডিয়া (৩৮/২)। আইপিএলে ১২তম স্পিনার হিসেবে ১০০ উইকেটের মাইলস্টোনে পা রাখলেন ক্রুণাল।

ভুবিদের আঁটোসাঁটো বোলিংয়ের সামনে প্রথম থেকেই

৩ উইকেট নেওয়ার পর ভুবনেশ্বর কুমার (বাঁয়ে)। চেনা মেজাজে পাওয়া গেল বিরাট কোহলিকেও। বুধবার।

অস্বস্তিতে ছিল লখনউ। শুরুর ছয় ওভারে তারা ৪২ শতাংশ ডট বল খেলে। পাওয়ার প্লে-তেই তারা হারায় আইডেন মার্করাম (১২) ও নিকোলাস পুরানকে (১)। রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে উঠে যান লখনউ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ (১)। পুল করতে গিয়ে হ্যাজেলউডের অফ কাটার বল এসে লাগে পন্থের বাঁ কনুইয়ে। ফিজিওকে ডাকতে হয় মাঠে। তারপর উঠে যান পন্থ। পরে নামলেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি তিনি। ফিল সল্টের অবিশ্বাস্য ক্যাচে ফিরতে হয় তাঁকে। শুরুতে একটা দিক ধরে রেখেছিলেন মিচেল মার্শ (৪০)। শেষের দিকে আয়ুষ বাদোনি (৩৮) এবং মুকুল চৌধুরীর (৩৯) প্রচেষ্টায় ১৪৬ রানে পৌঁছায় লখনউ।

রানতাড়ায় নেমে শুরুতেই ধাক্কা খেয়েছিল আরসিবি। দ্বিতীয় ওভারে প্রিন্স যাদবের (৩২/৩) বলে বোল্ড হন ফিল সল্ট। কিন্তু চোট-আতঙ্ক সরিয়ে বিরাট (৪৯) ছিলেন বিন্দাস মেজাজে। প্রিন্সের দ্বিতীয় ওভারে ১৭ রান নিয়ে লখনউয়ের ম্যাচে ফেরার আশা অনেকটাই ক্ষীণ করে দেন কোহলি। ১ রানের জন্য অর্ধশতরান মিস করলেও আপাতত এবারের আইপিএলে সর্বাধিক রানের মালিক বিরাটই। কোহলি, দেবদত্ত পাডিক্কাল (১০) ফেরার পর অধিনায়ক রজত পাতিদার (২৭) ও জিতেশ শর্মা (২৩) ভালোই টানছিলেন। প্রিন্স দুজনকে তুলে নিয়ে লখনউকে ম্যাচে ফেরানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আরসিবি-কে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন টিম ডেভিড (অপরাজিত ১৪) ও রোমারিও শেফার্ড (অপরাজিত ১৪)। বেঙ্গালুরু ১৫.১ ওভারে ৫ উইকেটে ১৪৯ রান তুলে নেয়।

হারের সঙ্গে ঋষভের চোট চিন্তা বাড়িয়েছে লখনউ শিবিরের। কারণ তিনি পরে আর উইকেটকিপিং করতে নামেননি।

ক্যান্ডিডেটস দাবায় চ্যাম্পিয়ন বৈশালী

পাফোস, ১৫ এপ্রিল : ইতিহাস গড়লেন ভারতের উঠতি দাবাড়ু রমেশবাবু বৈশালী। ভারতের প্রথম মহিলা হিসেবে ক্যান্ডিডেটস দাবায় চ্যাম্পিয়ন হলেন তিনি। এবার চলতি বছরের শেষে রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দের দিদি বৈশালী নামবেন

পেলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নামার ছাড়পত্র

বিশ্বসেরা হওয়ার লড়াইয়ে। যেখানে তাঁর প্রতিপক্ষ পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন চিনের গ্র্যান্ড মাস্টার জু ওয়েংজুন।

এবারের ক্যান্ডিডেটসে ১৩ রাউন্ড পর্যন্ত ৭.৫ পয়েন্ট নিয়ে বিবিসারা আসাউবায়েভার সঙ্গে যুগ্মভাবে শীর্ষে ছিলেন ভারতের গ্র্যান্ড মাস্টার বৈশালী। ফলে নিজের ভাগ্য নিজের হাতে ছিল না বৈশালীর। বরং চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে তাঁকে দুটি সমীকরণ মেলাতে

ক্যান্ডিডেটসে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর মায়ের সঙ্গে রমেশবাবু বৈশালী।

হত। প্রথমত, কাতেরিনা ল্যানগোর বিরুদ্ধে জিততে হত বৈশালীকে। দ্বিতীয়ত, আসাউবায়েভাকে ভারতের আরেক গ্র্যান্ড মাস্টার দিব্যা দেশমুখের কাছে পয়েন্ট নষ্ট করতে হত। আসাউবায়েভার বিরুদ্ধে দিব্যা ড্র করে সতীর্থ বৈশালীর জন্য খেতাব জয়ের মঞ্চ গড়ে দেন। সুযোগ কাজে লাগাতে ভুল করেননি ২৪ বছরের বৈশালী। সাদা ঘুঁটি নিয়ে ৪৮ চালে তিনি ল্যানগোকে হারিয়ে ৮.৫ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যান। ২০২৪ সালে এই প্রতিযোগিতায় বৈশালী যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছিলেন। এদিন চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেই আক্ষেপ মেটালেন তিনি। মূলত এন্ড গেমে নার্ভ ধরে রেখে দুরন্ত পারফরমেন্সে কাজ করেন বৈশালী। এরপর আর তাঁকে ফিরে তাকাতে হয়নি। নিজের ট্যাকটিকাল ও পজেশনাল প্লে-র মাধ্যমে ল্যানগোর চাল 'বানচাল' করে বাজিমাত করেন ভারতের এই গ্র্যান্ড মাস্টার।

বৈশালী চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ততাঁর কোচ আরবি রমেশ বলেছেন, 'বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের যোগ্যতা অর্জন করা খুবই সম্মানের। ও এতদূর এসেছে দেখে ভালো লাগছে। গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে স্নায়ু ধরে রেখে জিতেছে বৈশালী।'

৪ উইকেট নবনীল, অর্ণবের

জলপাইগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : সিএবি-র অম্বর রায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেটে বুধবার এফইউসি ৫ উইকেটে আরসিসি-কে হারিয়েছে। প্রথমে আরসিসি ১৬ ওভারে ৫০ রানে গুটিয়ে যায়। অর্ণব রায় ১১ রান করে। ম্যাচের সেরা নবনীল মণ্ডল ৮ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। জবাবে এফইউসি ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ৫১ রান তুলে নেয়। আরিয়ান মাহাতো ১৩ রান করে। শুভায়ন রায় ৩ রানে ফেলে দেয় ৩ উইকেট।

অন্য ম্যাচে এনবিসিসিসি ৩ উইকেটে পাতকাটা কলোনি সিসিসি-র বিরুদ্ধে জিতেছে। প্রথমে পাতকাটা ৩৯ ওভারে ১৩৮ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা অর্ণব রায় ১১ রানে নেয় ৪ উইকেট। জবাবে এনবিসিসিসি ৩৩ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩৯ রান তুলে নেয়। রাজদীপ চৌধুরী ৪৪ রান করে। রেহান সরকার ২৬ রানে নিয়েছে ৩ উইকেট।

বারপুজোয় শামিল মেয়র-ডেপুটি মেয়র

মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবল শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল : বাংলা নতুন বছরের প্রথমদিন। নববর্ষে প্রতিবারের মতো এবারও বারপুজো, মাঠপুজোয় মেতে উঠল উত্তরবঙ্গ। বাদ যায়নি শিলিগুড়িও। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তরফে বুধবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে বারপুজো ও মাঠপুজোর আয়োজন করা হয়। এই বারপুজোয় বসেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারও। এছাড়াও পরিষদের কার্যনির্বাহী সভাপতি জয়ন্ত সাহা, সচিব কুন্তল গোস্বামী সহ অন্য কর্তারাও শামিল হন। বারপুজোয় শিলিগুড়ির বিভিন্ন কোচিং ক্যাম্পের ১৫০-২০০ খুদে খেলোয়াড়দের ডাকা হয়েছিল। এছাড়াও পুরনিগমের ফুটবল অ্যাকাডেমি ও শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির খেলোয়াড়রাও এসেছিল। শিলিগুড়ি ভেটারেন্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, শিলিগুড়ি রেফারি

কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে চলছে বারপুজো (বাঁয়ে)। তরাই স্কুল মাঠে মাঠপুজোয় মেতে উঠল তরাই অ্যাথলেটিক কোচিং সেন্টারের খুদে খেলোয়াড়রাও।

ও আম্পায়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরাও বারপুজোয় শামিল হয়েছিলেন। এদিন কুন্তলবাবু জানিয়ে দেন, বৃহস্পতিবার থেকে পরিষদের অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবল শুরু হবে। খেলবে ১৫টি দল।

তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে তরাই অ্যাথলেটিক কোচিং সেন্টারও এদিন মাঠপুজোর আয়োজন করেছিল। সেন্টারের সচিব কার্তিক পাল জানিয়েছেন, প্রতিবারের মতো এবারও ক্যাম্পের শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন ক্যাম্পের টি-শার্ট, ট্র্যাকশুট এবং অনুশীলন করার ঘড়ি দেওয়া হয়। তেরাই মর্নিং ফুটবল অ্যাকাডেমিও বারপুজোর আয়োজন করেছিল। অ্যাকাডেমির চিফ কোচ অসীম দাস জানিয়েছেন, ৯২ জন খুদে খেলোয়াড়কে এদিন জার্সি দেওয়া হয়।